

সূচীপত্র

مجلة
عرفات الأسبوعية
شعار التضامن الإسلامي

সাপ্তাহিক আরাফাত

মুসলিম সংহতির আহ্বায়ক

প্রতিষ্ঠাতা: আল্লামা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কোরাযশী (রহ)

www.bishwasbongobd.com, পড়ুন



সংখ্যা: ০৫-০৬

০৪ নভেম্বর-২০২৪

সোমবার



গাজী হুসরেভ-বেগ মসজিদ, ইউরোপ

সাপ্তাহিক প্রতিষ্ঠাকাল- ১৯৫৭
আরাফাত
মুসলিম সংহতির আঙ্গায়ক

عرفات الأسبوعية
شعار التضامن الإسلامي

مجلة أسبوعية دينية أدبية ثقافية وتاريخية الصادرة من مكتب الجمعية

প্রতিষ্ঠাতা : আল্লামা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কোরায়শী (রহ)
সম্পাদকমন্ডলীর প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি : প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আব্দুল বারী (রহ)

গ্রাহক ও এজেন্ট হওয়ার নিয়মাবলী

বছরের যে কোনো সময় গ্রাহক হওয়ার যায়। ছয় মাসের কমে গ্রাহক করা হয় না। প্রতি সংখ্যার জন্য অগ্রীম ১০০/- (একশ টাকা) পাঠিয়ে বছরের যে কোন সময় এজেন্সি নেওয়া যায়। ১০ কপির কমে এজেন্সি দেওয়া হয় না। ১০-২৫ কপি পর্যন্ত ২০%, ২৬-৭০ কপির জন্য ২৫% এবং ৭০ কপির উর্ধ্বে ৩০% কমিশন দেওয়া হয়। প্রত্যেক এজেন্টকে এক কপি সৌজন্য সংখ্যা দেওয়া হয়। জামানতের টাকা পত্রিকা অফিসে নগদ অথবা বিকাশ বা সাপ্তাহিক আরাফাতের নিজস্ব একাউন্ট নাম্বারে জমা দিয়ে এজেন্ট হওয়া যায়।

ব্যাংক একাউন্টসমূহ

বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি.

নওয়াবপুর রোড শাখা

সঞ্চয়ী হিসাব নম্বর-২০৫০১১৮০২০০২৮৫৬০০

যোগাযোগ : ০১৯৩৩৩৫৫৯০১

বিকাশ নম্বর

০১৯৩৩৩৫৫৯০৫

চার্জসহ বিকাশ নম্বরে টাকা প্রেরণ করে

উক্ত নম্বরে ফোন করে নিশ্চিত হোন।

সাপ্তাহিক আরাফাত

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি. বংশাল শাখা

সঞ্চয়ী হিসাব নম্বর-২০৫০১৭৯০২০১৩৩৫৯০৭

যোগাযোগ : ০১৯৩৩৩৫৫৯১০

মাসিক তর্জুমানুল হাদীস

শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক লি.

বংশাল শাখা

সঞ্চয়ী হিসাব নম্বর-৪০০৯১৩১০০০০১৪৪০

যোগাযোগ : ০১৯৩৩৩৫৫৯০৮

বিশেষ দৃষ্টব্য : প্রতিটি বিভাগে পৃথক পৃথক মোবাইল নম্বর প্রদত্ত হলো। লেনদেন-এর পর সংশ্লিষ্ট বিভাগে প্রদত্ত মোবাইল নম্বরে ফোন করে নিশ্চিত হওয়ার জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে।

আপনি কি কুরআন ও সহীহ সুন্নাহ মোতাবেক আলোকিত জীবন গড়তে চান?
তাহলে নিয়মিত পড়ুন : মুসলিম সংহতির আঙ্গায়ক

সাপ্তাহিক

আরাফাত
মুসলিম সংহতির আঙ্গায়ক

ও কুরআন- সুন্নাহ'র আলোকে রচিত জমঈয়ত প্রকাশিত বইসমূহ

যোগাযোগ | ৭৯/ক/৩, উত্তর যাত্রাবাড়ি, ঢাকা- ১২০৪
ফোন : ০২-৭৫৪২৪৩৪, মোবাইল : ০১৯৩৩-৩৫৫৯১০
www.jamiyat.org.bd

مجلة
عرفات الأسبوعية
شعار التضامن الإسلامي

সাপ্তাহিক আরাফাত

মুসলিম জগতের আহ্বায়ক

ধর্ম-দর্শন, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও ইতিহাস-ঐতিহ্য বিষয়ক সাপ্তাহিকী

প্রতিষ্ঠাকাল - ১৯৫৭

রেজি - ডি.এ. ৬০

প্রকাশ মহল - ৯৮, নবাবপুর রোড,

ঢাকা-১১০০, বাংলাদেশ

প্রতিষ্ঠাতা: আল্লামা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কোরাযশী (রহ)

* বর্ষ : ৬৬

* সংখ্যা : ০৫-০৬

* বার : সোমবার

০৪ নভেম্বর-২০২৪ ঈসায়ী

১৯ কার্তিক-১৪৩১ বঙ্গাব্দ

০১ জমাদিউল আউয়াল-১৪৪৬ হিজরি

সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি

অধ্যাপক ডক্টর আব্দুল্লাহ ফারুক

সম্পাদক

আবু আদেল মুহাম্মাদ হারুন হুসাইন

সহযোগী সম্পাদক

মুহাম্মাদ গোলাম রহমান

প্রবাস সম্পাদক

মুহাম্মাদ রফিকুল ইসলাম মাদানী

ব্যবস্থাপক

রবিউল ইসলাম

উপদেষ্টামণ্ডলী

প্রফেসর এ. কে. এম. শামসুল আলম
মুহাম্মাদ রুহুল আমীন (সাবেক আইজিপি)

আলহাজ্জ মুহাম্মাদ আওলাদ হোসেন

প্রফেসর ড. দেওয়ান আব্দুর রহীম

প্রফেসর ড. আ. ব. ম. সাইফুল ইসলাম সিদ্দিকী

অধ্যাপক ড. মুহাম্মাদ রঈসুদ্দীন

সম্পাদনা পরিষদ

প্রফেসর ড. আহমাদুল্লাহ ত্রিশালী

উপাধ্যক্ষ ওবায়দুল্লাহ গযনফর

প্রফেসর ড. মো. ওসমান গনী

ড. মুহাম্মাদ শহীদুল্লাহ খান মাদানী

উপাধ্যক্ষ আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ

মুহাম্মাদ ইবরাহীম বিন আব্দুল হালীম মাদানী

যোগাযোগ

সাপ্তাহিক আরাফাত

জমঈয়ত ভবন, ৭৯/ক/৩, উত্তর যাত্রাবাড়ী, বিবির বাগিচা ৩নং গেইট, ঢাকা-১২০৪।

সম্পাদক : ০১৭৬১-৮৯৭০৭৬

সহযোগী সম্পাদক : ০১৭১৬-৯০৬৪৮৭

ব্যবস্থাপক : ০১৯৩৩-৩৫৫৯০১

বিপণন অফিসার : ০১৯৩৩-৩৫৫৯১০

কম্পিউটার বিভাগ : ০১৯৩৩-৩৫৫৯০৭

টেলিফোন : ০২-৭৫৪২৪৩৪

weeklyarafat@gmail.com

www.weeklyarafat.com

jamiyat1946.bd@gmail.com

মূল্য : ২৫/-
(পঁচিশ) টাকা মাত্র।

www.jamiyat.org.bd

f/shaptahikArarafat

f/group/weeklyarafat

مجلة عرفات الأسبوعية

تصدر من المكتب الرئيسي لجمعية أهل الحديث بينغلاদেশ

٩٨ نواب فور، داکا-١١٠٠.

الهاتف: ٠٢٧٥٤٢٤٣٤، الجوال: ٠٩٣٣٣٥٥٩٠١.

المؤسس: العلامة محمد عبد الله الكافي القرشي (رحمه الله تعالى)

الرئيس المؤسس لمجلس الإدارة:

الفقيه العلامة د. محمد عبد الباري (رحمه الله تعالى)

الرئيس الحالي لمجلس الإدارة:

الأستاذ الدكتور عبد الله فاروق (حفظه الله تعالى)

رئيس التحرير: أبو عادل محمد هارون حسين

গ্রাহক চাঁদার হার (ডাকমাণ্ডলসহ)

দেশ	বার্ষিক	সান্নাঙ্গিক
বাংলাদেশ	৭০০/-	৩৫০/-
দক্ষিণ এশিয়া	২৮ U.S. ডলার	১৪ U.S. ডলার
এশিয়ার অন্যান্য দেশ	৩০ U.S. ডলার	১৫ U.S. ডলার
সিঙ্গাপুর	৩৫ U.S. ডলার	১৫ U.S. ডলার
ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া ও ব্রুনাই	৩০ U.S. ডলার	১৫ U.S. ডলার
মধ্যপ্রাচ্য	৩৫ U.S. ডলার	১৫ U.S. ডলার
আমেরিকা, কানাডা ও অস্ট্রেলিয়াসহ পশ্চিমা দেশ	৫০ U.S. ডলার	২৬ U.S. ডলার
ইউরোপ ও আফ্রিকা	৪০ U.S. ডলার	২০ U.S. ডলার

“সাপ্তাহিক আরাফাত”

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড

বংশাল শাখা: (সঞ্চয়ী হিসাব নং- ১৩৩৫৯)

অনুকূলে জমা/ডিডি/টিটি/অনলাইনে প্রেরণ করা যাবে।

অথবা

“সাপ্তাহিক আরাফাত”

অফিসের বিকাশ (পার্সোনাল): ০১৯৩৩ ৩৫৫ ৯০৫

নম্বরে বিকাশ করা যাবে। উল্লেখ্য যে, বিকাশে অর্থ পাঠানোর পর কল করে নিশ্চিত হোন!

সূচিপত্র

- ✍ সম্পাদকীয় ০৩
- ✍ আল কুরআনুল হাকীম:
❖ সুখ-সমৃদ্ধ ও পবিত্র জীবন লাভের উপায়
আবু সা'আদ আব্দুল মোমেন বিন আব্দুস সামাদ- ০৪
- ✍ হাদীসে রাসূল ﷺ:
❖ সন্তানের প্রতি পিতা-মাতার করণীয়
গিয়াসুদ্দীন বিন আব্দুল মালেক- ০৭
- ✍ প্রবন্ধ:
❖ প্রতারণার কুটজাল: বিব্রত নাগরিক সমাজ
আবু সা'দ ড. মো. ওসমান গনী- ১১
❖ ধৈর্য্য-ক্ষমা-উদারতা: সালামের সৌন্দর্য
কে. এম আব্দুল জলিল- ১৩
❖ স্ত্রী ও সন্তান-সম্বন্ধিত পরীক্ষাস্বরূপ
অধ্যাপক মো. আবুল খায়ের- ১৮
- ✍ ক্বাসাসুল হাদীস:
❖ একজন মু'মিন ও কাফিরের মৃত্যু এবং মৃত্যু পরবর্তী অবস্থা
আবু তাহসীন মুহাম্মদ- ২১
- ✍ বিশেষ মাসায়িল ২৩
- ✍ নিভৃত ভাবনা:
❖ স্মৃতিপটে 'বিদায় হজ্জ' কবিতা
আবু ফাইয়য মুহাম্মদ গোলাম রহমান- ২৭
- ✍ প্রাসঙ্গিক ভাবনা:
❖ আমাদের সমস্যা ও সমাধান
মোহাম্মদ মায়হারুল ইসলাম- ৩০
- ✍ বিজ্ঞান ও বিস্ময়:
❖ ব্রেইন ওয়েভস (মস্তিষ্কের বৈদ্যুতিক তরঙ্গ)-এর রহস্য
মো. হারুনুর রশিদ- ৩৩
- ✍ কবিতা ৩৮
- ✍ জমঈয়ত সংবাদ ৩৯
- ✍ শুক্বান সংবাদ ৪০
- স্বাস্থ্য-সচেতনতা ৪১
- ✍ ফাতাওয়া ও মাসায়েল ৪৪
- প্রচ্ছদ রচনা ৪৮

সম্পাদকীয়

ঐক্য-সংহতি-জমঈয়ত

রা সুল্লাহ (ﷺ)-এর সাহচর্য পেয়ে ঈমান নিয়ে যারা ইহাম ত্যাগ করেছেন, তাঁদের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ নাম 'সাহাবী' (صحابی)। অনুরূপ বৈশিষ্ট্যগত নাম 'তাবেয়ী'। অতএব 'আহলে হাদীস' নামকরণ নিয়ে নতুন করে প্রশ্ন উত্থাপন করা অর্বাচীনদের ফিতনা বৈ অন্য কিছু নয়। যারা পবিত্র কুরআন ও সহীহ হাদীসের আলোকে জীবন পরিচালনা করেন তাদের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ নাম 'আহলুল হাদীস' বা 'আহলে হাদীস'। এছাড়াও সাহাবায়ে কিরাম, আইম্মায়ে কিরাম এবং কালোত্তীর্ণ মুহাদ্দিসগণের স্বীকৃত পরিভাষা 'আহলুল হাদীস' বা 'আহলে হাদীস'।

আহলে হাদীসদের ঐক্যের কেন্দ্রবিন্দু 'জমঈয়তে আহলে হাদীস'। বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান, নেপালসহ বিশ্বের অন্যান্য ভূখণ্ডের আহলে হাদীসগণ জমঈয়তে আহলে হাদীস-এর ব্যানারে ঐক্যবদ্ধ। কোথাও কোনো বিভক্তি থাকলে সেগুলো বিচ্ছিন্ন ঘটনা।

ঐতিহাসিকভাবে স্বীকৃত যে, নিখিল-বঙ্গ-আসামের আহলে হাদীসগণ প্রাতিষ্ঠানিকভাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন আল্লামা মুহাম্মদ আব্দুল্লাহিল কাফী আল কুরায়শী (رحمته) -এর নেতৃত্বে। তিনি ছিলেন উনিশ শতকের প্রতিভাসিত সংস্কারক, দক্ষ-নিপুণ সংগঠক, খ্যাতিমান বাগী, অপ্রতিদ্বন্দ্বী বহুভাষাবিদ, মননশীল লেখক ও শীর্ষস্থানীয় গবেষক এবং অনপনেয় প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব। বাংলার মুসলিমদের জন্য তিনি ছিলেন মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে নিয়ামতস্বরূপ- এক উৎসর্গিতপ্রাণ ব্যক্তিত্ব। তাঁর বর্ণাঢ্য সংগ্রামী জীবনে তিনি এ উপমহাদেশের কুরআন ও সহীহ সুন্নাহ'র অনুসারী বাঙলাভাষীদেরকে অভিন্ন প্লাটফর্মে ঐক্যবদ্ধ করে অখণ্ড আহলে হাদীস জামা'আত প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ইলাহী লিখন মোতাবেক ১৯৬০ সালের ৪ জুন মহান আল্লাহর আস্থানে সাড়া দিয়ে তিনি ইহজগত ত্যাগ করে পরজগতে পাড়ি জমিয়েছেন- আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রতি রহম করুন এবং জান্নাতের সম্মানিত মেহমান হিসেবে কবুল করুন।

আল্লামা মুহাম্মদ আব্দুল্লাহিল কাফী আল কুরায়শী (رحمته) -এর মৃত্যুর পর ঐক্যবদ্ধ আহলে হাদীসদের নেতৃত্ব অর্পিত হয় আল্লামা প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আব্দুল বারী (رحمته) -এর ক্ষেত্রে। বয়সে তরুণ হলেও জ্ঞান, প্রজ্ঞা, বিচক্ষণতা, দূরদর্শিতা ও তাকুওয়ায় তিনি সমকালীন জ্যেষ্ঠদেরও অতিক্রম করেছিলেন। সে সময় উপমহাদেশের প্রথমসারির যুগশ্রেষ্ঠ শাইখুল হাদীস উলামা-ই কিরাম- আল্লামা কবীরুদ্দীন রহমানী, শাইখ মুনতাসির আহমাদ রহমানী, শাইখ মতিউর রহমান সালাফী, মাওলানা আবুল কাসেম রহমানী, মাওলানা হাবীবুল্লাহ খান রহমানী, শাইখ সা'দ আবুল ওয়াহাব রহমানী, শাইখ সুজাউদ্দীন রহমানী, শাইখ মুহাম্মদ হোসেন মাওজী, শাইখ মাওলা বকস নাডভী, শাইখ আব্দুল্লাহ নদভী, ইলমুল বাহরাইন প্রফেসর ড. আফতাব আহমাদ রহমানী, দক্ষিণ এশিয়ার শ্রেষ্ঠ রেজালশাস্ত্রবিদ আল্লামা আবু মুহাম্মদ আলীমুদ্দীন প্রমুখ 'ইলম বা 'আমল ও তাকুওয়ার মূর্তপ্রতীক বিদগ্ধ মুহাদ্দিস-মুফাসসিরগণ তাঁর নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ থেকে আহলে হাদীসদের অখণ্ডতা অক্ষুণ্ণ রেখেছেন এবং "ওয়া'তাসিমু বিহাবলিল্লা-হি জামি'আও ওলা তাফাররাকু"র বাস্তব প্রতিফলন ঘটিয়েছেন। তিনিও দক্ষ নাবিকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে আল্লাহ তা'আলার ফযল ও করমে দেশের গণ্ডি পেরিয়ে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে জমঈয়তকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে অনুপম উচ্চতায় পৌঁছে দিয়েছেন।

উপরিউল্লিখিত আলোচনার সারমর্ম থেকে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, যারা কুরআন সহীহ হাদীসের অনুসরণ করে, তাদের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ নাম যেমন- আহলে হাদীস, অনুরূপ এই আহলে হাদীসগণের ঐক্যবদ্ধ প্লাটফর্মের নামও 'জমঈয়তে আহলে হাদীস'।

আলহামদুলিল্লাহ! আহলে হাদীস তথা কুরআন ও সহীহ হাদীসের অনুসারীর সংখ্যা এদেশে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, সঠিক ইতিহাস না জানার কারণে আহলে হাদীসদের কেউ কেউ ব্যক্তি প্রভাবে প্রভাবান্বিত হয়ে ঐক্যবদ্ধ প্লাটফর্ম হতে বিচ্ছিন্ন জীবন-যাপন করছেন, যা ইসলামের মৌলিক নির্দেশনার পরিপন্থী।

অতএব সকলে প্রতি আমাদের উদাত্ত আহ্বান, আসুন! সকলপ্রকার বিচ্ছিন্নতা পরিহার করে জমঈয়তে আহলে হাদীস সম্পর্কে স্বচ্ছ জ্ঞান অর্জনকরতঃ আমরা সকলে একই প্লাটফর্মে ঐক্যবদ্ধ হই। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে সঠিক পথের সন্ধান দিন -আমীন। ❏

আল কুরআনুল হাকীম

সুখ-সমৃদ্ধ ও পবিত্র জীবন লাভের উপায়

-আবু সা'আদ আব্দুল মোমেন বিন আব্দুস্ সামাদ*

আল্লাহ তা'আলার অমিয় বাণী

﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةًۭ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾

সরল বাংলা অনুবাদ

“মু'মিন পুরুষ ও নারীর মধ্যে যে কেউই ‘আমলে সলেহ (সৎকাজ) করবে, নিশ্চয়ই তাকে আমি সুখী জীবন দান করব আর অবশ্যই আমি তাদেরকে তারা যা করত তার তুলনায় শ্রেষ্ঠ প্রতিদান দেব।”^১

শাব্দিক অনুবাদ

مَنْ -যে, عَمِلَ -সে ‘আমল করে, صَالِحًا -সৎ ‘আমল, وَ -ও, أُنْثَىٰ -নারী, أَوْ -অথবা, مُؤْمِنٌ -পুরুষ, ذَكَرٍ -হতে/থেকে, فَلَنُحْيِيَنَّهٗ -এবং, حَيٰوةً طَيِّبَةً -সুখ-সমৃদ্ধ ও পবিত্র জীবন, وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ -আর/এবং, أَجْرَهُمْ -তাদের অবশ্যই আমি তাদেরকে প্রতিদান দেব, بِأَحْسَنِ -উত্তমভাবে, مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ -যা তারা করত।

সূরা ও আয়াতের পরিচয়

দারসে উল্লেখিত আয়াতটি মহাঘনু কুরআনুল কারীমের ছোটো একটি গুরুত্বপূর্ণ আয়াত। এটি আল-কুরআনুল কারীমের ১৬ নম্বর সূরা, সূরা আন নাহল-এর ৯৭ নং আয়াত।

আলোচ্য বিষয়

এ আয়াতে পৃথিবীতে সৎকর্মশীল মু'মিনদের অবস্থা কেমন হবে তার বিবরণ দেওয়া হয়েছে এবং পরকালে কীভাবে তাদেরকে তাদের কর্মফল দেওয়া হবে, তার পূর্ণ বর্ণনা দেওয়া হয়েছে।

* এমফিল গবেষক, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়।

^১ সূরা আন নাহল: ৯৭।

আয়াতের সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ﴾

“মু'মিন পুরুষ ও নারীর মধ্যে যে কেউই ‘আমলে সলেহ (সৎকাজ) করে।”

ব্যাখ্যা: আয়াতের এই অংশে উল্লেখ করা হয়েছে-ঈমানের ভিত্তিতে মহান আল্লাহর কাছে মানুষের মূল্যায়ন হয়, এখানে নারী ও পুরুষের মধ্যে কোনো পার্থক্য করা হয় না। মু'মিন নারী ও পুরুষ মহান আল্লাহর কাছে সমান মর্যাদার অধিকারী। এখানে লিঙ্গভেদে কোনো বৈষম্য করা হয় না। প্রশ্ন আসতে পারে, পৃথিবীতে প্রেরিত সকল নবী-রাসূল কেন তাহলে পুরুষ ছিলেন এবং কেন কোনো নারীকে নবী হিসেবে পাঠানো হয়নি। এর উত্তর হলো-সর্বসাধারণের মাঝে মহান আল্লাহর বার্তা পৌঁছে দেয়ার কঠিন দায়িত্ব দিয়ে আল্লাহ তা'আলা পৃথিবীতে নবী-রাসূল পাঠিয়েছেন। কষ্ট সহিষ্ণু এ কাজটি নারীদের পক্ষে সম্ভব নয় বলে এ দায়িত্ব পুরুষদের উপর অর্পণ করা হয়েছে। অবশ্য আধ্যাত্মিক পূর্ণতায় পৌঁছার জন্য নারীর সামনে কোনো প্রতিবন্ধকতা রাখা হয়নি। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় বিবি মারইয়ামের কথা। তিনি ‘ইবাদতের মাধ্যমে মহান আল্লাহর এতবেশি কাছে পৌঁছেছিলেন যে, আল্লাহ সুবহানাছ তা'আলা জান্নাত থেকে তার জন্য খাবার পাঠাতেন। তাছাড়া আসিয়াহ বিনতু মুয়াহিম! তিনি তো মহান আল্লাহর একেবারে নিকটে জান্নাতে একটি ঘর লাভ করেছেন। মোটকথা প্রতিদান প্রদানে নারী ও পুরুষের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةًۭ﴾

“নিশ্চয়ই তাকে আমি হায়াতে তাইয়েবাহ্ তথা সুখী জীবন দান করব।”

ব্যাখ্যা: অধিকাংশ মুফাসসিরের মতে এখানে হায়াতে ত্বাইয়েবাহ্ (حَيَوَّةٌ طَيِّبَةٌ) বলতে দুনিয়ার পবিত্র ও আনন্দময় জীবন বুঝানো হয়েছে। এর অর্থ এই নয় যে, সে কখনো অনাহার-উপবাস ও অসুখ-বিসুখের সম্মুখীন হবে না; বরং এর অর্থ এই যে, মু'মিন ব্যক্তি কোনো সময় আর্থিক অভাব-অনটন কিংবা কষ্টে পতিত হলেও দু'টি বিষয় তাকে উদ্বিগ্ন হতে দেয় না। যথা-

এক- অল্পেতুষ্টি এবং অনাড়ম্বর জীবন যাপনের অভ্যাস, যা দারিদ্র্যের মাঝেও কেটে যায়।
দুই- তার এ বিশ্বাস যে, এ অভাব-অনটন ও অসুস্থতার বিনিময়ে আখিরাতে সুমহান, চিরস্থায়ী নিয়ামত পাওয়া যাবে। কাফির ও পাপাচারীর অবস্থা এর বিপরীত।

'আলী (عليه السلام) হায়াতে ত্বাইয়েবাহ্ (حَيَوَّةٌ طَيِّبَةٌ)-এর অর্থ করেছেন স্বল্পে তুষ্টি। ইমাম দাহহাক বলেন, হালাল রিয়ক ও দুনিয়াতে 'ইবাদত করার তাওফীক। কারো কারো মতে এটা হলো একজন মু'মিনের জীবনের মানসিক শান্তি। যার সারমর্ম হলো, একজন চরিত্রবান মু'মিন সৎ ও ধর্মভীরু জীবন যাপনে, আল্লাহর 'ইবাদত ও আনুগত্যে, দুনিয়ার প্রতি অনাসক্ত ও অল্পে তুষ্টি হওয়াতে যে পরম সুখ-স্বাদ অনুভব করে, তা কোনো কাফির ও পাপী ব্যক্তি পৃথিবীর সকল সুখ ভোগ করলেও সেই সুখ-স্বাদ পায় না; বরং সে এক ধরনের মানসিক অশান্তি ভোগ করে। আল্লাহ তা'আলা বলেন-

﴿وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا﴾

অর্থাৎ- “আর যে আমার স্মরণ থেকে বিমুখ থাকবে, অবশ্যই তার জীবন হবে সংকীর্ণময়।”^২

কোনো কোনো মুফাসসিরের মতে, এর অর্থ আখিরাতের জীবন। হাসান, মুজাহিদ ও ক্বাতাদাহ্ বলেন, জান্নাতে যাওয়া ব্যতীত কারো জীবনই সুখ-সমৃদ্ধ ও স্বাচ্ছন্দময় হতে পারে না। সঠিক কথা হচ্ছে- হায়াতে ত্বাইয়েবাহ্ (حَيَوَّةٌ طَيِّبَةٌ)-এর মাঝে এসব অর্থের সবগুলোই शामिल রয়েছে।^৩

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾

^২ সূরা তু-হা: ১২৪।

^৩ তাফসীর ইবনু কাসীর।

“আর অবশ্যই আমি তাদেরকে তারা যা করত তার তুলনায় শ্রেষ্ঠ প্রতিদান দেব।”

ব্যাখ্যা: মানুষ দুনিয়াতে যে 'আমল করে আল্লাহ তা'আলা সে 'আমলের প্রতিদান দিয়ে থাকেন। তাতে কারো প্রতি তিনি যুল্ম করেন না। আল্লাহ তা'আলা বান্দার উপর যথেষ্ট দয়ালু। তার দয়া ও ভালোবাসার কারণে তিনি প্রত্যেককে তাদের প্রাপ্য অধিকারের চেয়েও অনেক বেশি দান করেন। শান্তি দেওয়ার সময় তিনি ইনসাফের ভিত্তিতে অর্থাৎ- বান্দার মন্দ কাজের সমপরিমাণ শান্তি দেন। কিন্তু পুরস্কার দেওয়ার সময়ে সৎকাজের চেয়ে অনেক বেশি প্রতিদান দান করেন। আনাস ইবনু মালিক (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন: আল্লাহ তাঁর মু'মিন বান্দার উপর যুল্ম করেন না; বরং তার সৎকাজের পূর্ণ প্রতিদান তাকে দান করেন। আর কাফির তার ভালো কাজের প্রতিদান দুনিয়াতেই পেয়ে যায়, আখিরাতে তার জন্য আর কোনো অংশই বাকি থাকে না। (এ হাদীসটি ইমাম আহমদ [رحمتهما] বর্ণনা করেছেন এবং ইমাম মুসলিম একাই এটা তাখরীজ করেছেন।) মু'মিন বান্দাদের ভালো কাজের প্রতিদান কমপক্ষে দশগুণ হয়ে থাকে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা বলেন-

﴿مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ مَثَلٍ﴾

অর্থাৎ- “যে ব্যক্তি একটি ভালো কাজ নিয়ে এসেছে তার জন্য রয়েছে দশগুণ পুরস্কার।”^৪

অতএব, বুঝা গেলো, প্রতিটি ভালো কাজের প্রতিদান কমপক্ষে দশগুণ হবে। কুরআন ও সহীহ সুন্নাহর অন্যান্য ভাষ্য মতে তা বৃদ্ধি পেয়ে সত্তর থেকে সাতশত গুণ কিংবা তারও বেশি হতে পারে। তিনি যে কত বেশি দিতে পারেন তা কল্পনা করার সাধ্যও মানুষের নেই। হাদীসে কুদসীতে এসেছে- আল্লাহ বলেন:

أَعَدَدْتُ لِعِبَادِي الصَّالِحِينَ مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ، وَلَا أُدُنُّ سَمِعَتْ، وَلَا خَطَرَ عَلَيَّ قَلْبٍ بَشَرٍ.

অর্থাৎ- আমি আমার সৎ বান্দাদের জন্য এমন কিছু তৈরি করে রেখেছি যা কোনো চক্ষু দেখেনি, কোনো কান শ্রবণ করেনি এবং কোনো মানুষের অন্তর কল্পনাও করেনি।^৫

^৪ সূরা আল আন'আম: ১৬০।

^৫ সহীহুল বুখারী- হা. ৩২৪৪; সহীহ মুসলিম- হা. ২৮২৪।

কারো ‘আমল ‘আমলে সলেহ হওয়ার জন্য শর্ত যে কোনো ‘আমল সৎ ‘আমল হিসেবে গণ্য হওয়ার জন্য দু’টি শর্ত রয়েছে।

১. ‘আমলটি করতে হবে একমাত্র আল্লাহ সুবহানাছ তা’আলার সন্তুষ্টির জন্য: আল্লাহ তা’আলা বলেন,

﴿وَمَا أَمْرُوآ إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ﴾

অর্থাৎ- “তাদেরকে এছাড়া কোনো নির্দেশ দেওয়া হয়নি যে, তারা বিশুদ্ধচিত্তে একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর ‘ইবাদত করবে, সালাত কয়েম করবে এবং যাকাত দিবে। এটাই সঠিক ধর্ম।”^৬

২. ‘আমলটি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সুন্নাহ অনুযায়ী হতে হবে: আল্লাহ সুবহানাছ তা’আলা বলেন,

﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾

অর্থাৎ- “রাসূল তোমাদেরকে যা দেন তা তোমরা গ্রহণ করো এবং যা হতে তোমাদেরকে নিষেধ করেন তা হতে বিরত থাকো।”^৭

‘আমলে সলেহ’র গুরুত্ব ও তাৎপর্য

একজন মু’মিন (নারী কিংবা পুরুষ যাই হোক) সে যদি ‘আমলে সলেহ করে তাহলে আল্লাহ সুবহানাছ তা’আলা তাকে দু’টি বড়ো নিয়ামত দান করবেন।

১. দুনিয়ায় সুখ-সমৃদ্ধ ও পবিত্র জীবন: যেমন- দারসে উল্লেখিত আয়াতে আল্লাহ সুবহানাছ তা’আলা বলেন,

﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ اُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً﴾

অর্থাৎ- “মু’মিন পুরুষ ও নারীর মধ্যে যে কেউই ‘আমলে সলেহ (সৎকাজ) করবে, নিশ্চয়ই তাকে আমি সুখী জীবন দান করব।”^৮

২. পরকালে তিনি তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন এবং সেখানে তাকে অগণিত রিয়ক দান করবেন: আল্লাহ সুবহানাছ তা’আলা বলেন,

﴿وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ اُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ قٰوٰمًا﴾

﴿يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُوْنَ فِيْهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾

অর্থাৎ- “আর যে পুরুষ কিংবা নারী মু’মিন হয়ে সৎকাজ করবে তবে তারা প্রবেশ করবে জান্নাতে, সেখানে তাদেরকে অপরিমিত রুখী দান করা হবে।”^৯

মহান স্রষ্টার দর্শন ও মেহমানদারী লাভ

উল্লেখিত দু’টি নিয়ামত ছাড়াও ‘আমলে সালেহ করলে জান্নাতে মহান স্রষ্টার দর্শন ও মেহমানদারী লাভ করা যায়। আল্লাহ সুবহানাছ ওয়া তা’আলা বলেন,

﴿اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّٰتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا﴾

“যারা ঈমান আনে আর সৎকাজ করে তাদের আপ্যায়নের জন্য আছে জান্নাতুল ফিরদাউস।”^{১০}

আল্লাহ তা’আলা আরো বলেন,

﴿فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا﴾

“যে ব্যক্তি তার প্রতিপালকের সঙ্গে সাক্ষাতের আশা করে, সে যেন সৎ ‘আমল করে।”^{১১}

আয়াতের শিক্ষাসমূহ

এক- মহান আল্লাহর কাছে বয়স, নারী-পুরুষ, বংশমর্যাদা, জ্ঞান ও ব্যক্তির সামাজিক প্রতিপত্তির কোনো গুরুত্ব নেই। শুধু ঈমান ও সৎকর্মের মাধ্যমেই মহান আল্লাহর কাছে বান্দার মর্যাদা নির্ধারিত হয়।

দুই- বান্দার কর্মসমূহ দু’টি শর্ত সাপেক্ষে সৎকর্ম (‘আমলে সলেহ) হয়ে থাকে। যে কোনো ‘আমল গ্রহণযোগ্য হতে এ দু’টি শর্ত থাকা আবশ্যিক।

তিন- যারা সৎকর্ম করবে তারা দুনিয়া ও আখিরাত উভয় জগতে সফলকাম হবে।

চার- কাফির ব্যক্তি দুনিয়ায় পবিত্র জীবন থেকে বঞ্চিত, পৃথিবীতে তার জীবনযাপন অনেকটা মৃত ব্যক্তির মতো হয়ে থাকে।

পাঁচ- কোনো নেক ‘আমলকে ছোটো করে দেখার সুযোগ নেই। যেকোনো একটি নেক ‘আমল মানুষের জীবনকে পূতঃপবিত্র, সুখী ও সমৃদ্ধ করে দিতে পারে এবং জান্নাতের অসংখ্য নিয়ামত লাভে ধন্য করতে পারে। ☒

^৬ সূরা আল বাইয়্যোনাহ: ৫।

^৭ সূরা আল হাশর: ৭।

^৮ সূরা আন নাহল: ৯৭।

^৯ সূরা গা-ফির/আল মু’মিন: ৪০।

^{১০} সূরা আল কাহফ: ১০৭।

^{১১} সূরা আল কাহফ: ১১০।

হাদীসে রাসূল ﷺ

সন্তানের প্রতি পিতা-মাতার করণীয়

-গিয়াসুদ্দীন বিন আব্দুল মালেক*

রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর অমিয় বাণী

عَنْ الرَّهْرِيِّ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ﷺ) مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلَّا يُؤَلَّدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يَهُودَانِهِ وَيَنْصَرَانِهِ أَوْ يُمَجْسَانِهِ كَمَا تَنْتَجِعُ الْبَهِيمَةُ بِبَهِيمَةٍ جَمْعَاءَ هَلْ تُحْسُونَ فِيهَا مِنْ جَدْعَاءَ ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ.

সরল বাংলা অনুবাদ

আবু হুরাইরাহ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেছেন- প্রত্যেক নবজাতকই ফিতরাতের উপর জন্মলাভ করে। অতঃপর তার পিতা-মাতা তাকে ইয়াহুদি, নাসারা বা মাজুসি (অগ্নিপূজারী) রূপে গড়ে তোলে। যেমন- চতুষ্পদ পশু একটি পূর্ণাঙ্গ বাচ্চা জন্ম দেয়। তোমরা কি তাকে কোনো (জন্মগত) কানকাটা দেখতে পাও? অতঃপর আবু হুরাইরাহ (رضي الله عنه) তিলাওয়াত করলেন: (যার অর্থ) “আল্লাহর দেয়া ফিতরাতের অনুসরণ করো, যে ফিতরাতের উপর তিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন, এটাই সরল সুদৃঢ় দ্বীন”^{১২}।^{১৩}

হাদীসের ব্যাখ্যা

আদম (عليه السلام)-কে সৃষ্টির পর আল্লাহ রুহের জগতে সবাইকে একসঙ্গে তাঁর প্রভুত্বের স্বীকারোক্তি নিয়েছেন। সেখানে একবাক্যে সবাই আল্লাহকে প্রভু হিসেবে মেনে নিয়েছেন। আল্লাহ সেই সময়ের কথা স্মরণ করিয়ে বলেন, ﴿وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ﴾

“স্মরণ করো, তোমার প্রতিপালক আদম সন্তানের পৃষ্ঠদেশ হতে তার বংশধরকে বের করেন এবং তাদের নিজেদের

* প্রভাষক (আরবী), মহিমাগঞ্জ আলিয়া কামিল মাদ্রাসা, গাইবান্ধা।

^{১২} সূরা আর্ রুম: ৩০।

^{১৩} সহীহুল বুখারী- হা. ১৩৫৯; সহীহ মুসলিম- হা. ২৬৫৮

সম্বন্ধে সাক্ষ্য প্রদান করতে বলেন, ‘আমি কি তোমাদের প্রতিপালক নই?’ তারা বলে, ‘হ্যাঁ অবশ্যই আমরা সাক্ষী রইলাম।’ এটা এজন্য যে, তোমরা যেন কিয়ামতের দিন না বলো, ‘আমরা তো এ বিষয়ে গাফিল ছিলাম।’^{১৪}

এ জন্য প্রতিটি শিশুই মায়ের পেট থেকে সহজাত বিশ্বাস নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। নবজাতকের মধ্যে সত্যের দাওয়াত গ্রহণ করা, তাওহীদ ও রিসালাতের প্রতি ঈমান আনার যোগ্যতা বিদ্যমান থাকে। একটি শিশু যেকোনো পরিবারেই জন্মগ্রহণ করুক না কেন তার ভেতরে এই স্বভাব থাকেই। তার পিতা-মাতা মুসলমান, ইহুদি, খ্রিষ্টান বা অন্য যেকোনো ধর্মাবলম্বী হোক না কেন। তার মধ্যে আল্লাহ তা‘আলা এই স্বভাব দিয়ে দুনিয়াতে পাঠান। কিন্তু পরবর্তী সময়ে মা-বাবার কারণে সন্তানের মধ্যে পরিবর্তন আসে। সন্তান মা-বাবার অনুসরণ করে। ফলে সে খ্রিষ্টান, ইহুদি ও মূর্তিপূজারি ইত্যাদি ধর্মে দীক্ষিত হতে থাকে। পিতা-মাতা তাকে এমন পরিবেশে মানুষ করে যার ফলে তার চিন্তা-চেতনা, ধ্যান-ধারণা ওই সব বিষয়ের অনুগামী হয়ে যায়।

আলোচ্য হাদীসকে আমরা সামনে রেখে আলোচনা করতে চাই যে, সন্তান যেহেতু ফিতরাতের উপর জন্ম নেয় তাই একজন পিতা-মাতার সন্তানের উপর কি করণীয় রয়েছে-

সন্তান জন্ম পরবর্তী করণীয়

১. সদ্য ভূমিষ্ঠ সন্তানের জন্য প্রথম করণীয় কাজ কানে আযান প্রদান: সন্তান জন্মের পর নবজাতকের কানে আযান প্রদান করুন। নবজাতকের জন্য আযান প্রদান করা অন্যতম সুন্নাহ ‘আমল। এই ‘আমলের মাধ্যমে পৃথিবীতে সে আল্লাহর গোলাম হিসেবে পরিচিত হলো। ‘উবাইদুল্লাহ ইবনু আবু রাফি‘ (رضي الله عنه) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন- رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ (ﷺ) أَذَّنَ فِي أُذُنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ حِينَ وَلَدَتْهُ فَاطِمَةُ بِالصَّلَاةِ.

ফাতিমাহ (عليها السلام) যখন ‘আলী (عليه السلام)-এর পুত্র হাসান (عليه السلام)-কে প্রসব করলেন, তখন রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তার কানে সালাতের আযানের ন্যায় আযান দিয়েছিলেন।^{১৫}

^{১৪} সূরা আল আর্রাফ: ১৭২।

^{১৫} আবু দাউদ- হা. ৫১০৫; জামে’ আত তিরমিযী- হা. ১৫১৪।

৬৬ বর্ষ ॥ ০৫-০৬ সংখ্যা ❖ ০৪ নভেম্বর- ২০২৪ ঙ. ❖ ০১ জমাদিউল আউয়াল- ১৪৪৬ হি.

২. তাহনিক করা: তাহনিক (تَحْنِيكُ) একটি আরবি শব্দ। যার মূল ধাতু হানাক (احناك)। হানাক (احناك) শব্দের অর্থ হলো তালু। মুখের ভিতরের তালুকে আরবিতে হানাক বলা হয়। ইসলামী শরীয়তের পরিভাষায় তাহনিক (تَحْنِيكُ) হলো, একজন ধার্মিক ব্যক্তির দ্বারা খেজুর বা মিষ্টি জাতীয় কিছু চিবিয়ে নবজাতক শিশুর মুখে দেয়া। একটি নবজাতক শিশুর মুখের তালুতে মধু, মিষ্টি রস বা চাপা খেজুর দিয়ে মালিশ করার ইসলামিক অনুষ্ঠানের নামকে তাহনিক বলা হয়। তাহনিক এর হিকমত বা উদ্দেশ্য হলো শিশুর পেটে সর্বপ্রথম মিষ্টি বস্তু প্রবেশ করা। সৎ ব্যক্তির দ্বারা তাহনিক করা উত্তম। আসমা (عَسْمَاءُ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, তখন তাঁর পেটে ছিলেন ‘আব্দুল্লাহ ইবনু জুবায়ের, তিনি বলেন- আমি এমন সময় হিজরত করি যখন আমি আসন্ন প্রসবা। আমি মদিনায় এসে কুবাতে অবতরণ করি। এ কুবাতেই আমি পুত্র সন্তানটি প্রসব করি। এরপর আমি তাকে নিয়ে নবী (ﷺ)-এর কাছে এসে তাঁর কোলে দিলাম। তিনি একটি খেজুর আনালেন এবং তা চিবিয়ে তার মুখে থুথু দিলেন। কাজেই সর্বপ্রথম যে বস্তুটি ‘আব্দুল্লাহর পেটে গেল তা হলো নবী (ﷺ)-এর থুথু। নবী (ﷺ) সামান্য চিবানো খেজুর নবজাতকের মুখের ভিতরের তালুর অংশে লাগিয়ে দিলেন। এরপর তার জন্য দু’আ করলেন এবং বরকত চাইলেন। তিনি হলেন প্রথম নবজাতক সন্তান যিনি হিজরতের পর মুসলিম পরিবারে জন্মলাভ করেন।^{১৬} ইমাম নববী (রহিমুল্লাহ) বলেন, সন্তান ভূমিষ্ঠ হলে খেজুর দিয়ে তাহনিক করা সুন্নত। অর্থাৎ- খেজুর চিবিয়ে নবজাতকের মুখের তালুতে আলতোভাবে মালিশ করা এবং তার মুখ খুলে দেওয়া, যাতে তার পেটে এর কিছু অংশ প্রবেশ করে। তিনি বলেন- কতক আলেম বলেছেন, খেজুর সম্ভব না হলে অন্য কোনো মিষ্টি দ্রব্য দিয়ে তাহনিক করা যেতে পারে। তিনি আরো বলেন- সবার নিকটই তাহনিক করা মুস্তাহাব, আমার জানা মতে এ ব্যাপারে কেউ ভিন্ন মত পোষণ করেননি।^{১৭}

৩. সন্তান জন্মের সুসংবাদ সবাইকে জানিয়ে দেওয়া: সন্তান ভূমিষ্ঠের সুসংবাদ প্রিয়জনদের জানানো নবীদের সুন্নত। আবার সংবাদ জানার পর মা বাবাকে মোবারকবাদ দেওয়া এবং খুশি প্রকাশ করাও সওয়াবের কাজ। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে-

﴿لِيُرَكَّبَ عَلَيْهَا إِبْنًا مُّحْسِنًا يُحْيِي لَكَ نَجْلًا لَّهُ مِنْ قَبْلُ سَيِّئًا﴾

^{১৬} সহীহুল বুখারী- হা. ৩৯০৮।

^{১৭} ইমাম নববী- শরহে মুহাজ্জাব, ৮/৪২৪।

“হে জাকারিয়া! আমি তোমাকে একটি পুত্র সন্তানের সুসংবাদ দিচ্ছি, তার নাম ইয়াহইয়া। ইতিপূর্বে কাউকে আমি এ নাম দেইনি।”^{১৮}

এইভাবে সন্তান জন্মের আগে ইব্রা-হীম (عِيسَى)-কে সুসংবাদ প্রদান করা হয়। আল্লাহ তা’আলা বলেন-

﴿فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ وَبَشَّرُوهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ﴾

“এতে তাদের সম্পর্কে সে মনে মনে ভীত হলো। তারা বলল, ‘ভয় পেওনা, তারা তাকে এক বিদ্বান পুত্র সন্তানের সুসংবাদ দিলো’।”^{১৯}

সন্তান আল্লাহর দেওয়া সেরা নিয়ামত। বাবা মার জন্য দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ প্রাপ্তি। কারণ দুনিয়াতে চেষ্টা করলে অনেক কিছুই পাওয়া যায় কিন্তু চাইলে সন্তান পাওয়া সম্ভব নয়। উপরের দু’টি আয়াতেও আল্লাহ সন্তান প্রদানকে সুসংবাদ বলে ঘোষণা দিয়েছেন। কাজেই সন্তান জন্মের সাথে সাথেই আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধব সবাইকে জানিয়ে দেওয়া উচিত।

৪. ‘আক্বীক্বাহ করা: ইসলামী শরীয়তে সন্তান ভূমিষ্ঠ হলে নবজাতকের কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য যে পশু যবাই করা হয় তাকে ‘আক্বীক্বাহ বলে। চাই সে ছেলে হোক বা মেয়ে। সামুরা (سَامُرَا) থেকে বর্ণিত। নবী (ﷺ) বলেন-

كُلُّ غُلَامٍ مَرْتَهَنٌ بِعَقِيْقَتِهِ تُذْبِحُ عَنْهُ يَوْمَ السَّابِعِ وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ وَيُسَمَّى.

প্রত্যেক শিশু তার ‘আক্বীক্বাহর সাথে দায়বদ্ধ থাকে। সুতরাং জন্মের সপ্তম দিনে তার পক্ষ থেকে পশু যবেহ করো। তার মাথা মুগুন করো এবং নাম রাখো।^{২০}

‘আয়িশাহ (عَائِشَةُ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন-

قَالَتْ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ (ﷺ) أَنْ نَعُقَ عَنِ الْغُلَامِ سَاتَيْنِ وَعَنِ الْجَارِيَةِ سَاءَةً.

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আমাদেরকে পুত্র সন্তানের পক্ষ থেকে দু’টি বকরি এবং কন্যা সন্তানের পক্ষ থেকে একটি বকরি দিয়ে ‘আক্বীক্বাহ করার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন।^{২১}

৫. মাথার চুল মুগুন করা ও নাম রাখা: সামুরা (سَامُرَا) থেকে বর্ণিত। নবী (ﷺ) বলেন-

كُلُّ غُلَامٍ مَرْتَهَنٌ بِعَقِيْقَتِهِ تُذْبِحُ عَنْهُ يَوْمَ السَّابِعِ وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ وَيُسَمَّى.

^{১৮} সূরা মারইয়াম: ৭।

^{১৯} সূরা আয্ যা-রিয়া-ত: ২৮।

^{২০} ইবনু মাজাহ্- হা. ৩১৬৫; সুনান আবু দাউদ- হা. ২৮৩৮।

^{২১} ইবনু মাজাহ্- হা. ৩১৬৩; আত তিরমিযী- হা. ১৫১৩।

৬৬ বর্ষ ॥ ০৫-০৬ সংখ্যা ❖ ০৪ নভেম্বর- ২০২৪ ঙ্গ. ❖ ০১ জমাদিউল আউয়াল- ১৪৪৬ হি.

প্রত্যেক শিশু তার ‘আকীক্বার সাথে দায়বদ্ধ থাকে। সুতরাং জন্মের সপ্তম দিনে তার পক্ষ থেকে পশু যবেহ করো। তার মাথা মুগুন করো এবং নাম রাখো।^{২২}

সালমান ইবনু আমির (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন—

مَعَ الْغُلَامِ عَقِيْقَةً فَأَهْرِيْقُوا عَنْهُ دَمًا وَأَمِيْطُوا عَنْهُ الْأَذَى.

প্রত্যেক শিশুর পক্ষই ‘আকীক্বাহ্ করা দরকার। অতএব তার পক্ষ হতে তোমরা রক্ত প্রবাহিত করো এবং তার হতে কষ্টদায়ক বস্তু (চুল) দূর করো।^{২৩}

‘আয়িশাহ্ (رضي الله عنها) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

عَقَّ رَسُولُ اللَّهِ (ﷺ) عَنِ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ يَوْمَ السَّابِعِ وَسَمَّاهُمَا وَأَمَرَ أَنْ يَمَاطَ عَنْ رَأْسِهِمَا الْأَذَى.

(জন্মের) সপ্তম দিনে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) হাসান ও হুসাইনের ‘আকীক্বাহ্ দিয়েছেন, তাঁদের নাম রেখেছেন এবং তাঁদের মাথা থেকে কষ্ট (চুল) দূর করেছেন।^{২৪}

৬. খতনা করা: আবু হুরাইরাহ্ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন—

أَخْتَنَ إِبْرَاهِيْمُ بَعْدَ ثَمَانِيْنَ سَنَةً، وَأَخْتَنَ بِالْقُدُوْمِ.

ইব্রাহীম-হীম (رضي الله عنه) আশি বছর বয়সের পর ‘কাদূম’ নামক স্থানে নিজেই নিজের খতনা করেন।^{২৫}

আল্লাহ তার রাসূল মুহাম্মাদ (ﷺ)-কে লক্ষ্য করে বলেন—

﴿ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنْ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيْمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ﴾

“তারপর আমি তোমার প্রতি ওয়াহী পাঠিয়েছি যে, তুমি মিল্লাতে ইব্রাহীমের অনুসরণ করো, যে ছিল একনিষ্ঠ এবং ছিল না মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত।^{২৬}

ইব্রাহীম-হীম (رضي الله عنه) আশি বছর বয়সে খতনা করেন। আর আমাদের মিল্লাতে ইব্রাহীমের অনুসরণ করতে বলেছেন। তাই খতনা করা ওয়াজিব। উসাইম ইবনু কুলাইব তার পিতা হতে তার দাদার সূত্রে বর্ণনা করে বলেন—

তিনি নবী (ﷺ)-এর কাছে গিয়ে বললেন, আমি ইসলাম কবুল করেছি। নবী (ﷺ) তাকে বললেন, তুমি কুফর অবস্থার চুল ফেলে দাও (মুগুন করো)। উসাইমের দাদা

^{২২} ইবনু মাজাহ্- হা. ৩১৬৫; সুনান আবু দাউদ- হা. ২৮৩৮।

^{২৩} জামে’ আত্ তিরমিযী- হা. ১৫১৫; সুনান আন্ নাসায়ী- হা. ৪২১৪; সুনান ইবনু মাজাহ্- হা. ৩১৬৪।

^{২৪} বাইহাকী- হা. ১৯০৫৫; সহীহ ইবনু হিব্বান- হা. ৫৩১১।

^{২৫} সহীহুল বুখারী- হা. ৬২৯৮।

^{২৬} সূরা আন্ নাহ্ল: ১২৩।

বলেন— আমাকে অন্য একজন বলেছেন, তার সাথে আরেকজন ছিল, তাকে নবী (ﷺ) বললেন, তুমি কুফর অবস্থার চুল ফেলে দাও এবং খতনা করে নাও।^{২৭}

এই হাদীসে একজন নও মুসলিমকে খতনা করার নির্দেশ প্রদান করা হয় তাই অনেক মুহাদ্দিস এই হাদীসের আলোকে খতনা করা ওয়াজিব হিসেবে দাবি করেন। একটি সহীহ হাদীসে এসেছে,

عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: وَكَانَ الرَّجُلُ إِذَا أَسْلَمَ أَمَرَ بِالْإِخْتِنَانِ وَإِنْ كَانَ كَيْبَرًا.

ইবনু শিহাব (رضي الله عنه) বলেন— কোনো ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করলে সে প্রাপ্ত বয়স্ক হলেও তাকে খতনা করার নির্দেশ দেয়া হতো।^{২৮}

৭. সন্তানকে ভালো ও সুন্দর উপদেশ দেওয়া: সন্তানকে ভালো উপদেশ দেওয়া প্রতিটি পিতা-মাতার অন্যতম কর্তব্য। যেমনটি লুকমান (رضي الله عنه) দিয়েছিলেন। কুরআন মাজীদের সূরা লুকমান-ন-এর ১৩ থেকে ১৯ নং আয়াত পর্যন্ত এর বিবরণ এসেছে। উপদেশগুলো হচ্ছে—

ক. “সন্তানকে তাওহীদ ও একত্ববাদ তথা আল্লাহ এক, তাঁর কোনো শরিক নেই” —এই কথার শিক্ষা দেওয়া: এটি ছিল সন্তানের প্রতি লুকমান হাকিমের প্রথম উপদেশ—

﴿وَإِذْ قَالَ لُقْمٰنُ لِابْنِهِ وَهُوَ يُعَلِّمُهُ: يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللّٰهِ. إِنَّ الشِّرْكَ لَكُفْرٌ عَظِيْمٌ﴾

“এবং (সেই সময়কে) স্মরণ করো, যখন লুকমান-ন তার পুত্রকে উপদেশাচ্ছলে বলেছিল, হে বৎস! আল্লাহর সাথে শিরক করো না। নিশ্চয়ই শিরক চরম যুলুম।”^{২৯}

খ. ইয়াকীন ও বিশ্বাসের উপদেশ: বান্দা যেখানেই থাকে আল্লাহ তা’আলা তাকে দেখেন, তার সম্পর্কে সবকিছু জানেন— সন্তানের হৃদয়ে এই বিশ্বাস বদ্ধমূল করে দেওয়া। আল্লাহ তা’আলা বলেন,

﴿يٰٓبُنَيَّ إِنَّهَا إِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمٰوٰتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللّٰهُ. إِنَّ اللّٰهَ لَطِيْفٌ خَبِيْرٌ﴾

হে বৎস! কোনো কিছু যদি সরিষার দানা বরাবরও হয় এবং তা থাকে কোনো পাথরের ভেতর কিংবা আকাশমণ্ডলীতে বা

^{২৭} সুনান আবু দাউদ- হা. ৩৫৬; সুনানুল কুবরা- বায়হাকী, ১/১৭২; ‘মুসান্নাফ আব্দুর রায়ফাক- হা. ৯৮৫৩।

^{২৮} আল আদাবুল মুফরাদ- হা. ১২৬৪।

^{২৯} সূরা লুকমান-ন: ১৩।

ভূমিতে, তবুও আল্লাহ (কিয়ামতের দিন) তা উপস্থিত করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ অতি সূক্ষ্মদর্শী, সবকিছুর খবর রাখেন।”^{৩০}

গ. আল্লাহর আনুগত্যের উপদেশ: নিজে আল্লাহর নাফরমানি করা ও নাফরমানি থেকে বেঁচে থাকা এবং অন্যকেও সে পথে আনার প্রচেষ্টা করা। এ পথে কষ্ট ও বিপদ-আপদের সম্মুখীন হলে সবর করা। আল্লাহ বলেন,

﴿يَبْنَئِيْ اَقِمِ الصَّلٰوةَ وَاْمُرْ بِالْمَعْرُوْفِ وَاَنْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاَصْبِرْ عَلٰى مَا اَصَابَكَ. اِنَّ ذٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْاُمُوْرِ﴾

“বৎস! নামায কয়েম করো, মানুষকে সৎকাজের আদেশ করো, মন্দ কাজে বাধা দাও এবং তোমার যে কষ্ট দেখা দেয়, তাতে সবর করো। নিশ্চয়ই এটা অত্যন্ত হিম্মতের কাজ।”^{৩১}

ঘ. আত্মশুদ্ধি, বিশেষকরে অহংকার থেকে কলবকে পরিষ্কার রাখার প্রতি সন্তানের মনোযোগ আকর্ষণ করা: আল্লাহ তা’আলা বলেন,

﴿وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْاَرْضِ مَرَحًا. اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُوْرٍ﴾

“এবং মানুষের সামনে (অহংকারে) নিজ গাল ফুলিও না এবং ভূমিতে দর্পভরে চলো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ কোনো দর্পিত অহংকারীকে পছন্দ করেন না।”^{৩২}

৫. সন্তানকে উত্তম আখলাকে দিক্ষিত করা:

﴿وَاقْصِدْ فِي مَشِيْكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ. اِنَّ اَنْكَرَ الْاَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيْرِ﴾

“নিজ পদচারণায় মধ্যপস্থা অবলম্বন করো এবং নিজ কণ্ঠস্বর সংযত রাখো। নিশ্চয়ই সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট স্বর গাধাদেরই স্বর।”^{৩৩}

৮. দ্বীন শেখানো: বাচ্চা যখন একটু বুঝতে শুরু করবে, একটু একটু বলতে শুরু করবে তখন তাকে ধীরে ধীরে অল্প অল্প করে আলিফ-বা শেখাবে। পাশাপাশি ক-খ ও শেখাবে। এমন যেন না হয় বাংলা-ইংরেজি তো শুরু করে দিলো, কিন্তু আরবির দিকে খেয়াল নেই। এখানে একটা কথা স্বরণ রাখতে হবে তা হচ্ছে আরবি উচ্চারণ যদি ছোটবেলা থেকে না শিখে তাহলে বয়স হয়ে গেলে সে যত চেষ্টাই করুক সহীহ উচ্চারণ তার জন্য কঠিন হবে।

^{৩০} সূরা লুকুমা-ন: ১৬।

^{৩১} সূরা লুকুমা-ন: ১৭।

^{৩২} সূরা লুকুমা-ন: ১৮।

^{৩৩} সূরা লুকুমা-ন: ১৯

৯. মিথ্যা পরিহার করা: শিশুদের সাথে কখনো মিথ্যা বলা যাবে না। হাসি-কৌতুক করে রসিকতা করেও কখনো মিথ্যা বলা যাবে না। এমনকি মিথ্যা কথা বলে বাচ্চাদের কান্না-কাটিও থামানো যাবে না। একদিন এক মহিলা সাহাবী একটা বাচ্চাকে ডাক দিলেন ‘এদিকে আসো তোমাকে কিছু একটা দিবো’। রাসূল (ﷺ) মহিলাকে বললেন, তুমি কি আসলেই তাকে কিছু দেওয়ার ইচ্ছা করেছিল, না তাকে কাছে আনার জন্য লোভ দেখাচ্ছিলে? ঐ মহিলা বললো ‘জি হ্যাঁ ইয়া রাসূলুল্লাহ! সে আসলে আমি তাকে একটি খেজুর দিতাম। রাসূল (ﷺ) বললেন, যদি এমন না হতো তাহলে তোমার ‘আমলনামায় একটা মিথ্যা বলার কবীরা গুনাহ লেখা হতো।’^{৩৪} সুতরাং বাচ্চাদের সাথে মিথ্যা বলা ছেড়ে দিতে হবে।

১০. খাওয়ার আদব শেখানো: বাচ্চা যখন থেকে খাওয়া-দাওয়া শুরু করবে, তখন তাকে হাতে ধরে ধরে খাওয়াবে। খাওয়ার আদব শেখাবে- ডান হাতে খাবে, বাম হাতে খাবে না। কেন না শয়তান বাম হাতে খায়। বিস্মিল্লা-হ বলে খাবে, আলহামদুলিল্লাহ বলে শেষ করবে ইত্যাদি।

১১. সালাতের তাগিদ করা: সাত বছর হতেই সন্তানদেরকে ওয়ূ-গোসল, তায়াম্মুম ও সালাতের প্রশিক্ষণ দিতে হবে। সালাতের অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে। তা না হলে বাচ্চারা সময় মতো সালাত পড়বে না এবং সালাতের প্রতি অগ্রহীণ হবে না। বাচ্চাদের সালাতের হুকুম সম্পর্কে হাদীসে বর্ণিত রয়েছে-
عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ (ﷺ): «مُرُوا اَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ اَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِيْنَ وَاَضْرِبُوْهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ اَبْنَاءُ عَشْرِ سِنِيْنَ وَفَرِّقُوْا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ.

‘আমর ইবনু শু‘আইব তার পিতা ও দাদা থেকে বর্ণনা করেন, রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেছেন: তোমরা তোমাদের সন্তানদেরকে সালাতের হুকুম দাও, যখন তাদের বয়স সাত বছর হয়। দশ বছর হলে (সালাত না পড়লে) বেত্রাঘাত করো এবং তাদের বিছানা পৃথক করে দাও।’^{৩৫}

উপসংহার

আমরা কেবল পিতা-মাতার হক্ ও সন্তানের দায়িত্ব-কর্তব্য নিয়ে আলোচনা করি, কিন্তু বেমালুম ভুলে যায় যে, সন্তানের প্রতি পিতা-মাতার কী গুরু-দায়িত্ব রয়েছে। পিতা-মাতা যদি সন্তানের প্রতি দায়িত্ব পরিপূর্ণভাবে পালন করেন, তবে পিতা-মাতার হক্ সম্পর্কে আলোচনার প্রয়োজন গৌণ হয়ে যাবে এবং তা ফিতরাতের ধারাবাহিকতায় চলে আসবে। ❑

^{৩৪} সুনান আবু দাউদ- ২/১৪১।

^{৩৫} সুনান আবু দাউদ- হা. ৪৯৫; সহীহুল জামে’- হা. ৫৮৬৮।

প্রবন্ধ

প্রতারণার কুটজাল:
বিব্রত নাগরিক সমাজ

-আবু সা'দ ড. মো. ওসমান গনী*

[১ম পর্বা]

‘ভূয়া’ এটি বিশেষণ পদ। দারুণ গোলমেলে ও প্রবঞ্চনাময় একটি শব্দ। হাজারো ঘটনা-দুর্ঘটনা ও বিবাদ-বিসংবাদের কারণ হয়ে দাঁড়ায় এ শব্দটি। সমাজ-রাষ্ট্রে অস্থিরতা সৃষ্টি করে। তছনছ করে ফেলে নৈতিকতার সাম্রাজ্য। অবিশ্বাসের বানভাসিতে প্রচণ্ড সংশয়-সন্দেহের বীজ উন্মূল হয়। মানবতার মেরুদণ্ড কুঁচকে ফেলে। অচল-অসহায়ত্ব বরণ করতে হয় মানবদেহরূপী সমাজকে। শিক্ষা-সমাজ, উপহার-উপটোকন সর্বত্রই ভূয়ামীর মারণছোবল। আমরা জানি, শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড। আর শিক্ষা হচ্ছে নিরন্তর সাধনার মাধ্যমে অর্জিত জ্ঞানবত্তা। এখানে ফাঁকিঝাঁকির কোনো সুযোগ নেই। যারা শিক্ষা দেন তাঁরা হলেন মানুষ গড়ার কারিগর। এদের সুপার হিউম্যান ভাবতে দোষ নেই। এক সময় শিক্ষকরা তাই-ই ছিলেন।

ষাটের দশকের একেবারে গোড়ার কথা। ভরনিয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলাম। আমাদের একজন শিক্ষক ছিলেন- নাম পঞ্চগয়েত আলী, বাড়ি ধুলঝাড়ি। একই ইউনিয়ন ও থানার বাসিন্দা। প্রত্যহ (ছুটির দিন বাদে) দেখতাম বগলে ছাতা গুঁজে নগ্নপদে স্কুলে পৌঁছাতেন। স্কুলে এসে পা ধুয়ে চপ্পল পরতেন। অতিসামান্য বেতনে কালাতিপাত করেও শিক্ষকতার আদর্শকে সমুন্নত রেখেছিলেন। ভুলুষ্ঠিত হতে দেননি। আমাদের মতো ছোটো বাচ্চাদের শার্টের বুতাম লাগানো থেকে শুরু করে কলার পর্যন্ত ঠিক করে দিতেন। কখনোবা সন্তান ভেবে নাক দিয়ে বাহিত

* ভাইস-প্রেসিডেন্ট, বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস। প্রফেসর ও সাবেক ডিন, স্কুল অব আর্টস, এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ।

শ্লেষা স্বহস্তে পরিষ্কার করে দিতেন। আহ! আজও আমাদের মানসপটে সে সকল ঘটনা আলোড়ন সৃষ্টি করে। আর আজ শিক্ষক ছাত্রকে চেনেন না। ছাত্ররাও শিক্ষকদের প্রতি সদ্যবহার করেন না। এর একমাত্র কারণ জ্ঞান চর্চা হয় না। প্রণীত সিলেবাসকে বৃদ্ধাপুলি দেখিয়ে নির্বাচিত অংশ পড়ে। পড়ে শুধু পাস করার জন্য, A⁺ চায়! এমনটি তো হবেই। পত্রিকান্তরে (দৈনিক ইত্তেফাক, ৪ অক্টোবর, ২০২৪) প্রথম পৃষ্ঠায় সংবাদ: জাল সনদ চাকরিতে সহস্রাধিক শিক্ষক! কোথায় মুখ লুকাবো জায়গা নেই। সম্প্রতি পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তর (ডি আই এ) থেকে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে জাল সনদ সংক্রান্ত একটি প্রতিবেদন পাঠানো হয়। সেখানে এমন ১ হাজার ১৫৬ জন শিক্ষকের জাল সনদের তথ্য দেয়া হয়। এর মধ্যে ৭৯৩ জন শিক্ষকের শিক্ষক নিবন্ধন সনদ, ২৯৬ জনের কম্পিউটার শিক্ষার নিবন্ধন সনদ এবং ৬৭ জনের বি এড, গ্রন্থাগার, সাচিবিক বিদ্যা ও অন্যান্য বিষয়ের জাল সনদ। তাহলে কোন অভিজ্ঞতা ও নৈতিকতা বলে এরা শিক্ষা দেন।

জাল সনদের উৎপাদন ও ব্যবহার সত্যিকারই অভিনব ও অবিশ্বাস্য। দশক তিনেক আগেও মানসপটে এমন ঘট্য ধারণাও উদ্ভিত হতো না। একটি সূত্রে জানা যায় ২০০৭ সালে জাল সনদের ব্যবহার শুরু হলেও ২০১২ সাল থেকে ব্যাপক হারে বাড়ে। সূত্র মতে, দেশ জুড়ে একাধিক কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষেরা এই চক্রের সাথে জড়িত। বস্ত্তত জাল সনদের কারখানা বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড। এক শ্রেণির কর্মকর্তা কর্মচারি অর্থের বিনিময়ে গত এক যুগে নিদেনপক্ষে লক্ষাধিক জাল সার্টিফিকেট প্রদান করেছে। ইঞ্জিনিয়ারিং, টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং, এগ্রিকালচার, ফিসারিজ, লাইভস্টক, ফরেস্ট্রি ও মেডিক্যাল টেকনোলজির মতো বিষয়ে টাকা দিয়ে ডিপ্লোমা সার্টিফিকেট কিনে দেশ-বিদেশে চাকরিতে আছে। অনেকে ওই সার্টিফিকেট নিয়ে উচ্চতর পড়াশোনা করছে। কম্পিউটার শিক্ষার নকল সার্টিফিকেট প্রদান

করা হয়েছে অন্তত ত্রিশ হাজার। আর এই সার্টিফিকেটে এম পি ও ভুক্ত হয়েছে কয়েক হাজার। এসব সার্টিফিকেট বানিয়ে সে রেজাল্টের তথ্য বোর্ডের সার্ভারে আপলোড করে দেয়া হতো। এ কারণে বুঝার উপায় ছিল না যে, এটা নকল সার্টিফিকেট।

জাল সনদ বিক্রি করতে দেশ জুড়ে গড়ে উঠেছিল একটি চক্র। ৩৫ থেকে ৫০ হাজার টাকায় সনদ বিক্রি করতেন। তবে দালালদের কাছ থেকে আরও চড়া মূল্য দিয়ে সংগ্রহ করতে হতো। লাগতো ন্যূনতম ২ লাখ টাকা! আজ এরা অফিসের বিভিন্ন ডেস্ক অলংকৃত করে দোদগ্ধপ্রতাপে বহাল রয়েছে। জাতির জীবনীশক্তি নিঃশেষিত হওয়ার জন এরাই দায়ী।

এতো গেল সাধারণ সনদের কাহিনী। গবেষণা প্রবন্ধ ও পি এইচ ডি অভিসন্দর্ভের জালিয়াতি! অন্যের লেখা চুরি করে গবেষণা? এগুলো নিয়ে দেশবাসী ও বিদ্যামহল ধন্দে পড়েছে।

পি এইচ ডি গবেষণায় নকল শিরোনামে প্রকাশিত প্রতিবেদনে বলা হয় ৯৮ শতাংশ ছবছ নকল পি. এইচডি গবেষণা অভিসন্দর্ভের (খিসিস) মাধ্যমে ‘ডক্টরেট’ ডিগ্রি নিয়েছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ওষুধ প্রযুক্তি বিভাগের ‘আ’ অধ্যাপকের জনৈক সহযোগী অধ্যাপক। ‘টিউবারকিউলোসিস অ্যান্ড এইচ আই ভি কো-রিলেশন এন্ড কো-ইনফেকশন ইন বাংলাদেশ: অ্যান এক্সপ্লোরেশন অব দেয়ার ইমপ্যাক্টস অন পাবলিক হেলথ’ শীর্ষক এই গবেষণাটিতে চৌর্ষবৃত্তির অভিযোগ উত্থাপন করেছেন, সুইডেনের গোথেনবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক জোনাস নিলসন। ঔষধের মতো স্পর্শকাতর বিষয়ের নকল চিকিৎসা ব্যবস্থার জন্য ঝুঁকিপূর্ণ তো বটে।

প্লাজিয়ারিজম যেন সংস্কৃতিতে পরিণত হয়েছে। একই বিশ্ববিদ্যালয়ে ফারসি ও ভাষা সাহিত্য বিভাগের ‘মো’ আদ্যাক্ষরের জনৈক অধ্যাপক গবেষণা নীতি অমান্য করেছেন। তার একই গবেষণা পত্র এম ফিলে ও পি এইচ ডি-তে ব্যবহার করার প্রমাণ রয়েছে। দেশ রূপান্তর পত্রিকার বর্ণনা মতে তিনি শিরোনাম পাল্টে আগের অংশ পরে এবং পরের অংশ আগে উল্লেখ করে একই লেখা দিয়ে দু’টি ডিগ্রি নিয়েছেন।

রেফারেন্স ছাড়া অন্যের লেখা ব্যবহার করে যেমন প্লাজিয়ারিজম করেছেন, তেমনি নিজের লেখায় ব্যবহৃত উদ্ধৃতি, কবিতা ও বক্তব্যের উল্লেখ না করে প্রতারণার আশ্রয় নিয়েছেন। এমনিভাবে দর্শন বিভাগ ‘দ’ আদ্যাক্ষর, ‘র’ আদ্যাক্ষর, ‘জ’ আদ্যাক্ষরের অধ্যাপকবৃন্দ গবেষণায় অপকর্ম করেছেন। গবেষণায় জালিয়াতির জন্য ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি, গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা ও অপরাধ বিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষকদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন ঢাবি কর্তৃপক্ষ। গবেষণায় জালিয়াতি ঠেকাতে ঢাবি কর্তৃপক্ষ সিমিলারিটি ইনডেক্স নির্ণয়কারী সফটওয়্যার চালু করেছেন। অবশ্য ইতিপূর্বে টার্নইটইন সফটওয়্যার ছিল। কিন্তু এ সফটওয়্যার শুধু ইংরেজি গবেষণার সিমিলারিটি ইনডেক্স নির্ণয়ে সক্ষম ছিল।

গবেষণা জালিয়াতির আরও ঘটনা জানতে পেরে অনেকেই উত্থা প্রকাশ করেছেন। ইতিহাস বিভাগের ‘ঙ্’ অন্ত্যাক্ষর ও নৃবিজ্ঞান বিভাগের ‘জ’ আদ্যাক্ষরের অধ্যাপকদ্বয়ের বিরুদ্ধে একই অভিযোগ। ২০১৩ সালের কথা। রাষ্ট্র বিজ্ঞানের জনৈক ‘ন’ আদ্যাক্ষরের প্রভাষকের ডিগ্রি প্রত্যাহার করেছিলেন বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ, প্রচুর ভুল ও কুস্তিলক বৃত্তির অপরাধে। বাংলাদেশের দুই বাহিনী- পুলিশ ও আর্মির ডিগ্রি অর্জন (সাবেক প্রধান) নিয়ে সরগরম দেশময়। ক্ষোভ প্রকাশ করে জনৈক আবু সাঈদ লিখেন- এঁরা উভয়ে উচ্চ শিক্ষিত! পি- এইচ ডি করেছেন আলাদা আলাদা বিষয়ে। অথচ এক সময় পি-এইচ ডি ডিগ্রি ছিল জ্ঞান সাধনা ও গবেষণার ব্যাপার, কালের বিবর্তনে পরিণত হয়েছে পানিতে মেশানো দুধের মতো। ঢাবিতে পি- এইচ ডি ডিগ্রি বিলাস যেন শিক্ষকদের আকৃষ্ট করে চলেছে। ট্যুরিজম এবং হসপিটালিটি ম্যানেজমেন্ট বিভাগের ‘ব’, ‘ন’ ও ‘র’ আদ্যাক্ষরের শিক্ষকবৃন্দ চৌর্ষবৃত্তির অপরাধে এখন দণ্ডের মুখোমুখি হয়েছেন। ডিগ্রি অর্জনের ম্যানেজারিয়াল ম্যাকানিজমে তাঁরা কুপথে ডিগ্রী অর্জনের দৃষ্টান্ত রাখলেন। গবেষণার বিরাণভূমিতে যেন প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে ফল ও পত্রবিহীন বৃক্ষের গ্রাফটিং।

[চলবে ইনশা-আল্লাহ]

ধৈর্য-ক্ষমা-উদারতা: সালামের সৌন্দর্য

-কে. এম আব্দুল জলিল*

ভূমিকা: আরবের মরু-প্রান্তর যখন অন্যায়া, অবিচার ও অজ্ঞানতার অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিল, ভোগ-বিলাস, আত্মকলহ ও সামাজিক নৈরাজ্য ছেয়ে গিয়েছিল সমগ্র বিশ্ব, ঠিক এমনি এক যুগ সন্ধিক্ষেপে হেরার জ্যোতি বৃকে নিয়ে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব, আদর্শ রাষ্ট্রনায়ক, অধিকার বধিগত, নিপীড়িত ও শোষিত মানুষের মুক্তির দিশারী, অত্যাচারী, সম্প্রীতি বিনষ্টকারীদের আতংক, বিশ্ব মানবতার মুক্তির দূত, রাহমাতুল্লিল 'আলামীন, মুহাম্মদ (ﷺ) আগমন করলেন এ ধরাধামে। আদর্শ রাষ্ট্রনায়ক তাঁর অনুপম চরিত্র মাধুর্য ও বিজ্ঞানসম্মত কর্মসূচির মাধ্যমে মাত্র তেইশ বছর কালের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সভ্যতা বিবর্জিত, সাম্প্রদায়িক দ্বন্দ্ব লিপ্ত, কলহপ্রিয়, মূর্খ, কুসংস্কারাচ্ছন্ন ও নৈতিকতা বিবর্জিত আরবজাতিকে একটি সুশৃংখল, নীতিবান, সু-সভ্য সংঘবদ্ধ জাতি হিসেবে গড়ে তুলে একটি আদর্শ রাষ্ট্র ব্যবস্থার গোড়া পত্তন করেন; যেখানে দল, মত, নির্বিশেষে সকল ধর্ম ও বর্ণের লোকদের জান-মালের নিরাপত্তা বিধানের সাথে সাথে তাদের ধর্মীয় অনুষ্ঠান ও কার্যক্রম পরিচালনা করার ছিল নিরঙ্কুশ স্বাধীনতা। আজ সমাজ ব্যবস্থায় নৈতিক অবক্ষয়ের কারণে মুহাম্মদ (ﷺ)-এর সেই মহান আদর্শ ভুলুণ্ঠিত হচ্ছে। Humanity বা মনুষ্যত্বের পরিবর্তে Animality বা পশুত্ব শক্তি প্রভাব বিস্তার করছে, যা control না করতে পারলে সমাজে শান্তি শৃংখলা আশা করা যায় না। প্রতিহিংসার নীতি পরিহার করে উদার ও সহমর্মিতার নীতি অবলম্বন করলে সমাজে শান্তি, শৃংখলা ও স্থিতিশীলতা ফিরে আসবে। তাই বিশ্বমানব সমাজের প্রতিটি ক্ষেত্রে মুহাম্মদ (ﷺ)-কে একমাত্র অনুকরণীয় আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করতে হবে। পবিত্র কুরআনের ভাষায়,

﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾

“নিশ্চয়ই তোমাদের জন্যে রাসূলের জীবনে রয়েছে সর্বোত্তম আদর্শ।”^{৩৬}

তাইতো 'আয়িশাহ (রাঃ) রাসূল (ﷺ)-এর চরিত্র সম্পর্কে জিজ্ঞাসাকারী সাহাবীদের বলেছিলেন,
﴿كَانَ خُلْفَةُ الْقُرْآنِ﴾ “তাঁর চরিত্র হলো কুরআন।”^{৩৭}

*সভাপতি, ঝিনাইদহ জেলা জমিদারিতে আহলে হাদীস ও উপ-গ্রন্থাগারিক, কেন্দ্রীয় লাইব্রেরি, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।

^{৩৬} সূরা আল আহযা-ব: ২১।

^{৩৭} সূরান আবু দাউদ- ইমাম মুসলিম; আহমাদ- হা. ২৪৬০১।

ধৈর্যের আভিধানিক অর্থ: আনন্দ, প্রতিকূলতা, দুঃখ এবং উদ্বেগের সময় নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করা। সহ্য বা অপেক্ষা করার ক্ষমতা, সহিষ্ণুতা, ধীরতা। কুরআন মাজীদে صَبْر শব্দটি বিভিন্নরূপে ব্যবহৃত হয়েছে। এর মূল অর্থ হলো- নিজেকে সংকট, অপছন্দনীয় অবস্থা ও পরিস্থিতিতে সুনিয়ন্ত্রিত রাখা, হক ও নীতির উপর অটল অবিচল রাখা। যদিও সব জায়গায় আভিধানিক অর্থের প্রভাব রয়েছে। কিন্তু শরয়ী দৃষ্টিকোণ থেকে এর বিভিন্ন অর্থ রয়েছে। আল্লামা রাগেব আক্ষাহানী (রাঃ) (মৃত্যু: ৫০২ হি.) তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'আল-মুফরাদাত ফী গারীবিল কুরআন'-এ صَبْر-এর অর্থ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বলেন, বিবেক-বুদ্ধি ও শরীয়ত যা করতে দাবি জানায়, নিজেকে তাতে নিয়োজিত করা আর যা থেকে দূরে থাকার দাবি জানায়, তা থেকে নিজেকে দূরে রাখা।^{৩৮}

মানুষের জীবনে ধৈর্য কেন গুরুত্বপূর্ণ: মানুষের জীবনে সবার বা ধৈর্যধারণ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। পার্থিব ও পরকালীন জীবনে সবারের নিয়ামতও অনেক বেশি। তাই জীবনে চলার পথে বিপদ-মুসিবত নেমে এলে অস্থিরতা প্রকাশ না করে ধৈর্যধারণ করাই উত্তম। আর তাতে আল্লাহর কাছে পাওয়া যাবে অনেক প্রতিদান। 'উমার (রাঃ) বলেছেন, “সবরকে আমরা আমাদের জীবন-জীবিকার সর্বোত্তম মাধ্যম হিসেবে পেয়েছি।”^{৩৯} আবু সা'ঈদ খুদরী (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, “আল্লাহ ধৈর্যের চেয়ে উৎকৃষ্ট এবং ব্যাপকতর দান কাউকে দেননি।”^{৪০} এ সম্পর্কে মহান আল্লাহর ঘোষণা:

﴿مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ اللَّهُ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾

অর্থাৎ- “আল্লাহর অনুমতি ছাড়া কোনো বিপদই আপতিত হয় না এবং কেউ আল্লাহর উপর ঈমান রাখলে তিনি তার অন্তরকে সুপথে পরিচালিত করেন। আর আল্লাহ সবকিছু সম্পর্কে সম্যক অবগত।”^{৪১}

তিনটি বিষয়ের উপর সবার করতে হবে। তা হলো- ১. আল্লাহর আদেশের উপর সবার করা। ২. আল্লাহ তা'আলার নিষেধের উপর সবার করা। ৩. বিপদাপদে সবার করা।

ধৈর্যধারণ করলে আল্লাহর পুরস্কার: ইসলাম মানবতার ধর্ম। মানব চরিত্রের উৎকর্ষ সাধনই এর মূল লক্ষ্য। এ

^{৩৮} আল-মুফরাদাত ফী গারীবিল কুরআন- পৃ. ২৭৩।

^{৩৯} সহীহুল বুখারী।

^{৪০} সূরান আবু দাউদ।

^{৪১} সূরা আত তাগা-বন: ১১।

মহান লক্ষ্যে আল্লাহ রাসূল ‘আলামীন আদি যুগ থেকে নবী-রাসূল পাঠিয়েছেন। সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে পাঠিয়েছেন মানবতার উৎকর্ষের পূর্ণতা প্রদানের জন্য। মহানবী মুহাম্মদ (ﷺ) বলেন, “আমাকে পাঠানো হয়েছে সুন্দর চরিত্রের পূর্ণতা প্রদানের জন্য।”^{৪২} এ প্রসঙ্গে আল্লাহ সুবহানাহ ওয়া তা’আলা বলেন,

﴿رَأَيْتَكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾

“নিশ্চয় আপনি মহান চরিত্রের উপর রয়েছেন।”^{৪৩}

মানব চরিত্রের উত্তম গুণাবলীর অন্যতম হলো ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা। পবিত্র কুরআনের স্থানে স্থানে আল্লাহ নিজেকে ধৈর্য্যশীল ও পরম সহিষ্ণু হিসেবে পরিচয় প্রদান করেছেন। সহিষ্ণুতার আরবী হলো হিল্ম। সবর ও হিল্ম শব্দদ্বয়ের মাঝে কিঞ্চিৎ তাত্ত্বিক পার্থক্য বিদ্যমান রয়েছে। সাধারণত ধৈর্য্য হলো অপারগতার কারণে অসমর্থ হয়ে প্রতিকারের চেষ্টা বা প্রতিরোধ না করা। আর হিল্ম অর্থাৎ- সহিষ্ণুতার অর্থ হলো শক্তি সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও প্রতিশোধ গ্রহণ না করা। এ অর্থে হিল্ম সবর অপেক্ষা উন্নততর। তবে এ উভয় শব্দ কখনো অভিন্ন অর্থে তথা উভয় অর্থে এবং একে অন্যের স্থানে ব্যবহৃত হয়। হিল্ম সম্পর্কে আল্লাহ বলেন,

﴿كَيْدٌ خَلَنَّهُمْ مِذْحَلًا يَزُؤُونَ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ﴾

অর্থাৎ- “তিনি তাদেরকে অবশ্যই এমন স্থানে প্রবেশ করাবেন, যা তারা পছন্দ করবে, আর আল্লাহ তো সম্যক জ্ঞানী, পরম সহনশীল।”^{৪৪} আল্লাহ তা’আলা আরও বলেন:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَبِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾

“হে ঈমানদারগণ! তোমরা ধৈর্য্যধারণ করো, ধৈর্য্যে প্রতিযোগিতা করো এবং সবসময় যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাকো, আর তাকুওয়া অবলম্বন করো যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার।”^{৪৫} অন্য আয়াতে আল্লাহ তা’আলা ধৈর্য্যশীলদের জালাত উপহার দেয়ার ঘোষণা দিয়েছেন-

﴿وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِعَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ ۝ جَنَّاتٌ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا وَمَن صَلَحَ مِن آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ ۝ سَلَامٌ عَلَيْهِمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ﴾

^{৪২} সহীহ মুসলিম ও জামে’ আত তিরমিযী।

^{৪৩} সূরা আল ক্বলম: ৪।

^{৪৪} সূরা আল হাজ্জ: ৫৯।

^{৪৫} সূরা আ-লি ‘ইমরান: ২০০।

“আর যারা তাদের রবের সন্তুষ্টি লাভের জন্য ধৈর্য্য ধারণ করে এবং সালাত কায়েম করে, আর আমরা তাদেরকে যে জীবনোপকরণ দিয়েছি তা থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে এবং ভালো কাজের দ্বারা মন্দ কাজকে প্রতিহত করে, তাদের জন্যই রয়েছে আখিরাতের শুভ পরিণাম, স্থায়ী জালাত, তাতে তারা প্রবেশ করবে এবং তাদের পিতা-মাতা, পতি-পত্নী ও সন্তান-সন্ততিদের মধ্যে যারা সৎকাজ করেছে তারাও। আর ফেরেশতাগণ তাদের কাছে উপস্থিত হবে প্রত্যেক দরজা দিয়ে এবং বলবে, ‘তোমরা ধৈর্য্য ধারণ করেছ বলে তোমাদের প্রতি শান্তি; আর আখিরাতের এর পরিণাম কতই না উত্তম!’”^{৪৬}

দুনিয়াতে মানুষের বিপদাপদ আসা অস্বাভাবিক কিছু নয়। কিন্তু পরম করুণাময় এর বিনিময়েও মু’মিন বান্দাদের গুনাহ মাফ করে দেন। আবু সা’ঈদ খুদরী (رضي الله عنه) ও আবু হুরাইরাহ (رضي الله عنه) থেকে বর্ণিত, “নবী (ﷺ) বলেছেন, মুসলিম ব্যক্তির ওপর যে কষ্ট-ক্রেশ, রোগ-ব্যাদি, উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা, কষ্ট ও পেরেশানি আসে, এমনকি যে কাঁটা তার দেহে ফোটে, এসবের মাধ্যমে আল্লাহ তার গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দেন।”^{৪৭} তাই মু’মিনের উচিত যে কোনো পরিস্থিতিতে মহান আল্লাহর ওপর পূর্ণ আস্থা রেখে ধৈর্য্য ধারণ করা।

‘আক্বীদার মধ্যে সবরের স্থান: বালা-মুসীবতের সময় মানুষের উপর আবশ্যিক হলো সবর করা এবং বিনিময়ে সওয়াবের আশা করা। ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (رحمته الله) বলেন, ‘আল্লাহ তা’আলা তার কিতাবের নব্বই স্থানে সবরের কথা উল্লেখ করেছেন। সহীহ হাদীসে এসেছে,

“সবর জ্যোতিস্বরূপ।”^{৪৮}

আল্লাহ তা’আলা বলেন,

﴿مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ اللَّهُ أَلْيَبَهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾

অর্থাৎ- “আল্লাহর অনুমতি ছাড়া কোনো বিপদই আপতিত হয় না এবং কেউ আল্লাহর উপর ঈমান রাখলে তিনি তার অন্তরকে সুপথে পরিচালিত করেন। আর আল্লাহ সবকিছু সম্পর্কে সম্যক অবগত।”^{৪৯}

আয়াত থেকে প্রতীয়মান হয় যে, ‘আমলসমূহ ঈমানের অন্তর্ভুক্ত এবং ধৈর্য্যধারণ করা অন্তরের হিদায়াত লাভের মাধ্যম। মু’মিন ব্যক্তি প্রত্যেক ক্ষেত্রেই সবরের প্রতি

^{৪৬} সূরা আর্ রা’দ: ২২-২৪।

^{৪৭} সহীহুল বুখারী- হা. ৫৬৪১।

^{৪৮} মুসনাদে আহমাদ; সহীহ মুসলিম- খণ্ড: ২, পৃ. ২২৩।

^{৪৯} সূরা আত তাগা-বুন: ১১।

৬৬ বর্ষ ॥ ০৫-০৬ সংখ্যা ❖ ০৪ নভেম্বর- ২০২৪ ঈ. ❖ ০১ জমাদিউল আউয়াল- ১৪৪৬ হি.

মুহতাজ। মহান আল্লাহর আদেশগুলো বাস্তবায়ন করা এবং তার নিষেধগুলো থেকে দূরে থাকার ক্ষেত্রে তার নফসকে ধৈর্যধারণ করার উপর বাধ্য করা আবশ্যিক। মুসীবত সৃষ্টি করা যেহেতু মহান আল্লাহর কাজ সে হিসাবে সেটা সমস্ত মাখলুকের জন্য রহমতস্বরূপ। এর কারণে আল্লাহ তা'আলা প্রশংসিত হন। বালা-মুসীবতে পড়ে যে ধৈর্য্য ধারণ করতে পারে, তার জন্য তা দ্বীনী নিয়ামতে পরিণত হয়। বালা মুসীবত তার গুনাহের কাফফারা হওয়ার সাথে সাথে সেটা রহমতস্বরূপ হয় এবং মহান আল্লাহর পক্ষ হতে সে প্রশংসার পাত্র হয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ﴾

অর্থাৎ- “এরাই তারা, যাদের প্রতি তাদের রব-এর কাছ থেকে বিশেষ অনুগ্রহ এবং রহমত বর্ষিত হয়, আর তারাই সৎপথে পরিচালিত।”^{৫০}

সুতরাং মুসীবত গুনাহ মাফের কারণ এবং বান্দার মর্যাদা বৃদ্ধির কারণ। পৃথিবীর বালা-মুসীবত ও আপদ-বিপদ প্রেরণের পিছনে আল্লাহর হিকমত হলো এগুলোর মাধ্যমে বান্দাদেরকে পরীক্ষা করা। তিনি দেখতে চান কে সবর করে এবং সন্তুষ্ট থাকে আর কে অসন্তুষ্ট হয় এবং বিরক্তি প্রকাশ করে। মোটকথা সমস্ত বিপর্যয়, দুর্ঘটনা ও অপ্রীতিকর বিষয় প্রতিরোধ করার ক্ষেত্রে কেবল আল্লাহর উপরই ভরসা করা আবশ্যিক। পার্থিব জীবনে মানুষ যেসব দুঃখ-কষ্টের সম্মুখীন হয়। তাতে আল্লাহ সবর ও সালাতের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা করার আদেশ করেছেন। কেননা এর পিছনে কল্যাণ রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ﴾

অর্থাৎ- “হে ঈমানদারগণ! তোমরা সাহায্য চাও সবর ও সালাতের মাধ্যমে। নিশ্চয়ই আল্লাহ সবরকারীদের সাথে আছেন।”^{৫১} সবর মু'মিনের 'আক্বীদাহকে শক্তিশালী করে। ক্ষমা ও উদারতা: ক্ষমা ও উদারতা মানুষকে অমর করে। যারা সক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও প্রতিশোধ গ্রহণ করে না, ক্ষমা করে দেয়, তারা যেমন মহান আল্লাহর কাছে প্রিয়, তেমনি পার্থিব জীবনেও সুনাম কুড়াতে থাকেন। প্রত্যেক ঈমানদারের দায়িত্ব ক্ষমা ও উদারতার ন্যায় মহৎ গুণে

গুণাশ্রিত হওয়া এবং পারস্পরিক সম্পর্ক দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর করা। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾

অর্থাৎ- “যারা স্বচ্ছল ও অভাবের সময়ে ব্যয় করে এবং ক্রোধ সংবরণ করে এবং মানুষকে ক্ষমা করে দেয় নিশ্চয়ই আল্লাহ সৎকর্মশীলদের ভালোবাসেন।”^{৫২}

ক্রোধের বহিঃপ্রকাশে, বগড়া, কলহ, হাতাহাতি থেকে মাথা ফাটাফাটি মৃত্যু পর্যন্ত গড়ায়। এ জন্যই মহানবী (ﷺ) বলেন, “ক্রোধ শয়তানের পক্ষ হতে আর শয়তান আগুনের তৈরি পানি আগুনকে নিভায়। অতএব ক্রোধ হলে ওয়ু করে বসে পড়ো।” যে ক্রোধকে দমন করতে পারে আল্লাহ তা'আলা তার মনকে শান্তিতে ও নিরাপদে রাখেন। রাসূল (ﷺ) বলেছেন: “ঘায়েল বা পরাভূত করতে পারাটাই বীর হওয়ার লক্ষণ, বীর হলো ঐ ব্যক্তি যে নিজেকে ক্রোধের সময় সংবরণ করতে পেরেছে।”^{৫৩}

এ প্রসঙ্গে আর একবার নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সুন্দর বাণীর দিকে ফিরে যাই। “একদা মহানবী (ﷺ) সাহাবীগণসহ বসে আছেন, ঋণদাতা এক ইহুদী এসে ঐ মজলিসে আবু বকর (رضي الله عنه)-কে ভীষণভাবে গালি দিতে শুরু করল। আবু বকর (رضي الله عنه) তার নিকট হতে নির্দিষ্ট মেয়াদে পরিশোধ করবেন এ শর্তে ঋণ গ্রহণ করেছিলেন। মেয়াদ পূর্তির পূর্বেই ইহুদী ঋণ পরিশোধ করার জন্য চাপ দেয় এবং গালিগালাজ শুরু করে। মহানবী (ﷺ)-এর উপস্থিতিতে এ ঘটনা ঘটে। আবু বকর (رضي الله عنه) চুপচাপ কোনো প্রতিউত্তর না করে ইহুদীর গালি শুনতে থাকেন। আর মহানবী (ﷺ) ইহুদীর কথা শুনে মুচকি হাঁসতে থাকেন। গালির মাত্রা যখন তীব্রতর হলো সেই সময় আবু বকর (رضي الله عنه) গালির যেইমাত্র উত্তর দিতে শুরু করেন অমনি মহানবী (ﷺ) বিষণ্ণবদনে মজলিস ছেড়ে চলে যেতে থাকেন। বিষয়টি উপস্থিত সকলকে হতবাক করে এবং সকলের মনে কৌতুহল সৃষ্টি হয়। একজন সাহাবী মহানবী (ﷺ)-কে বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ (ﷺ)! আপনার এহেন আচরণে আমরা হতবাক কিন্তু কেন এমনটি করলেন? মহানবী (ﷺ) বললেন, “দেখো আমি যাকে ভালোবাসি আল্লাহ ও আসমানবাসী তাকে ভালোবাসেন। আমি আবু বকর (رضي الله عنه)-কে ভালোবাসি। ঐ ইহুদী যখন অন্যায়ভাবে

^{৫০} সূরা আল বাক্বারাহ: ১৫৭।

^{৫১} সূরা আল বাক্বারাহ: ১৫৩।

^{৫২} সূরা আ-লি 'ইমরান: ১৩৪।

^{৫৩} সহীহুল বুখারী- হা. ৬১১৪; সহীহ মুসলিম- হা. ২৬০৯।

৬৬ বর্ষ ॥ ০৫-০৬ সংখ্যা ❖ ০৪ নভেম্বর- ২০২৪ ঈ. ❖ ০১ জমাদিউল আউয়াল- ১৪৪৬ হি.

আবু বকর (رضي الله عنه)-কে গালি দিচ্ছিল এবং আবু বকর (رضي الله عنه) নীরব ছিলেন, তখন আবু বকরের হয়ে রহমতের ফেরেশতা ঐ ইহুদীকে লানত করতে থাকে। এ দৃশ্য দেখে কি তোমাদের নবী না হেঁসে পারেন? কিন্তু আবু বকর (رضي الله عنه) যখন নিজের জিম্মাদারী নিজেই নিয়ে ক্রোধান্বিত হয়ে ইহুদীর কথার উত্তর দিতে শুরু করল, তখন শয়তান এগিয়ে আসছে আর রহমতের ফেরেশতা আসামানে উঠে যাচ্ছে। এ দৃশ্য তো তোমাদের নবী দেখতে পারেন না।” এক সময়ে একজন ক্রীতদাসী হুসাইনের (رضي الله عنها) হাতে ওয়ূর পানি ঢেলে দিতে গিয়ে পানির পাত্রটি তার হাত থেকে পড়ে হুসাইনের (رضي الله عنها) পরিচ্ছদ ভিজিয়ে দেয়। তিনি ক্রোধান্বিত হলে সাথে সাথে ক্রীতদাসী সূরা আ-লি “ইমরান-এর ঐ আয়াতগুলো পড়েন, ﴿وَالطَّيِّبِينَ الْفَيْضِ﴾। হুসাইন (رضي الله عنها) বললেন, তোমাকে শাস্তি দিলাম না। অতঃপর দাসীটি ﴿وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ﴾ পড়লে হুসাইন (رضي الله عنها) বললেন, তোমাকে মাফ করে দিলাম। অতঃপর দাসীটি খুবই চালাক তাই বলে ফেলল, ﴿وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾ এটা শুনে হুসাইন (رضي الله عنها) হেঁসে ফেললেন, আর বললেন, তোমাকে দাসত্ব থেকে আযাদ করে দিলাম। তোমার পিতা-মাতার নিকট স্বাধীনভাবে ফিরে যাও। এটাই সাহাবায়ে কিরাম ও আওলাদে রাসূলের জীবনচরিত। আমরা যদি সত্যিকার অর্থে কিয়ামতে তাদের সাথে হাশরের ময়দানে একত্রে উঠতে চাই তবে ঐ চরিত্র তৈরি করা ছাড়া বিকল্প কিছুই নেই।^{৫৪}

মহানবী (ﷺ)-এর ক্ষমা ও উদারতা: মানুষের উত্তম চরিত্রাবলীর অন্যতম হলো, উদারতা বা ক্ষমা করা। উদারতা এমন একটি মহৎ গুণ, যার মাধ্যমে ফিরে আসে একে অপরের প্রতি অগাধ বিশ্বাস ও ভালোবাসা আর দূরীভূত হয় পরস্পরের প্রতি শত্রুতা ও হীনমন্যতা। এছাড়াও ক্ষমার নীতি অবলম্বনের মাধ্যমে পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রে প্রতিষ্ঠিত হয় শান্তি-শৃঙ্খলা। ক্ষমার নীতি অবলম্বনের জন্য রাসূল (ﷺ) বলেছেন, জারির ইবনু ‘আব্দুল্লাহ (رضي الله عنه) বর্ণনা করেন, নজদ অভিমুখে এক জিহাদে আমি রাসূলের সাথে ছিলাম। জিহাদ শেষে ফেরার পথে ভরদুপুরে সারি সারি বাবলা গাছ বিশিষ্ট এক উপত্যকায় আমরা অবতরণ করলাম। বিক্ষিপ্ত হয়ে সবাই তখন গাছের ছায়ায় বিশ্রাম করছিলাম। রাসূল (ﷺ)-ও তখন এক বাবলা গাছের সাথে তরবারি বুলিয়ে বিশ্রাম করছিলেন। সাহাবীগণের চোখে

তন্দ্রা এসেছিল। আচমকা এক বেদুঈন এসে রাসূলের বুলানো তরবারি নিয়ে তা খাপমুক্ত করলো। পরক্ষণে সে রাসূলের ওপরই তা ধারণ করল। রাসূলের ঘুম তখন ভেঙ্গে গেল। তাকে জাগ্রত হতে দেখে বেদুঈন বলে উঠলো, কে রক্ষা করবে তোমাকে আমার হাত থেকে? রাসূল (ﷺ) তখন তিনবার বললেন, আল্লাহ! বেদুইনের দেহ তখন প্রকম্পিত হলো। হাত থেকে পড়ে গেলো তরবারি। অনন্তর রাসূল (ﷺ) তাকে কোনোই শাস্তি দিলেন না কিংবা বললেন না কোনো কটু কথা। এরপর রাসূল (ﷺ) সবাইকে ডাকলেন। সাহাবীগণের উপস্থিতিতে বিস্তারিত ঘটনা শুনালেন, সেই বেদুইন তখন তার পাশে নীরব বস।^{৫৫} কুরাইশ কাফির গোষ্ঠী কী নির্মম অত্যাচার করেছিল নিরাপরাধ মুসলমানদের ওপরে, বইয়ে ছিল রক্তের কত বন্যা। মহানবীকেও করেছিল নিপীড়িত, নিগৃহীত। অষ্টম হিজরিতে মক্কা বিজয়ের পরে রাসূল (ﷺ) মক্কায় প্রবেশ করলেন অবনত মস্তকে, অশ্রুশিঙা নয়নে। উচ্চারিত হচ্ছিল তার পবিত্র যবানে,

﴿إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا﴾

“নিশ্চয় আমরা আপনাকে দিয়েছি সুস্পষ্ট বিজয়।”^{৫৬} আল্লাহ পবিত্র কুরআনে ক্ষমানীতির নির্দেশ দিয়ে বলেছেন,

﴿حُدِّ الْعَفْوُ وَأْمُرٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَعْرَاضٌ عَنِ الْجَاهِلِينَ﴾

“মানুষের (চরিত্র ও কর্মের) উৎকৃষ্ট অংশ গ্রহণ করুন, সৎকাজের নির্দেশ দিন এবং অজ্ঞদেরকে এড়িয়ে চলুন।”^{৫৭}

প্রিয় নবী (ﷺ)-এর ৬৩ বছর জীবনীতে দেখা যায়, কাফির, মুশরিক, মুনাফিকদের দ্বারা রাসূল (ﷺ) শত কষ্ট পেয়েও তিনি তাদের অপরাধের কথা ভুলে গিয়ে মাফ করে দিয়েছেন। ফলে খুব সহজেই ইসলামের মহান বিজয় সুনিশ্চিত হয়েছে। দৃষ্টান্ত হিসেবে আমরা ঐতিহাসিক মক্কা বিজয়ের ঘটনার দিকে নজর দিতে পারি। মক্কা বিজয়ের আগে রাসূল (ﷺ)-এর সঙ্গে এমন কোনো বর্বর আচরণ নেই যে, মক্কার মানুষরা করেনি। রাসূল (ﷺ)-কে কষ্ট দেয়ার জন্য কেউ রাস্তায় কাঁটা বিছিয়ে দিত, কেউ সালাতরত অবস্থায় তাঁর মাথার ওপর আস্ত নাড়ি ভুঁড়ি চাপিয়ে দিত, কেউ পেছন থেকে এসে গলায় চাদর পেঁচিয়ে হত্যা করার ব্যর্থ চেষ্টা করত, আবার কেউ বা পাগল, নেশাখস্ত, জাদুকর, এতিম বলে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ

^{৫৪} এ জিহাদে জয়ী হলে নাজাত নইলে ভীষণ আযাব- প্রফেসর এ. এইচ. এম শামসুর রহমান, সাপ্তাহিক আরাফাহ: ৪৬ বর্ষ, ১৬ সংখ্যা, নভেম্বর-২০০৪।

^{৫৫} বুখারী- হা. ২৯১০, ৩৯৯০; সহীহ মুসলিম- হা. ৮৪৩।

^{৫৬} সূরা আল ফাতহ: ১।

^{৫৭} সূরা আল আ'রাফ: ১৯৯।

৬৬ বর্ষ ॥ ০৫-০৬ সংখ্যা ❖ ০৪ নভেম্বর- ২০২৪ ঙ্. ❖ ০১ জমাদিউল আউয়াল- ১৪৪৬ হি.

করত। সহীহুল বুখারীতে বর্ণিত আছে উহদের প্রান্তরে নবী করীম (ﷺ)-এর রুবায়ী দাঁত ভেঙ্গে ফেলা হয় এবং মাথায় আঘাত করা হয় এই রক্তাক্ত অবস্থায় তিনি বললেন, হে আল্লাহ রাক্বুল 'আলামীন, আমার ক্বওমকে ক্ষমা করো, কেননা ওরা জানে না।^{৫৮}

আর তায়েফের জমিনে দ্বীন প্রচার করতে গিয়ে রক্তমাখা শরীর আর দু'চোখ ভরে পানি নিয়ে ফিরে আসতে হয়েছিল। অর্থাৎ- কটুকথা থেকে শুরু করে হত্যা করার চূড়ান্ত বৈঠক পর্যন্ত তারা করেছিল, শুধু কি তাই? তারা নবীজির প্রিয় সাহাবীদেরকেও করেছে চরম হেনস্থা আর নির্যাতন। সুমাইয়া (رضي الله عنها) ও তার স্বামী আম্মার (رضي الله عنه)-কে নির্মমভাবে হত্যা করেছিল। এজন্য বলা হয়, সুমাইয়া (رضي الله عنها) ও তাঁর স্বামী আম্মার (رضي الله عنه) ইসলামের ইতিহাসে প্রথম শহীদ। এছাড়াও মক্কার ওই পাষণ হৃদয়বান মানুষরা ইয়াসির (رضي الله عنه), খাব্বাব (رضي الله عنه), খুবাইব (رضي الله عنه) ও বিলালের মতো জলিলুল কদর সাহাবীদেরকেও অবর্ণনীয় চরম নির্যাতন করেছে- যার তীব্রতা আকাশ পর্যন্ত পৌঁছে যেত। এভাবেই তারা দুর্বল সাহাবীদের উপর করেছিল নির্মম নির্যাতন আর অত্যাচার। যার অত্যাচারের নির্মমতা আর বর্বরতার কথা আজও ইতিহাস বুক ধারণ করে আছে। এত কিছু পরেও দয়ার নবী, উম্মতের কাঞ্জরী বিশ্বনবী মুহাম্মদ (ﷺ) তাদের সব অপরাধের কথা ভুলে গিয়ে ঐতিহাসিক মক্কা বিজয়ের দিনে সবাইকে মাফ করে দেন। যার ফলশ্রুতিতে মক্কার ওই বর্বর, নির্দয় এবং কঠিন হৃদয়ের মানুষেরা সেদিন তাদের বাপদাদার ধর্মকে ভুলে গিয়ে নবীজির দয়ানুভবের কথা স্মরণ করে দলে দলে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিল। নবী করীম (ﷺ) মক্কা বিজয়ের ক্ষমা ও উদারতার বাণী তুলে ধরে বলেন, 'হে কুরাইশ! তোমাদের কি ধারণা, আমি তোমাদের সাথে কেমন ব্যবহার করব বলে তোমরা মনে করো? সবাই বলল, আপনি ভালো ব্যবহার করবেন। এটাই আমাদের ধারণা। আপনি দয়ালু ভাই, দয়ালু ভাইয়ের পুত্র। এরপর তিনি বললেন, তাহলে আমি তোমাদের সে কথাই বলছি, যে কথা ইউসুফ (رضي الله عنه) তাঁর ভাইদের বলেছিলেন,

﴿لَا تَثْرِيْبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِيْنَ﴾

"তোমাদের থেকে কোনো প্রতিশোধ নেয়া হবে না, সকল ভাইদেরকে ক্ষমা করে দিলাম এবং তিনি দয়ালুদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দয়ালু।"^{৫৯}

^{৫৮} ফাতহুল বারী- খণ্ড: ৭, পৃ. ৩২৩।

^{৫৯} সূরা ইউসুফ: ৯২।

নবী (ﷺ) কুরাইশদের সমস্ত নির্যাতন ভুলে সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করলেন। তোমাদের থেকে কোনো প্রতিশোধ নেয়া হবে না। তোমরা স্বাধীনভাবে বিচরণ করো।

পরিশেষে বলা যায়, ইসলাম চিরন্তন, সর্বজনীন ও বিশ্বজনীন জীবন ব্যবস্থা। বিশ্বশান্তি ও সম্প্রীতির অগ্রদূত বিশ্বনবী (ﷺ) নবুওয়াত লাভের পূর্বেই জাহেলিয়াতের অন্ধকারকে দূরীভূত করে শান্তির বাতায়ন প্রবাহিত করা এবং পরস্পরকে সম্প্রীতির সোনালী সূতোয় গাঁথার জন্য মাত্র ২৫ বছর বয়সে 'হিলফুল ফযল' নামে একটি শান্তিসংঘ প্রতিষ্ঠা করেন। যার মূলনীতি ছিল দেশের অশান্তি দূর করে শান্তি শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করা। সমাজ জীবনে শান্তি, সম্প্রীতি ও সৌহার্দ গড়ে তোলা এবং তা অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য পারস্পরিক সম্পর্ক সংরক্ষণ, সামাজিক শান্তি প্রতিষ্ঠা ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি সংরক্ষণ অপরিহার্য বিষয়। আল্লাহ বলেন,

﴿اِنَّمَا يُوفِي الصَّابِرُوْنَ اُجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾

"নিশ্চয়ই যারা সবরকারী বা ধৈর্যশীল, তারাই তাদের পুরস্কার পায় অগণিত।"^{৬০} রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, الصبر ثوابه الجنة 'সবরের বিনিময় হলো জান্নাত'।^{৬১}

সমাজ জীবনে শান্তি ও মানবিক সমাজ প্রতিষ্ঠায় দয়া বা ইহসান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿هَلْ جَزَاءُ الْاِحْسَانِ اِلَّا الْاِحْسَانُ﴾

"ইহসান বা দয়ার বিনিময় ইহসান ছাড়া আর কি হতে পারে?"^{৬২} আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿وَاصْبِرْ فَاِنَّ اللّٰهَ لَا يُضِيعُ اُجْرَ الْمُحْسِنِيْنَ﴾

"আর ধৈর্য্য ধারণ করো, নিশ্চয়ই আল্লাহ ইহসানকারীদের প্রতিদান বিনষ্ট করেন না।"^{৬৩} রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন,

﴿اِرْحَمُوْا مَنْ فِي الْاَرْضِ يَرْحَمْكُمْ مِّنْ فِي السَّمَاءِ﴾

অর্থাৎ- "পৃথিবীতে যারা আছে তাদের প্রতি রহম করো, তাহলে আকাশে যিনি (আল্লাহ) আছেন তিনি তোমাদের উপর রহমত নাজিল করবেন।"^{৬৪} ☒

^{৬০} সূরা আয যুমার: ১০।

^{৬১} বায়হাক্বি- হা. ৩৬০৮।

^{৬২} সূরা আর্ রহমান: ৬০।

^{৬৩} সূরা হূদ: ১১৫।

^{৬৪} জামে' আত্ তিরমিযী।

স্ত্রী ও সন্তান-সম্ভূতি পরীক্ষাস্বরূপ

-অধ্যাপক মো. আবুল খায়ের*

আমি মনে করি পৃথিবীতে মানুষের সবচেয়ে আপনজন হচ্ছে তার পিতা-মাতা। আর পিতা-মাতার সবচেয়ে আপনজন হচ্ছে তার সন্তান-সম্ভূতি। কারণ পৃথিবীতে বিনা স্বার্থে যদি কেউ কারো লালন-পালন করে থাকে তবে সেটি একমাত্র পিতা-মাতাই। পিতা-মাতা তার সন্তানের জন্য যে কোনো ত্যাগ স্বীকার করতে সদা প্রস্তুত। বিনিময়ে কোনো কিছুই তাদের প্রত্যাশা থাকে না। সারাটি জীবন ধরে কি অক্লান্ত পরীশ্রম না করেন একজন পিতা শুধুমাত্র তার সন্তানের ভবিষ্যৎ কল্যাণের জন্য। নিজের জীবনের সুখ-শান্তিকে বিসর্জন দিতেও মোটেই কুণ্ডাবোধ করেন না, সন্তানের ভবিষ্যৎ চিন্তা করে।

কিন্তু আশ্চর্য হলেও সত্য এবং বাস্তবতা হচ্ছে- এই সন্তান-সম্ভূতি অনেক সময় পিতা-মাতার শত্রুতে পরিণত হয়। বিশেষভাবে দ্বীনের ক্ষেত্রে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন স্ত্রী এবং সন্তান-সম্ভূতি সম্পর্কে বলেন:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَوْلَادِكُمْ وَعَدُوِّكُمْ لَكُمْ فَاخْتَرُواهُمْ﴾

অর্থ: “হে মু'মিনগণ! তোমাদের স্ত্রী ও সন্তান-সম্ভূতির মধ্যে কেউ কেউ তোমাদের শত্রু; অতএব তাদের সম্পর্কে তোমরা সতর্ক হও।”^{৬৫}

কতক স্ত্রী তাদের স্বামীদেরকে এবং কতক সন্তান-সম্ভূতি তাদের পিতা-মাতাদেরকে মহান আল্লাহর স্মরণ ও নেক 'আমল হতে দূরে সরিয়ে রাখে যা প্রকৃতপক্ষে শত্রুতাই বটে। যেমন- অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ

ذِكْرِ اللَّهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ﴾

অর্থ- “হে মু'মিনগণ! তোমাদের ঐশ্বর্য ও সন্তান-সম্ভূতি যেন তোমাদেরকে আল্লাহর স্মরণ হতে উদাসীন না করে -যারা উদাসীন হবে তারাই তো ক্ষতিগ্রস্ত।”^{৬৬}

*সহকারী অধ্যাপক, বোয়ালিয়া মুক্তিযোদ্ধা কলেজ ও খতীব, মুরারী কাঠি জমিদারিতে আহলে হাদীস মসজিদ, কলারোয়া, সাতক্ষীরা।

^{৬৫} সূরা আত তাগা-বুন: ১৪।

^{৬৬} সূরা আল মুনাফিকুন: ৯।

অর্থ- মু'মিনদেরকে আল্লাহ তা'আলা বেশি বেশি তাঁর যিকর করার নির্দেশ দিয়েছেন। সন্তান-সম্ভূতি এবং স্ত্রীর প্রতি ভালোবাসায় যেন আল্লাহ তা'আলাকে ভুলে না যায় সে সম্পর্কে সতর্ক করেছেন। আর মৃত্যুর পূর্বেই বেশি করে মহান আল্লাহর আনুগত্য পূর্ণ কাজে ব্যয় করার প্রতি উৎসাহ প্রদান করেছেন।

অত্র আয়াতে আল্লাহ তা'আলা স্ত্রী এবং সন্তান-সম্ভূতিদের ব্যাপারে সতর্ক হতে বলেছেন। কারণ তাদের মধ্যে অনেকে দ্বীনের জন্য বড় প্রতিবন্ধক একটি বাস্তব ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে অত্র আয়াতটি নাজিল হয়েছে। ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তাঁকে জৈনিক ব্যক্তি অত্র আয়াতটি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন: এরা হলো ঐ সকল লোক যারা মক্কাতে ইসলাম গ্রহণ করেছিল। তারা ইচ্ছা করলো নবী (ﷺ)-এর সাথে মদীনায হিজরত করবেন। কিন্তু স্ত্রী ও ছেলে-মেয়েদের প্রেমে পড়ে হিজরত করেননি। অতঃপর যখন ইসলামের খুব বেশি প্রসার ঘটে তখন তারা হিজরত করে মহান আল্লাহর নবী (ﷺ)-এর নিকট চলে যায়। গিয়ে দেখে যারা পূর্বে নবী (ﷺ)-এর সাথে হিজরত করেছিলেন তাঁরা দ্বীনের ব্যাপারে অনেক জ্ঞান-অর্জন করে নিয়েছে। তখন তারা স্ত্রী-সন্তানদের শাস্তি দিতে ইচ্ছা পোষণ করল। তখন আল্লাহ সুবহানাহ ওয়া তা'আলা এ আয়াতটি নাজিল করেন।^{৬৭}

বাস্তব ক্ষেত্রেও আমরা দেখতে পাই! ক্ষণস্থায়ী এই দুনিয়াবী জীবনের মোহে, সম্পদ এবং সন্তান-সম্ভূতির ভবিষ্যৎ কল্যাণের জন্য পাগলের মতো ছুটছি আর ছুটছি। শুধু তাই নয়, এই মোহে পড়ে মৃত্যুর কথা, দ্বীনের খিদমতের কথা, পরকালীন জীবনের কথা বেমালুম ভুলে যাই। তাই আল্লাহ তা'আলা স্পষ্ট ভাষায় আমাদেরকে জানিয়ে দিয়ে সতর্ক করেছেন-

﴿إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ﴾

অর্থ: “নিশ্চয়ই তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সম্ভূতি তোমাদের জন্য পরীক্ষা; আল্লাহরই নিকট রয়েছে মহা প্রতিদান।”^{৬৮}

অর্থ- সম্পদ, সন্তান-সম্ভূতি আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে পরীক্ষার বস্তু, তারা তোমাদেরকে হারাম উপার্জন করতে প্ররোচিত করে এবং আল্লাহ তা'আলার অধিকার আদায়

^{৬৭} জামে' আত তিরমিযী- হা. ৩৩১৭, হাসান।

^{৬৮} সূরা আত তাগাবুন: ১৫।

করতে বাধা দেয়। প্রকৃতপক্ষে মহাপুরস্কার রয়েছে আল্লাহ তা'আলার কাছে। অতএব তাদের ব্যাপারে আমাদের সাবধান থাকতে হবে। এ ব্যাপারে রাসূল (ﷺ)-এর একটি হাদীসের মাধ্যমে আমরা বিষয়টি সম্পর্কে আরও পরিষ্কারভাবে বুঝতে পারবো ইনশা-আল্লাহ।

حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ، قَالَ سَمِعْتُ أَبِي: بُرَيْدَةَ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ (ﷺ) يَخْطُبُنَا إِذْ جَاءَ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ عَلَيْهِمَا قَمِيصَانِ أَحْمَرَانِ يَمْسِيَانِ وَيَعْتَرَانِ فَنَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ (ﷺ) مِنَ الْمِنْبَرِ فَحَمَلَهُمَا وَوَضَعَهُمَا بَيْنَ يَدَيْهِ ثُمَّ قَالَ "صَدَقَ اللَّهُ: (إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ) فَنَظَرْتُ إِلَى هَذَيْنِ الصَّبِيِّينِ يَمْسِيَانِ وَيَعْتَرَانِ فَلَمْ أَصْبِرْ حَتَّى قَطَعْتُ حَدِيثِي وَرَفَعْتُهُمَا".

‘আব্দুল্লাহ ইবনু বুরাইদাহ্ (رضي الله عنه) বলেন, আমি আমার পিতা বুরাইদাহ্ (رضي الله عنه)-কে বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আমাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিচ্ছিলেন। হঠাৎ হাসান ও হুসাইন (رضي الله عنهم) লাল বর্ণের জামা পরিহিত অবস্থায় (শিশু হওয়ার কারণে) আছাড় খেতে খেতে হেঁটে আসেন। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) মিসর হতে নেমে তাদের দু'জনকে তুলে এনে নিজের সম্মুখে বসান, তারপর বলেন: আল্লাহ তা'আলা সত্যই বলেছেন, “তোমাদের সম্পদ ও তোমাদের সন্তান-সন্ততি তো পরীক্ষা বিশেষ”^{৬৯}। আমি তাকিয়ে দেখলাম এই শিশু দু'টি আছাড় খেতে খেতে হেঁটে আসছে। আমি আর সহ্য করতে পারলাম না, এমনকি আমার বক্তৃতা বন্ধ করে তাদেরকে তুলে নিতে বাধ্য হলাম।^{৭০}

এ জন্য ঈমানের দাবি হলো- আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ﷺ)-কে সকলের উপর প্রাধান্য দিতে হবে। কোনো যুক্তি, ওয়র আপত্তি চলবে না। আল্লাহ রাব্বুল ‘আলামীনের স্পষ্ট ঘোষণা এসেছে-

﴿قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِينُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرٍ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ﴾

^{৬৯} সূরা আত তাগা-বুন: ১৫।

^{৭০} আত তিরমিযী- হা. ৩৭৭৪; আবু দাউদ- হা. ১১০৯, সহীহ।

অর্থ: “তোমাদের নিকট যদি আল্লাহ, তাঁর রাসূল এবং আল্লাহর পথে জিহাদ করা অপেক্ষা অধিক প্রিয় হয় তোমাদের পিতা, তোমাদের সন্তান-সন্ততি, তোমাদের ভ্রাতা, তোমাদের পত্নী, তোমাদের স্বগোষ্ঠী, তোমাদের অর্জিত সম্পদ, তোমাদের ব্যবসা-বাণিজ্য যার মন্দা পড়ার আশঙ্কা করো এবং তোমাদের বাসস্থান যা তোমরা ভালোবাসো, তবে অপেক্ষা করো আল্লাহর বিধান আসা পর্যন্ত; আল্লাহ পাপিষ্ঠ সম্প্রদায়কে সংপথ প্রদর্শন করেন না।”^{৭১}

এ প্রসঙ্গে রাসূল (ﷺ) একটি বিখ্যাত হাদীসের মাধ্যমে আমরা আরো পরিষ্কারভাবে বিষয়টির গুরুত্ব বুঝতে পারি। রাসূল (ﷺ) বলেন,

فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ.

সেই আল্লাহর শপথ, যাঁর হাতে আমার প্রাণ, তোমাদের কেউ প্রকৃত মু'মিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না আমি তার নিকট তার পিতা ও সন্তানাদির চেয়ে অধিক ভালোবাসার পাত্র হই।^{৭২} আরো একটি বাস্তব প্রমাণ ‘উমার (رضي الله عنه)’র বর্ণনার মাধ্যমে আমরা জানতে পারি। একদা ‘উমার (رضي الله عنه) বলেন,

يَا رَسُولَ اللَّهِ لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا مِنْ نَفْسِي. فَقَالَ النَّبِيُّ (ﷺ) "لَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْكَ مِنْ نَفْسِكَ". فَقَالَ لَهُ عُمَرُ فَإِنَّهُ الْآنَ وَاللَّهِ لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ نَفْسِي. فَقَالَ النَّبِيُّ (ﷺ) "الآنَ يَا عُمَرُ".

হে আল্লাহর রাসূল! আমার জান ছাড়া আপনি আমার কাছে সব কিছুর চেয়ে অধিক প্রিয়। তখন নবী (ﷺ) বললেন: না, যাঁর হাতে আমার প্রাণ ঐ সত্তার কসম! তোমার কাছে আমি যেন তোমার প্রাণের চেয়েও প্রিয় হই। তখন ‘উমার (رضي الله عنه) তাঁকে বললেন, আল্লাহর কসম! এখন আপনি আমার কাছে আমার প্রাণের চেয়েও বেশি প্রিয়। নবী (ﷺ) বললেন: হে ‘উমার! এখন (তুমি সত্যিকার ঈমানদার হলে)।^{৭৩}

﴿وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ﴾

^{৭১} সূরা আত তাওবাহ্: ২৪।

^{৭২} সহীহুল বুখারী- হা. ১৪।

^{৭৩} সহীহুল বুখারী- হা. ৬৬৩২।

অর্থাৎ- যদি আমরা আমাদের প্রিয় সন্তান-সন্ততি, ধন-মাল ইত্যাদির ভালোবাসার মোকাবেলায় আল্লাহ তা'আলার আনুগত্যকে প্রাধান্য দিই এবং তাঁর অবাধ্য না হই তাহলে আমাদের জন্য রয়েছে মহা পুরস্কার। এ প্রসঙ্গে বিখ্যাত সাহাবী আবু সাঈদ খুদরী (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, রাসূল (ﷺ) বলেন:

إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ لِأَهْلِ الْحَيَّةِ يَا أَهْلَ الْحَيَّةِ فَيَقُولُونَ لَبَّيْكَ رَبَّنَا وَسَعْدَيْكَ فَيَقُولُ هَلْ رَضِيتُمْ فَيَقُولُونَ وَمَا لَنَا لَا نَرْضَى وَقَدْ أَعْطَيْتَنَا مَا لَمْ نُعْطِ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ فَيَقُولُ أَنَا أُعْطِيكُمْ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ قَالُوا يَا رَبِّ وَإَيُّ شَيْءٍ أَفْضَلُ مِنْ ذَلِكَ فَيَقُولُ أَحِلُّ عَلَيْكُمْ رِضْوَانِي فَلَا أَسْحَطُ عَلَيْكُمْ بَعْدَهُ أَبَدًا.

আল্লাহ তা'আলা জান্নাতীদেরকে লক্ষ্য করে বলবেন, হে জান্নাতীগণ! তারা বলবে, হে আমাদের প্রতিপালক! হাবির, আমরা আপনার খিদমতে হাবির। এরপর আল্লাহ তা'আলা বলবেন, তোমরা কি খুশি হয়েছে? তারা বলবে, কেন খুশি হব না, আপনি আমাদেরকে এমন বস্ত্র দান করেছেন যা আপনার সৃষ্টি জগতের আর কাউকেই দান করেননি। তখন তিনি বলবেন, আমি এর চেয়েও উত্তম বস্ত্র তোমাদেরকে দান করব। তারা বলবে, হে আমাদের প্রতিপালক! এর চেয়েও উত্তম সে কোন্ বস্ত্র? আল্লাহ তা'আলা বলবেন, তোমাদের ওপর আমি আমার সন্তুষ্টি অবধারিত করব। অতঃপর আমি আর কক্ষনো তোমাদের ওপর নাখোশ হব না।^{১৪}

সম্মানিত পাঠকমণ্ডলী! পরিশেষে বলতে চাই, দুনিয়াবী জীবনে সুখ-শান্তির জন্য নিজের সবচেয়ে আপনজন স্ত্রী, সন্তান-সন্ততি এবং সম্পদের মোহে পড়ে পরকালীন জীবনের অপরিসীম সুখ-শান্তিকে বিসর্জন দেওয়া যাবে না। এক্ষেত্রে হয়ত তারা অনেকে শক্রেতে পরিণত হতে পারে। যদি আমরা ঐ রূপ শক্রেতাকে উপেক্ষা করতে পারি তাহলেই মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে পাব মহাপুরস্কার, অন্যথায় ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হতে হবে। অতএব তাদের ব্যাপারে আমাদেরকে সদা সতর্ক থাকতে হবে। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সহায় হোন -আমীন। ☒

^{১৪} সহীহুল বুখারী- হা. ৬৬৪৯; সহীহ মুসলিম- হা. ২৮২৯।

একজন মু'মিন ও কাফিরের মৃত্যু এবং মৃত্যু পরবর্তী অবস্থা

[২২ পৃষ্ঠার পরের অংশ]

তারপর তারা দু'জন জিজ্ঞেস করবেন, “এ ব্যক্তি কে, যাকে তোমাদের কাছে প্রেরণ করা হয়েছিল?” সে বলে, “হায়! হায়! আমি কিছু জানি না।” তখন আসমান থেকে একজন আস্থানকারী আস্থান করে বলেন, এ ব্যক্তি মিথ্যা বলেছে, অতএব তার জন্য আগুনের বিছানা বিছিয়ে দাও, তার জন্য জাহান্নামের দিকে একটি দরজা খুলে দাও। (তখন সে দরজা দিয়ে তার কাছে) জাহান্নামের গরম বাতাস আসতে থাকবে। তার কবরকে এত সংকীর্ণ করা হবে যে, (দু'পাশ মিলে যাবার পর) তার পাজরের এদিকের (হাড়গুলো) ওদিকে, ওদিকেরগুলো এদিকে বের হয়ে আসবে।

তারপর তার কাছে একটি কুৎসিত চেহারার লোক আসবে, তার পরনে থাকবে ময়লা, নোংরা কাপড়। তার থেকে দুর্গন্ধ আসতে থাকবে। এ কুৎসিত লোকটি (কবরে শায়িত লোকটিকে) বলতে থাকবে, তুমি একটি খারাপ খবরের সংবাদ শুনো যা তোমাকে চিন্তায় ও শোকে-দুঃখে কাতর করবে। আজ ওইদিন, যেদিনের ওয়াদা (দুনিয়ায়) তোমাকে করা হয়েছিল। সে জিজ্ঞেস করে, তুমি কে? তোমার চেহারা এত কুৎসিত যে, খারাপ ছাড়া কোনো (ভালো) খবর নিয়ে আসতে পারে না। সে লোকটি বলবে, “আমি তোমার বদ ‘আমল”। এ কথা শুনে ওই মুর্দা ব্যক্তি বলবে, হে আমার পরোয়ারদিগার! “তুমি কিয়ামত (কিয়ামত) ক্বায়িম করো না।”

আর একটি বর্ণনায় এতটুকু বেশি বর্ণিত হয়েছে যে, যখন তার (মু'মিনের) রুহ বের হয়ে যায়, জমিনের ও আকাশের সব মালয়িকাহ্ তার ওপর রহমত পাঠাতে থাকেন। তার জন্য আসমানের দরজা খুলে দেয়া হয়। প্রত্যেক আসমানের দরজার ফেরেশতা আল্লাহ তা'আলার কাছে এ মু'মিনের রুহ তার কাছ দিয়ে আসমানের দিকে নিয়ে যাবার আবেদন জানায় (যাতে এ ফেরেশতা মু'মিনের রুহের সাথে চলার মর্যাদা লাভ করতে পারে।) আর কাফিরের রুহ তার রগের সাথে সাথে টেনে বের করা হয়। এ সময় আসমান ও জমিনের সকল ফেরেশতা তার ওপর অভিসম্পাত বর্ষণ করতে থাকেন। আসমানের দরজার বন্ধ করে দেয়া হয়। সমস্ত দরজার ফেরেশতাগণ (আল্লাহর নিকট) আবেদন জানায়, তার দরজার কাছ দিয়ে যেন তার রুহকে আকাশে উঠানো না হয়।^{১৫} ☒

^{১৫} আহমাদ- হা. ১৮৫৩৪; মিশকা-তুল মাসা-বীহ- হা. ১৬৩০।

কাসাসুল হাদীস

একজন মু'মিন ও কাফিরের মৃত্যু এবং মৃত্যু পরবর্তী অবস্থা

-আবু তাহসীন মুহাম্মদ*

বারা ইবনু 'আযিব (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমরা নবী (ﷺ)-এর সাথে এক আনসারীর জানায়ায় গিয়ে কবরের কাছে গেলাম। (তখনো কবর তৈরি করা শেষ হয়নি বলে) লাশ কবরস্থ করা হয়নি। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এক জায়গায় বসে থাকলেন। আমরাও তাঁর আশেপাশে (চুপচাপ) বসে আছি এমনভাবে যেন আমাদের মাথার উপর পাখি বসে আছে। রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর হাতে ছিল একটি কাঠ। তা দিয়ে তিনি (নিবিষ্টভাবে) মাটি নাড়াচাড়া করছিলেন। তারপর তিনি মাথা উঠালেন এবং বললেন, কবরের 'আযাব থেকে মহান আল্লাহর কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করো। এ কথা তিনি দু'বার কি তিনবার বললেন। তারপর বললেন, মু'মিন বান্দা দুনিয়ার জীবন শেষ করে পরকালের দিকে যখন ফিরে চলে (মৃত্যুর কাছাকাছি হয়) তখন আসমান থেকে খুবই আলোকোজ্জ্বল চেহারার কিছু মালায়িকাহ্ (ফেরেশতাগণ) তার কাছে যান। তাঁদের চেহারা যেন দীপ্ত সূর্য।

তাঁদের সাথে (জান্নাতের রেশমী কাপড়ের) কাফন ও জান্নাতের সুগন্ধি থাকে। তারা তার দৃষ্টির দূর সীমায় বসবে। তারপর মালাকুল মাওত আসবেন, তার মাথার কাছে বসবেন ও বলবেন, হে পবিত্র আত্মা! মহান আল্লাহর মাগফিরাত ও তার সন্তুষ্টির কাছে পৌঁছবার জন্য দেহ থেকে বেরিয়ে এসো। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, এ কথা শুনে মু'মিন বান্দার রুহ তার দেহ হতে এভাবে বেরিয়ে আসে যেমন মশক হতে পানির ফোঁটা বেয়ে পড়ে। তখন মালাকুল মাওত এ রুহকে নিয়ে নেন। তাকে নেবার পর অন্যান্য ফেরেশতাগণ এ রুহকে তার হাতে এক পলকের জন্যও থাকতে দেন না। তারা তাকে তাদের হাতে নিয়ে নেন ও তাদের হাতে থাকা কাফন ও খুশবুর মধ্যে রেখে দেন। তখন এ রুহ হতে উত্তম সুগন্ধি

ছড়াতে থাকে যা পৃথিবীতে পাওয়া সর্বোত্তম সুগন্ধির চেয়েও উত্তম।

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, তারপর ওই মালায়িকাহ্ (ফেরেশতারা) এ রুহকে নিয়ে আকাশের দিকে রওয়ানা হন (যাবার পথে) সাক্ষাত হওয়া মালায়িকার কোনো একটি দলও এ 'পবিত্র রুহ কার' জিজ্ঞেস করতে ছাড়েন না। তারা বলে অমুকের পুত্র অমুক। তাকে তার উত্তম নাম ও যেসব নামে তাকে দুনিয়ায় ডাকা হত, সে পরিচয় দিয়ে চলতে থাকেন। এভাবে তারা এ রুহকে নিয়ে প্রথম আসমানে পৌঁছেন ও আসমানের দরজা খুলতে বলেন, দরজা খুলে দেয়া হয়। প্রত্যেক আসমানের নিকটবর্তী ফেরেশতাগণ এদের সাথে দ্বিতীয় আসমান পর্যন্ত যায়। এভাবে সাত আসমান পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দেয়া হয়। (এ সময়) আল্লাহ তা'আলা ফেরেশতাগণকে বলেন, এ বান্দার 'আমলনামা 'ইল্লীয়্যনে' লিখে রাখো আর রুহকে জমিনে (কবরে) পাঠিয়ে দাও (যাতে কবরের) সওয়াল জবাবের জন্য তৈরি থাকে। কারণ আমি তাদেরকে মাটি হতে সৃষ্টি করেছি। আর মাটিতেই তাদেরকে ফেরত পাঠাব। আর এ মাটি হতেই আমি তাদেরকে আবার উঠাব।

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, এরপর আবার এ রুহকে নিজের দেহের মধ্যে পৌঁছিয়ে দেয়া হয়। তারপর তার কাছে দু'জন মালাক (ফেরেশতা) (মুনকির নাকীর) এসে তাকে বসিয়ে নেন। তারপর তাকে প্রশ্ন করেন, তোমার রব কে? সে উত্তর দেয়, আমার রব 'আল্লাহ'। আবার তারা দু'জন জিজ্ঞেস করেন, তোমার দীন কি? তখন সে উত্তর দেয়, আমার দীন 'ইসলাম'। আবার তারা প্রশ্ন করেন, এ ব্যক্তি কে? যাঁকে তোমাদের কাছে পাঠানো হয়েছিল। সে ব্যক্তি উত্তর দিবে, ইনি হলেন রাসূলুল্লাহ (ﷺ)। তারপর তারা দু'জন বলবেন, তুমি কিভাবে জানলে? ওই ব্যক্তি বলবে, আমি 'আল্লাহর কিতাব' পড়েছি, তাই আমি তাঁর ওপর ঈমান এনেছি ও তাঁকে সত্য বলে বিশ্বাস করেছি। তখন আকাশ থেকে একজন আহ্বানকারী (আল্লাহ) আহ্বান করে বলবেন, আমার বান্দা সত্যবাদী। অতএব তার জন্য জান্নাতের বিছানা বিছাও, তাকে পরিধান করাও জান্নাতের পোশাক-পরিচ্ছদ, তার জন্য জান্নাতের দরজা খুলে দাও। (তার জন্য জান্নাতের দরজা খুলে দেয়া হবে)।

* আটমুল, শিবগঞ্জ, বগুড়া।

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, সে দরজা দিয়ে তার জন্য জান্নাতের হাওয়া ও খুশবু আসতে থাকবে। তারপর তার কবরকে দৃষ্টির শেষ সীমা পর্যন্ত প্রশস্ত করে দেয়া হবে। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, তারপর একজন সুন্দর চেহারার লোক ভালো কাপড়-চোপড় পরে সুগন্ধি লাগিয়ে তার কাছে আসবে। তাকে বলবে, তোমার জন্য শুভ সংবাদ, যা তোমাকে খুশী করবে। এটা সেদিন, যেদিনের ওয়াদা তোমাকে দেয়া হয়েছিল। সে ব্যক্তি বলবে, তুমি কে? তোমার চেহারার মতো লোক কল্যাণ নিয়েই আসে। তখন সে ব্যক্তি বলবে, আমি তোমার নেক ‘আমল। মু’মিন ব্যক্তি বলবে, হে আল্লাহ! তুমি কিয়ামত (কিয়ামত) কায়িম করে ফেলো। হে আল্লাহ! তুমি কিয়ামত (কিয়ামত) কায়িম করে ফেলো। আমি যেন আমার পরিবার-পরিজন ও ধন-সম্পদের কাছে যেতে পারি।

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, কাফির ব্যক্তি দুনিয়ার জীবন শেষ করে যখন আখিরাতে পদার্পণ করবে, আসমান থেকে ‘আযাবের মালায়িকাহ্ নাযিল হবেন। তাদের চেহারা নিকষ কালো। তাদের সাথে কাঁটায়ুক্ত কাফনের কাপড় থাকবে। তারা দৃষ্টির শেষ সীমায় এসে বসবেন। তারপর মালাকুল মাওত আসবেন ও তার মাথার কাছে বসে বলবেন, হে নিকৃষ্ট আত্মা! আল্লাহর ‘আযাবে লিপ্ত হবার জন্য তাড়াতাড়ি দেহ হতে বের হও। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, কাফিরের রুহ্ এ কথা শুনে তার গোটা দেহে ছড়িয়ে পড়ে। তখন মালাকুল মাওত তার রুহ্কে শক্তি প্রয়োগ করে টেনে হেঁচড়ে বের করে নিয়ে আসেন, যেভাবে লোহার গরম শলাকা ভিজা পশম হতে টেনে বের করা হয় (আর এতে পশম আটকে থাকে)।

মালাকুল মাওত রুহ্ বের করে আনার পর অন্যান্য মালায়িকাহ্ এ রুহ্কে মালাকুল মাওতের হাতে এক পলকের জন্য থাকতে দেন না বরং তারা নিয়ে (কাফনের কাপড়ে) মিশিয়ে দেন। এ রুহ্ হতে মরা লাশের দুর্গন্ধ বের হয় যা দুনিয়ায় পাওয়া যেত। মালায়িকাহ্ এ রুহ্কে নিয়ে আসমানের দিকে চলে যান। যখন মালায়িকার কোনো দলের কাছে পৌঁছেন, তারা জিজ্ঞেস করেন, এ নাপাক রুহ্ কার? মালায়িকাহ্ জবাব দেন, এটা হলো অমুক ব্যক্তির সন্তান অমুক। তাকে খারাপ নাম ও খারাপ বিশেষণে ভূষিত করেন, যেসব নামে তাকে দুনিয়ায় ডাকা হত। এভাবে যখন আসমান পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দেয়া হয়,

তার জন্য আসমানের দরজা খুলতে বলা হয়। কিন্তু আসমানের দরজা তার জন্য খোলা হয় না। তারপর রাসূলুল্লাহ (ﷺ) (দলিল হিসেবে) এ আয়াত তিলাওয়াত করলেন,

﴿إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ﴾

“যারা আমার নিদর্শনকে অস্বীকার এবং সে সম্বন্ধে অহঙ্কার করে, তাদের জন্য আকাশের দ্বার উন্মুক্ত করা হবে না, এবং তারা জান্নাতেও প্রবেশ করতে পারবে না-যতক্ষণ না সূঁচের ছিদ্রপথে উষ্ট্র প্রবেশ করে। এভাবে আমি অপরাধীদেরকে প্রতিফল দিব।”^{৭৬}

এবার আল্লাহ তা‘আলা বলবেন, তার ‘আমলনামা সিজ্জীনে লিখে দাও যা জমিনের নীচতলায়। বস্তৃত কাফিরদের রুহ্ (নিচে) নিক্ষেপ করে ফেলে দেয়া হয়। তারপর রাসূলুল্লাহ (ﷺ) দলিল হিসেবে এ আয়াত তিলাওয়াত করলেন,

﴿حَتَفَاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ ۗ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا حَرَّمَ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ﴾

“আল্লাহর প্রতি একনিষ্ঠ হয়ে এবং তাঁর কোনো শরীক না করে এবং যে কেউ আল্লাহর শরীক করে সে যেন আকাশ হতে পড়লো, অতঃপর পাখী তাকে ছোঁ মেরে নিয়ে গেল, কিংবা বায়ু তাকে উড়িয়ে নিয়ে গিয়ে এক দূরবর্তী স্থানে নিক্ষেপ করল।”^{৭৭}

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, তারপর তার রুহ্কে তার দেহে ফিরিয়ে দেয়া হয়। (এ সময়) দু’জন মালাক তার কাছে আসেন। বসিয়ে দিয়ে তাকে জিজ্ঞেস করেন, “তোমার রব কে? (সে কাফির ব্যক্তি কোনো সদুত্তর দিতে না পেরে) বলবে, “হায়! হায়! আমি কিছু জানি না।” তারপর তারা দু’জন জিজ্ঞেস করবেন, “তোমার দীন কি?” সে (কাফির ব্যক্তি) বলবে, “হায়! হায়! আমি কিছু জানি না।”

[পরবর্তী অংশ ২০ পৃষ্ঠায় দেখুন।

^{৭৬} সূরা আল আ’রাফ: ৪০।

^{৭৭} সূরা আল হাঙ্ক: ৩১।

বিশেষ মাসায়িল

কোন্ কোন্ ‘আমলের মাধ্যমে রিয়্ক-এর প্রশস্ততা বাড়ে?

“রাসূল (ﷺ) তোমাদেরকে যা দিয়েছেন তা গ্রহণ করো, আর যা কিছু নিষেধ করেছেন তা বর্জন করো।” (সূরা আল হাশ্বর: ৭)

আরাফাত ডেক্ক: মুসলিম মাত্রই এ বিশ্বাস পোষণ করে যে, তার আয়-উপার্জন, জীবন-মৃত্যু, সৌভাগ্য-দুর্ভাগ্য, ভালো-মন্দ ইত্যাদি নির্ধারণ হয়ে যায় যখন সে মায়ের উদরে থাকে। আর মানুষ এসব লাভ করে তার জন্য বরাদ্দকৃত উপায়-উপকরণগুলোর মাধ্যমে। তাই আমাদের কর্তব্য হলো হাত গুটিয়ে বসে না থেকে রিয়্ক অন্বেষণ করা এবং যথাযথ উপায়-উপকরণ সংগ্রহের চেষ্টা করা। যেমন- চাষাবাদ, ব্যবসা-বাণিজ্য, চাকরি-বাকরি বা অন্য কিছু। আল্লাহ তা’আলা বলেন :

﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ﴾

“তিনিই তো তোমাদের জন্য যমীনকে সুগম করে দিয়েছেন, কাজেই তোমরা এর পথে-প্রান্তরে বিচরণ করো এবং তাঁর প্রদত্ত রিয়্ক থেকে তোমরা আহাির করো। তাঁর নিকটেই তোমাদের পুনরুত্থান।”^{৭৬}

যদিও রিয়্ক নির্ধারিত একটি বিষয়, তবুও প্রতিটি মানুষের দায়িত্ব-কর্তব্য হলো, রিয়্কের প্রশস্ততা বা বৃদ্ধির প্রচেষ্টাস্বরূপ কুরআন-সুন্নাহ সমর্থিত উপায়সমূহ গ্রহণ করা এবং সে অনুযায়ী ‘আমল করা। নিম্নে রিয়্ক বৃদ্ধির কতিপয় উপায় ও ‘আমল আলোকপাত করা হলো-

প্রথম ‘আমল- তাকুওয়া ও তাওয়াক্কুল অবলম্বন করা : মহান আল্লাহর ভয় তথা তাকুওয়া অবলম্বন করা, তাঁর নির্দেশাবলী পালন ও নিষিদ্ধ বিষয়গুলো বর্জন করা। পাশাপাশি আল্লাহর ওপর অটল আস্থা রাখা, তাওয়াক্কুল করা এবং রিয়্ক তালাশে তাঁর সাহায্য প্রার্থনা করা। কারণ যে মহান আল্লাহর ওপর ভরসা করে তিনিই তার জন্য যথেষ্ট হয়ে যান। আল্লাহ তা’আলা ইরশাদ করেন,

﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِن حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ لَبَلِغُ أَمْرِهِ ۖ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا﴾

^{৭৬} সূরা আল মুলক: ১৫।

“আর যে আল্লাহকে ভয় করে, তিনি তার জন্য উত্তরণের পথ তৈরি করে দেন এবং তিনি তাকে এমন উৎস থেকে রিয়্ক দিবেন যা সে কল্পনাও করতে পারবে না। আর যে আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল করে আল্লাহ তার জন্য যথেষ্ট। আল্লাহ তাঁর উদ্দেশ্য পূর্ণ করবেনই। নিশ্চয় আল্লাহ প্রত্যেক জিনিসের জন্য একটি সময়সীমা নির্ধারণ করে দিয়েছেন।”^{৭৬}

অর্থাৎ- যে মহান আল্লাহকে ভয় করবে এবং আনুগত্য দেখাবে, আল্লাহ তা’আলা তার সকল সংকট দূর করে দেবেন এবং তার কল্পনাতীত স্থান থেকে রিয়্কের সংস্থান করে দেবেন। আর যে কেউ তার উদ্দেশ্য হাসিলে একমাত্র মহান আল্লাহর শরণাপন্ন হয় তিনিই তার জন্য যথেষ্ট হয়ে যান। বলাবাহুল্য এই তাকুওয়ার পরিচয় মেলে হালাল উপার্জনের চেষ্টা এবং সন্দেহযুক্ত কামাই বর্জনের মধ্য দিয়ে।

দ্বিতীয় ‘আমল- তাওবাহ ও ইস্তেগফার করা : অধিক পরিমাণে ইস্তেগফার এবং বেশি বেশি মহান আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করলেও রিয়্ক বাড়ে। আল্লাহ তা’আলা তাঁর অন্যতম নবী ও রাসূল নূহ (ﷺ)-এর ঘটনা তুলে ধরে ইরশাদ করেন,

﴿قُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا ۝ يُسِرُّ السَّيِّئَاتِ عَلَيْكُمْ مَذَرًا ۝ وَيُثَبِّدُكُمْ بِأُمُومِ بَيْنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا﴾

“আর বলেছি, তোমাদের রবের কাছে ক্ষমা চাও; নিশ্চয় তিনি পরম ক্ষমাশীল। (তাঁর কাছে ক্ষমা চাইলে) তিনি তোমাদের উপর মুখলধারে বৃষ্টি বর্ষণ করবেন আর তোমাদেরকে ধন-সম্পদ ও সন্তান- সন্ততি দিয়ে সাহায্য করবেন এবং তোমাদের জন্য বাগ-বাগিচা দেবেন আর দেবেন নদী-নালা।”^{৮০}

^{৭৬} সূরা আত্ ত্বালা-ক্ব: ২-৩।

^{৮০} সূরা নূহ: ১০-১২।

তৃতীয় ‘আমল- আত্মীদের সঙ্গে সুসম্পর্ক রাখা : আত্মীদের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখা এবং তাদের হকু আদায়ের মাধ্যমেও রিয্ক বাড়ে। যেমন- আনাস ইবনু মালেক (رضي الله عنه) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে বলতে শুনেছি তিনি ইরশাদ করেন, مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ أَوْ يُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ فَلْيَصِلْ رَحْمَهُ. “যে ব্যক্তি কামনা করে তার রিয্ক প্রশস্ত করে দেওয়া হোক এবং তার আয়ু দীর্ঘ করা হোক সে যেন তার আত্মীদের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখে।”^{৮১}

চতুর্থ ‘আমল- নবী (ﷺ)-এর ওপর দরুদ পড়া : রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর প্রতি দরুদ পাঠেও রিযকে প্রশস্ততা আসে। যেমনটি অনুমিত হয় নিম্নোক্ত হাদীস থেকে। তোফায়েল ইবনু উবাই ইবনু কাব (رضي الله عنه) কর্তৃক বর্ণিত। তিনি বলেন,

قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَكْثَرُ الصَّلَاةِ عَلَيْكَ فَكَمْ أَجْعَلُ لَكَ مِنْ صَلَاتِي فَقَالَ «مَا شِئْتَ». قَالَ قُلْتُ الرَّبْعُ. قَالَ مَا شِئْتَ فَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ. قُلْتُ النَّصْفُ. قَالَ مَا شِئْتَ فَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ. قَالَ قُلْتُ فَالثُّلُثَيْنِ. قَالَ مَا شِئْتَ فَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ. قُلْتُ أَجْعَلُ لَكَ صَلَاتِي كُلَّهَا. قَالَ «إِذَا تَكْفَى هَمَّكَ وَيُغْفِرُ لَكَ ذَنْبَكَ». قَالَ أَبُو عِيْسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.

“আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমি আপনার প্রতি অধিকহারে দরুদ পড়তে চাই, অতএব আমার দু’আর মধ্যে আপনার দরুদের জন্য কতটুকু অংশ রাখব? তিনি বললেন, তুমি যতটুকু চাও। কাব বলেন, আমি বললাম, এক চতুর্থাংশ। তিনি বললেন, তুমি যতটুকু চাও। তবে যদি তুমি বেশি পড়ো তা তোমার জন্য উত্তম হবে। আমি বললাম, অর্ধেক? তিনি বললেন, তুমি যতটুকু চাও। তবে তুমি যদি বেশি পড়ো তা তোমার জন্য উত্তম হবে। কাব বলেন, আমি বললাম, তাহলে দুই তৃতীয়াংশ? তিনি বললেন, তুমি যতটুকু চাও। তবে তুমি যদি বেশি পড়ো তা তোমার জন্য উত্তম হবে। আমি বললাম, আমার দু’আর পুরোটা জুড়েই শুধু

^{৮১} সহীহুল বুখারী- হা. ৫৯৮৫; সহীহ মুসলিম- হা. ৪৬৩৯।

আপনার দরুদ রাখব। তিনি বললেন, তাহলে তা তোমার বামেলা ও প্রয়োজনের জন্য যথেষ্ট হবে এবং তোমার গুনাহ ক্ষমা করা হবে।”^{৮২}

পঞ্চম ‘আমল- মহান আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করা : মহান আল্লাহর রাস্তায় কেউ ব্যয় বা দান করলে তা বিফলে যায় না। সে সম্পদ ফুরায়ও না; বরং তা বাড়ে বৈ কি। আল্লাহ তা’আলা ইরশাদ করেন,

﴿قُلْ إِنَّ رِزْقِي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّزُقِينَ﴾

“বলো, নিশ্চয় আমার রব তাঁর বান্দাদের মধ্যে যার জন্য ইচ্ছা রিয্ক প্রশস্ত করেন এবং সঙ্কুচিত করেন। আর তোমরা যা কিছু মহান আল্লাহর জন্য ব্যয় করো তিনি তার বিনিময় দেবেন এবং তিনিই উত্তম রিয্কদাতা।”^{৮৩}

ষষ্ঠ ‘আমল- বারবার হাজ্জ-‘উমরাহ্ করা : হাজ্জ ও ‘উমরাহ্ পাপ মোচনের পাশাপাশি হাজ্জকারী ও ‘উমরাহ্কারীর অভাব-অনটন দূর করে এবং তার সম্পদ বাড়িয়ে দেয়। ‘আব্দুল্লাহ ইবনু মাস‘উদ (رضي الله عنه) কর্তৃক বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন,

تَابِعُوا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالذُّنُوبَ كَمَا يَنْفِي الْكَبِيرُ حَبَّتِ الْحَدِيدِ وَالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ.

“তোমরা হাজ্জ ও ‘উমরাহ্ পরপর করতে থাকো, কেননা তা অভাব ও গুনাহ দূর করে দেয়, যেমন দূর করে দেয় কামারের হাপর লোহা, সোনা ও রূপার ময়লাকে।”^{৮৪}

সপ্তম ‘আমল- দুর্বলের প্রতি সদয় হওয়া বা সদাচার করা : মুস‘আব ইবনু সা‘দ (رضي الله عنه) যুদ্ধজয়ের পর মনে মনে কল্পনা করলেন, তিনি বোধ হয় তাঁর বীরত্ব ও শৌর্য-বীর্য হেতু অন্যদের চেয়ে নিজে বেশি মর্যাদাবান। সেই প্রেক্ষিতে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন,

هَلْ تَنْصَرُونَ وَتُرْزَقُونَ إِلَّا بِضِعْفَائِكُمْ.

“তোমাদের মধ্যে থাকা দুর্বলদের কারণে কেবল তোমাদের সাহায্য করা হয় এবং রিয্ক প্রদান করা হয়।”^{৮৫}

^{৮২} সুনান আত্ তিরমিযী- হা. ২৬৪৫; হাকেম- মুত্তাদরাক, হা. ৭৬৭৭, আবু ‘ঈসা বলেন, হাদীসটি হাসান সহীহ।

^{৮৩} সূরা আস্ সাবা:-: ৩৯।

^{৮৪} আত্ তিরমিযী- হা. ৮১৫; সুনান আন্ নাসায়ী- হা. ২৬৩১।

^{৮৫} সহীহুল বুখারী- হা. ২৮৯৬।

অষ্টম ‘আমল- ‘ইবাদতের জন্য বাঞ্ছাটমুক্ত হওয়া : মহান আল্লাহর ‘ইবাদতের জন্য বামেলামুক্ত হলে এর মাধ্যমেও অভাব দূর হয় এবং প্রাচুর্য লাভ হয়। যেমনটি বর্ণিত হয়েছে আবু হুরাইরাহ (رضي الله عنه) কর্তৃক। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন,

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ : يَا ابْنَ آدَمَ! تَفَرَّغْ لِعِبَادَتِي أَمَلًا صَدْرَكَ غَنَى وَأَسَدَّ فَقْرَكَ وَإِلَّا تَفَعَّلَ مَلَأْتُ يَدَيْكَ شَعْلًا وَلَمْ أَسَدَّ فَقْرَكَ.

“আল্লাহ তা‘আলা বলেন, হে আদম সন্তান! আমার ‘ইবাদতের জন্য তুমি বামেলামুক্ত হও, আমি তোমার অন্তরকে প্রাচুর্য দিয়ে ভরে দেব এবং তোমার দারিদ্র ঘুচিয়ে দেব। আর যদি তা না করো, তবে তোমার হাত ব্যস্ততায় ভরে দেব এবং তোমার অভাব দূর করব না।”^{b৬}

নবম ‘আমল- মহান আল্লাহর রাস্তায় হিজরত করা : মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির নিমিত্তে হিজরাত তথা স্বদেশ ত্যাগ করলে এর মাধ্যমেও রিয়্যকে প্রশস্ততা ঘটে। যেমনটি অনুধাবিত হয় নিচের আয়াত থেকে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرْعَاً كَثِيراً وَسَعَةً وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً...﴾

“আর যে আল্লাহর রাস্তায় হিজরত করবে, সে যমীনে বহু আশ্রয়ের জায়গা ও সচ্ছলতা পাবে। আর যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উদ্দেশ্যে মুহাজির হয়ে নিজ ঘর থেকে বের হয় তারপর তাকে মৃত্যু পেয়ে বসে, তাহলে তার প্রতিদান আল্লাহর উপর অবধারিত হয়। আর আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।”^{b৭}

আয়াতের ব্যাখ্যা ‘আব্দুল্লাহ ইবনু ‘আব্বাস প্রমুখ সাহাবী (رضي الله عنه) বলেন, সচ্ছলতা অর্থ রিয়্যকে প্রশস্ততা।

দশম ‘আমল- মহান আল্লাহর পথে জিহাদ : একমাত্র মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি হাসিলের জিহাদেও সম্পদের ব্যপ্তি

ঘটে। গনীমত বা যুদ্ধলব্ধ সম্পদের মাধ্যমে সংসারে প্রাচুর্য আসে। যেমন- ইবনু ‘উমার (رضي الله عنه) কর্তৃক বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন,

وَجُعِلَ رِزْقِي تَحْتَ ظِلِّ رُمْحِي.

আর আমার রিয়্যক রাখা হয়েছে আমার বর্শার ছায়াতলে।^{b৮}

একাদশ ‘আমল- মহান আল্লাহর নি‘আমতের শুকরিয়া আদায় করা : সাধারণভাবে আল্লাহ তা‘আলা যে রিয়্যক ও নিয়ামতরাজি দান করেছেন তার জন্য মহান আল্লাহর শুকরিয়া করা এবং তাঁর স্তুতি গাওয়া। কারণ শুকরিয়ার ফলে নিয়ামত বৃদ্ধি পায়। আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ করেন,

﴿وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ ۖ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ﴾

“আর যখন তোমাদের রব ঘোষণা দিলেন, যদি তোমরা শুকরিয়া আদায় করো, তবে আমি অবশ্যই তোমাদের বাড়িয়ে দেব, আর যদি তোমরা অকৃতজ্ঞ হও, নিশ্চয় আমার ‘আযাব বড়ো কঠিন।”^{b৯}

আয়াতে আল্লাহ তা‘আলা শুকরিয়ার বদৌলতে নিয়ামত বাড়ানোর ঘোষণা দিয়েছেন। আর বলাবাহুল্য মহান আল্লাহর বাড়ানোর কোনো সীমা-পরিসীমা নেই।

দ্বাদশ ‘আমল- বিয়ে করা : আজকাল মানুষের দুনিয়ার প্রাচুর্য ও বিলাসের প্রতি আসক্তি এত বেশি বেড়েছে, তারা প্রচুর অর্থ নেই এ যুক্তিতে প্রয়োজন সত্ত্বেও বিয়ে বিলম্বিত করার পক্ষে রায় দেন। তাদের কাছে আশ্চর্য লাগতে পারে এ কথা যে বিয়ের মাধ্যমেও মানুষের সংসারে প্রাচুর্য আসে। কারণ সংসারে নতুন যে কেউ যুক্ত হয়, সে তো তার জন্য বরাদ্দ রিয়্যক নিয়েই আসে। আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ করেন,

﴿وَأَنْكِحُوا الْأَيِّمَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ ۖ وَأَمَّا كُمْ ۖ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِعَ عِلْمُهُ﴾

“আর তোমরা তোমাদের মধ্যকার অবিবাহিত নারী-পুরুষ ও সৎকর্মশীল দাস-দাসীদের বিবাহ দাও। তারা

^{b৬} সুনান আত্ তিরমিযী- হা. ২৬৫৪; মুসনাদ আহমদ- হা. ৮৬৮১; সুনান ইবনু মাজাহ্- হা. ৪১০৭, সুনান আত্ তিরমিযী- হা. ২৪৬৬, সহীহ।

^{b৭} সূরা আন্ নিসা: ১০০।

^{b৮} মুসনাদ আহমদ- হা. ৫৬৬৭; বাইহাক্বী- হা. ১১৫৪; শু‘আবুল ঈমান- হা. ১৯৭৮৩।

^{b৯} সূরা ইব্রা-হীম: ০৭।

৬৬ বর্ষ ॥ ০৫-০৬ সংখ্যা ❖ ০৪ নভেম্বর- ২০২৪ ঙ্. ❖ ০১ জমাদিউল আউয়াল- ১৪৪৬ হি.

অভাবী হলে আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে অভাবমুক্ত করে দেবেন। আল্লাহ প্রাচুর্যময় ও মহাজ্ঞানী।”^{৯০}
 ‘উমার ইবনু খাত্তাব (رضي الله عنه) বলতেন, ওই ব্যক্তির ব্যাপার বিস্ময়কর যে বিয়ের মধ্যে প্রাচুর্য খোঁজে না। কারণ স্বয়ং আল্লাহ তা’আলা বলেছেন, তারা অভাবী হলে আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে অভাবমুক্ত করে দেবেন।
 ত্রয়োদশ ‘আমল- অভাবের সময় আল্লাহমুখী হওয়া এবং তার কাছে দু’আ করা : রিয়ক অর্জনে এবং অভাব দূরীকরণে প্রয়োজন মহান আল্লাহর কাছে দু’আ করা। কারণ তিনি প্রার্থনা করুল করেন। আর আল্লাহ তা’আলাই রিয়কদাতা এবং তিনি অসীম ক্ষমতাবান। আল্লাহ তা’আলা বলেন,

﴿وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ﴾

“আর তোমাদের রব বলেছেন, তোমরা আমাকে ডাকো, আমি তোমাদের জন্য সাড়া দেব।”^{৯১}

এ আয়াতে আল্লাহ দু’আ করার নির্দেশ দিয়েছেন আর তিনি তা কবুলের জিম্মাদারি নিয়েছেন। যাবৎ না তা কবুলের পথে কোনো অন্তরায় না হয়। যেমন- ওয়াজিব তরক করা, হারাম কাজে জড়ানো, হারাম আহার গ্রহণ বা হারাম পরিচ্ছদ পরা ইত্যাদি এবং কবুলকে খানিক বিলম্বিতকরণ। আল্লাহর কাছে দু’আয় বলা যেতে পারে, হে রিয়কদাতা আমাকে রিয়ক দান করুন, আপনি সর্বোত্তম রিয়কদাতা। হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে পবিত্র সুপ্রশস্ত রিয়ক চাই। হে ওই সত্তা! দানের ঢল সত্ত্বেও যার ভাঙারে কমতি হয় না। হে আল্লাহ! আমাকে আপনি আপনার হালাল দিয়ে আপনার হারাম থেকে যথেষ্ট করে দিন আর আপনার দয়া দিয়ে আপনি ছাড়া অন্যদের থেকে যথেষ্ট হয়ে যান। হে আল্লাহ! আপনি আমাকে যে রিয়ক দিয়েছেন তা দিয়েই সম্বুস্ত বানিয়ে দিন। আর যা আমাকে দিয়েছেন তাতে বরকত দিন।

অভাবকালে মানুষের কাছে হাত না পেতে আল্লাহর শরণাপন্ন হলে এবং তাঁর কাছেই প্রাচুর্য চাইলে অবশ্যই তার অভাব মোচন হবে এবং রিয়ক বাড়ানো হবে।

‘আব্দুল্লাহ ইবনু মাস’উদ (رضي الله عنه) কর্তৃক বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন,

مَنْ نَزَلَتْ بِهِ فَاقَةٌ فَاتْرَلَهَا بِالتَّاسِ لَمْ تُسَدَّ فَاقَتُهُ وَمَنْ نَزَلَتْ بِهِ فَاقَةٌ فَاتْرَلَهَا بِاللَّهِ فَيُوشِكُ اللَّهُ لَهُ بَرِيْقٌ عَاجِلٌ أَوْ آجِلٍ.

^{৯০} সূরা আন নূর: ৩২।

^{৯১} সূরা আল মুমিন: ৬০।

“যে ব্যক্তি অভাবে পতিত হয়, অতপর তা সে মানুষের কাছে সোপর্দ করে (অভাব দূরীকরণে মানুষের ওপর নির্ভরশীল হয়), তার অভাব মোচন করা হয় না। পক্ষান্তরে যে অভাবে পতিত হয়ে এর প্রতিকারে মহান আল্লাহর ওপর নির্ভরশীল হয় তবে অনিতবিলম্বে আল্লাহ তা’আলা তাকে তরিং বা ধীর রিয়ক দেবেন।”^{৯২}

চতুর্দশ ‘আমল- গুনাহ ত্যাগ করা, মহান আল্লাহর দীনের ওপর সদা অটল থাকা এবং নেকীর কাজ করে যাওয়া : গুনাহ ত্যাগ করা, মহান আল্লাহর দীনের ওপর অটল থাকা এবং নেকীর কাজ করা- এসবের মাধ্যমেও রিয়কের রাস্তা প্রশস্ত হয় যেমন- পূর্বোক্ত আয়াতগুলো থেকে অনুমান করা যায়। তবে সর্বোপরি আমাদের মনে রাখতে হবে আমরা দুনিয়াতে চিরদিন থাকার জন্য আসিনি। তাই দুনিয়াকে প্রাধান্য না দিয়ে উচিত হবে আখিরাতকে অগ্রাধিকার ও প্রাধান্য দেয়া। আমাদের এহেন অবস্থা দেখে আল্লাহ তা’আলা বলেন,

﴿بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ خَيْرٌ وَأَبْقَى﴾

“বরং তোমরা দুনিয়ার জীবনকে প্রাধান্য দিচ্ছ। অথচ আখিরাত সর্বোত্তম ও স্থায়ী।”^{৯৩}

আর পরকালের মুক্তি ও চিরশান্তিই যার প্রধান লক্ষ্য তার উচিত হবে রিয়কের জন্য হাহাকার না করে অল্পে তুষ্ট হতে চেষ্টা করা। যেমন- হাদীসে এসেছে- ‘আব্দুল্লাহ ইবনু ‘আমর ইবনু ‘আস (رضي الله عنه) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন,

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ أَسْلَمَ وَرَزَقَ كَفَافًا وَقَتَعَهُ اللَّهُ بِمَا آتَاهُ.

“ওই ব্যক্তি প্রকৃত সফল যে ইসলাম গ্রহণ করেছে আর তাকে জীবন ধারণে (অভাবও নয়; বিলাসও নয়) পর্যাপ্ত পরিমাণ রিয়ক দেয়া হয়েছে এবং আল্লাহ তা’আলা তাকে যা দিয়েছেন তাতে তুষ্টও করেছেন।”^{৯৪}

পরিশেষে মহান আল্লাহর কাছে প্রার্থনা, তিনি যেন আমাদের এসব উপায়-উপকরণ যোগাড় করে রিয়ক তথা হালাল উপার্জনে উদ্যোগী ও সফল হবার তাওফীক দান করেন। তিনি যেন আমাদের রিয়ক ও উপার্জনে প্রশস্ততা দান করেন -আমীন। ☐

^{৯২} আত তিরমিযী- হা. ২৮৯৬; মুসনাদ আহমদ- হা. ৪২১৮।

^{৯৩} সূরা আল আ’লা-: ১৬-১৭।

^{৯৪} সহীহ মুসলিম- হা. ২৪৭৩; সুনান আত তিরমিযী- হা. ২৩৪৮; মুসনাদ আহমদ- হা. ৬৫৭২।

নিভৃত ভাবনা

স্মৃতিপটে ‘বিদায় হজ্জ’ কবিতা

—আবু ফাইয়্য মুহাম্মদ গোলাম রহমান*

বাঙালি মায়েরা তার শিশু সন্তানকে কবিতা আবৃত্তি করে ঘুম পাড়ায়। আমিও তার ব্যতিক্রম ছিলাম না। তবে আমাদের ছোটো তিন ভাই-বোনকে ঘুম পাড়াতে আমার মেজ আপা মারিয়াম বেগম। সে সময় যে কবিতাগুলো শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়তাম, সেগুলোর কিছু আর্থশিক এবং দু’একটির পুরোটাই মুখস্ত হয়ে গিয়েছিল, যা আজও মনে আছে। সেগুলোর মধ্যে আমার সবচেয়ে প্রিয় কবিতা ছিল “বিদায় হজ্জ”। শুনে মুখস্ত! তাই এটি কোন্ কবির লেখা, তা জানা ছিল না। সাহিত্যপ্রেমিক বা কবিতাপ্রেমিক অনেককেই জিজ্ঞেস করেছি, সদুত্তর পাইনি। তবে সকলেই কবিতাটির দু’টি লাইন জানেন। তা হলো—

“নহে আশরাফ যার আছে শুধু বংশের পরিচয়,
সেই আশরাফ জীবন যাহার পুণ্য কর্মময়।”

উপরের চরণ দু’টি সম্ভবত হাই স্কুল লেভেলের ভাব-সম্প্রসারণ হিসেবে পড়েছিলাম। যা হোক কবিতাটি খোঁজার জন্য গুগোলক্রমেও সার্চ করেছি, পাইনি। খুঁজতে খুঁজতে যখন পেরেশান, তখন আমার পঞ্চম বোন হোসেনা আরা বললো, আব্বার হাতে লেখা এ কবিতাটি আমার সংরক্ষণে আছে। আমার বাবা শেখ আব্দুল বাকী (রবীন্দ্রনাথ) সাহিত্যপ্রেমিক ছিলেন। বাংলা ও ইংরেজি সাহিত্যে তাঁর বেশ পারোদর্শিতা ছিল। আব্বার সংগ্রহকৃত কিছু দুর্লভ গ্রন্থ আজও আমাদের পারিবারিক পাঠাগারে সংরক্ষিত আছে। ইসলামী বিষয়েও তাঁর গভীর জ্ঞান ছিল। আশির দশকে তিনি চট্টগ্রাম কেন্দ্রীয় আহলে হাদীস জামে মসজিদ প্রতিষ্ঠা করেন এবং জেনারেল শিক্ষিত হয়েও অবৈতনিক খতীবের দায়িত্ব গ্রহণ করে দিনের বিভিন্ন বিষয়ে কুরআন ও সহীহ সুন্নাহ’র আলোকে নাসিহা প্রদান করতেন। আল্লাহ তাঁ’আলা তাঁকে ক্ষমা করুন এবং জান্নাতের মেহমান হিসেবে কবুল করুন —আমীন। তিনি ২০০৫ সালে ১৩ এপ্রিল মহান আল্লাহর ডাকে সাড়া দিয়ে পরপারে পাড়ি জমিয়েছেন —আল্লাহুমাগ ফিরলাছ ওয়ার হামছ।

* সহযোগী সম্পাদক, সাপ্তাহিক আরাফাত, ঢাকা। সেক্রেটারি, উত্তরা এলাকা জমঈয়তে আহলে হাদীস, ঢাকা।

যা হোক গুগোলক্রমে কবিতাটি না পেলেও কবির নাম ও সংক্ষিপ্ত জীবনী পেলাম। তাই আরাফাত পাঠকগণের খিদমতে কবির সংক্ষিপ্ত জীবনীসহ দুর্লভ কবিতাটি পেশ করলাম। আমার বিশ্বাস এ কবিতাটি থেকে জাতি উপকৃত হবেন ইনশা-আল্লাহ।

কবির সংক্ষিপ্ত জীবনী

ইন্টারনেটে সার্চ দিয়ে এ মহান কবি সম্বন্ধে উল্লেখযোগ্য কিছু পেলাম না। তবে প্রতিভাবার্তা, ডিসেম্বর ১৬, ২০০৯-এ যা পেয়েছি তা-ই হুবহু পাঠকগণের খিদমতে পেশ করলাম: কবি আবুল হাশেম। স্বতঃস্ফূর্তভাবে এদেশের সুধী সমাজ তাকে আখ্যায়িত করেছিলেন ‘মুসলিম রেনেসাঁর কবি’ হিসেবে। কবি আবুল হাশেমের জন্ম ১৮৯৮ সালের ২০ নভেম্বর। পাবনার ফরিদপুর উপজেলার খাগরবাড়ীয়া নামক নিভৃত পল্লীর এক সম্ভ্রান্ত মধ্যবিত্ত পরিবারে জন্ম নিয়েছিল এই কবি। বিত্ত-বৈভবের প্রতি নির্মোহ, প্রচার-বিমুখ এই ক্ষণজন্মা মানুষটির প্রাথমিক শিক্ষা নিজ গৃহে পিতা-মাতার কাছে। স্থানীয় জমিদার কর্তৃক ১৯১২ সালে বনওয়ারীনগর সি বি পাইলট উচ্চ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর তিনি ছিলেন সেই স্কুলের ৬ষ্ঠ শ্রেণির প্রথম ব্যাচের ছাত্রদের একজন। ১৯১৭ সালে প্রবেশিকা ও পরবর্তীতে রাজশাহী কলেজ থেকে যথাক্রমে ১৯১৯ ও ১৯২১ সালে কৃতিত্বের সাথে আই.এ এবং বি.এ পাশ করেন। তিনি ছিলেন ফরিদপুর থানার প্রথম গ্রাজুয়েট। শুন্য যায় তার সাফল্যের খবরে দূর-দুরান্ত থেকে বিপুল সংখ্যক মানুষ তাঁকে দেখতে এসেছিলেন। জ্ঞান-পিপাসু এই মানুষটি আইন পড়ার জন্য ১৯২৮ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন এবং প্রথম ভাগ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। কিন্তু অর্থের অভাবে দ্বিতীয় ভাগ সমাপ্ত করা সম্ভব হয় না। এরপর ১৯২৯ সালে ঢাকা টিটি কলেজে ভর্তি হন। চরম আর্থিক সংকটের মধ্যে বিশ টাকা মাসিক বৃত্তিই ছিল তাঁর আর্থিক সমস্যা সমাধানের একমাত্র উপায়। ১৯৩০ সালে তিনি টি টি পাশ করেন। কি জ্ঞানার্জন কি সাহিত্য সেবা উভয় ক্ষেত্রেই তিনি অসামান্য মেধা ও প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে গেছেন। স্কুলে ছাত্রবস্থায় তার প্রথম কবিতা ‘রুদ্দ করোনা দ্বার’ কোলকাতা থেকে প্রকাশিত ‘বঙ্গীয় মুসলিম পত্রিকায়’ ছাপা হয় ১৯১৬ সালে। ২০ দশকের গোড়ার

দিকে সাহিত্যের অঙ্গনে তিনি সম্পূর্ণভাবে নিবেদিত হন। রাজশাহী কলেজ থেকে বি এ পাশ করার পর কবি অধ্যক্ষ ইব্রাহিম খাঁর সংস্পর্শে আসেন। এই সময় তাঁর প্রখ্যাত কবিতা ‘বিদায় হজ’ স্বার্থক কবিতা হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে। পরবর্তীকালে তাঁর লেখা ‘বিদায় হজ’ ও ‘তারেক’ নামক কবিতা দু’টি উচ্চ শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকে স্থান পেয়ে কবির খ্যাতি প্রসারিত করে। কবি আবুল হাশেম-এর বিখ্যাত কবিতা “খেজুর গাছ” এর জন্য তিনি বাংলা একাডেমি সাহিত্য পদক অর্জন করেন। তাঁর রচিত ‘হাতিম তায়ী’ কবিতায় অনুপ্রাণিত হয়ে তাঁর প্রিয় ছাত্র কবি ফররুখ আহমেদ রচনা করেছিলেন তাঁর অনবদ্য কাব্য নাটিকা ‘নওফেল ও হাতিম’। ১৯৩৮ সালে কোলকাতা ইতিকথা বুকডিপো থেকে প্রকাশিত হয় তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ “কথিকা” কিছু দিন পরেই প্রকাশিত হয় তাঁর অনবদ্য নাটক ‘মাস্টার সাহেব’। ১৯৫৭ সালে শিক্ষা বিভাগের পদস্থ কর্মকর্তা হিসেবে তিনি সরকারি চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ করেন। তারপর আর থেমে থাকা নয়, তাঁর সুনিপুণ কলম একেরপর এক রচনা করে চলেছে অসংখ্য বিখ্যাত কবিতা, গল্প, উপন্যাস, নাটক প্রবন্ধ। যার অল্প সংখ্যকই প্রকাশিত হয়েছে। অধিকাংশই পাণ্ডুলিপি আকারে এখনও অপ্রকাশিত রয়ে গেছে, বেশ কিছু হারিয়েও গেছে। ইসলামী ভাবের উপজীব্যকে অসাধারণ পাণ্ডিত্যের সাথে তিনি রবীন্দ্র ধারার সুললিত ছন্দে সমৃদ্ধ করে তোলেন এবং তৎকালীন সুধী সমাজের মনোযোগ আকর্ষণ করেন। বাংলা সাহিত্যের সুশোভিত সুবিশাল অঙ্গনে তিনি যে সকল বরণ্য মানুষের সংস্পর্শে এসেছিলেন তারা হলেন মহাকবি কায়কোবাদ, কবি জসিম উদ্দিন, কবি গোলাম মোস্তফা, কবি আবুল ফজল, কবি বন্দে আলী মিঞা প্রমুখ। তিনি ছিলেন এমনই একজন মানুষ, পাওয়া না পাওয়ার বেদনা যাকে কখনই স্পর্শ করেনি। তাঁর জীবনের মূলমন্ত্র ছিল “তোমার যা দেবার আছে উজাড় করে দাও, প্রতিদানে কি পেলে সে ভাবনা তোমার নয়”। ‘আর জীবনের পথ পরিক্রমায় চোখ দু’টি খোলা রেখে চলো, তোমার কখনই স্বলন ঘটবে না।’ ১৯৮৫ সালের ২৪ জুন কৃতবিদ্য এই বরণ্য পুরুষ ইহজগৎ হতে চিরবিদায় নেন। ঢাকা-বনানী গোরস্থানে তিনি চির নিদ্রায় শায়িত।

[সূত্র: protivabarta.wordpress.com]

কবিতা

বিদায় হজ

লা-শারীক তুমি নিখিলের স্বামী আল্লাহ দয়াময়,
হযরত কহে উদাত্ত কর্তে প্রভুগো তোমার জয়।
আরাফার মাঠ মুক্ত গগণ, দীপ্ত সবিতা শান্ত পবন,
লক্ষ হৃদয় শুনিসে বচন মন্ত্রমুগ্ধ রয়।
কতদিন কতমাস আর কত বিরস বরষ পরে,
পরবাসী আজি এসেছে ফিরিয়া জন্মভূমির ক্রোড়ে।
এনেছে বহিয়া সম্পদ তার, শেষ বিদায়ের শওগাত ভার,
ভুলে অপমান দিতে উপহার বিশ্বমানব করে।
হেথায় মিলিছে দিশি দিশি হতে বিপুল মানবধারা,
শত তটিনীর সঞ্চিত নীর মহা বারিধির পারা।
নাহি হুঙ্কার নাহি তাণ্ডব শান্ত মুগ্ধ স্তব্ধ নীরব
যত অশান্ত বিদ্রোহী ঢেউ নত হয়ে গেছে তারা।
শুধু আনসার মুহাজিরনের নহে আজি সমাবেশ,
মহামানবের মহা আহ্বানে মিলেছে সকল দেশ।
যে জন মাথায় হানিল কৃপাণ, যে করিল পথে কষ্টক দান,
এ মিলন হতে তারো সন্তান রহে নাই অবশেষ।
সম্বোধে নবী অমুখিসম, হে প্রিয় মুসলেমীন!
মহা পবিত্র এই জিলহজ এই স্থান এই দিন।
শুদ্ধ আজিকে অযুত পরাণ,
লোভেমা পরের সম্পদ মান,
সংযত কোষে বদ্ধ কৃপাণ রুধির পিপাসাহীন।
নিদেশ আমায় গেঁথে লও মনে এই অবনীর পরে,
অপরের মান অর্থ রুধির হারাম সবার তরে।
নিষ্ঠুর কুসিদ অবিচার শ্রোত,
আজ হতে সব হয়ে যাক রোধ,
হয়ে যাক রোধ রক্তের শোধ বংশ পরম্পরে।
আল্লাহর ডাকে যাইব যখন যেন তোমাদের হাতে,
করোনা মলিন এ দ্বীন আমার ভ্রাতৃ রক্তপাতে।
সাবধান সবে সেই মহাক্ষণ,
দাঁড়াবে যেদিন বিভূর সদন,
পিতার পুণ্য মুক্তির তরে যাবে না পুত্র সাথে।
চরণে দলিনু অন্ধ যুগের বংশ অহংকার,
ভাই ভাই মিলি মুসলিম যত এক মহাপরিবার।
নাহি ভেদাভেদ আয়মী আরবী, এক আদমের সন্তান সবি,
ধুলায় রচিত আদম তনয় গরব কিসের তার।
নহে আশরাফ যার আছে শুধু বংশের পরিচয়,
সেই আশরাফ জীবন যাহার পুণ্য কর্মময়।

হাবশীও যদি সত্যের পথে, বরণীয় হয় তবুও এ জগতে,
তারি নির্দেশ নত মস্তকে মানিবে সুনিশ্চয়।
বন্ধু সকল সাবধান সব তোমাদের যেই দাস
যে আহার তব তাই তারে দিও, দিও তারে সব বাস।
দিও না তাহারে দিও না সে ভার, বহিতে শকতি নাইকো তাহার,
সেও মুসলিম ভাই সে তোমার, লহ তারে নিজ পাশ।
সাবধান ভাই সাবধান সব তোমাদের পূর নারী,
পুণ্য শপথে বরিয়া লয়েছ মহাদান বিধাতারি।
তাহাদের প্রতি তোমা সবাকার দিয়েছে বিধাতা যেই অধিকার,
তোমাদেরও পরে সেই অধিকারে তাহারাও অধিকারী।
তোমাদের কাছে রেখে গেনু আজি দু'টি মহা উপহার
কোরানের পূত মঙ্গল বাণী, মম উপদেশ আর।
যতদিন সবে পরম আদরে আকড়ী রাখিবে ধরি দুই করে,
হারাবে না পথ ঝঞ্ঝা ও ঝড়ে সংসার সাহারাতে।
বল ভাই সবে আল্লাহর বাণী শুনিয়েছি আমি সব,
শুনিয়েছ তুমি শুনিয়েছ নবী চারিদিকে কলরব।
করেছি সে সব শুধাল আবার, যাহা কিছু মোর ছিল করিবার
করেছ! করেছ! ধনি চারিধায় উঠিল কঠরব।
বদনে ভাতিল হর্যালোক, নয়নে বারিল লোর,
অন্তর্হামী সাক্ষী রহিও কহে করি করজোড়।
ধীরে আঁখি মেলি জনতার পানে যারা আছে এইখানে,
যারা নাই তাদের স্থানে, দিও এ বচন মোর।
হয়তো জীবনে হজের ভাগ্য আসিবে না আর বার,
কবে বিধাতার আস্থান হবে নিরুপণ নাহি তার।
স্মরণ রাখিও নিদেশ আমার, ইহাই যে সব যা ছিল দিবার,
চির বিদায়ের শেষ উপহার সকল কিছুর সার।

উপসংহার

কবিতাটি আমার বাবা শেখ আব্দুল বাকী (রহমতুল্লাহ)-এর
ডায়েরি থেকে নেওয়া, আশা করি হারিয়ে যাওয়া এ
কবিতাটি হবে বিশ্ব মানবতার মুক্তির সনদ। উল্লেখ্য যে,
শিশুকালে যেসব কবিতা শুনতে শুনতে ঘুমের কোলে ঢলে
পড়তাম, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য- জাতীয় কবি কাজী
নজরুল ইসলামের সাম্যবাদী কাব্য গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত
“সাম্যবাদী” “মানুষ”, “পাপ” ও “নারী”। এছাড়াও
“চিরঞ্জীব জগলুল”, “ওমর ফারুক” “লিচু চোর” “কুলি
মজুর” প্রভৃতি। কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের “সামান্য ক্ষতি”
“দুই বিঘা জমি” প্রভৃতি। কবি জসীমুদ্দীনের “কবর”
“আসমানী”। কবি ফররুখ আহমদ-এর “ফাল্গুনে শুরু হয়
গুণগুণানী” আরো কত কবিতা!। আরো একটি শিক্ষামূলক
কবিতা “নব শস্যের প্রথম দিনেতে আজি উৎসব মাতি”।
তবে এটিও গুণলো সার্চ দিয়ে পাওয়া যায়নি। [X]

শুক্রান সংবাদ

[৪০ পৃষ্ঠার পরের অংশ]

কেন্দ্রীয় শুক্রানের মাসিক আলোচনা সভা

গত ০১ নভেম্বর, শুক্রবার যাত্রাবাড়ির জমঙ্গয়ত ভবনে
আল্লামা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কোরাযশী (রহমতুল্লাহ)
মিলনায়তনে জমঙ্গয়ত শুক্রানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ-
এর নিয়মিত মাসিক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। কেন্দ্রীয়
সভাপতি মুহা. আব্দুল্লাহ আল-ফারুক-এর সভাপতিত্বে বাদ
মাগরিব, কেন্দ্রীয় পাঠাগার সম্পাদক তাকি উদ্দীনের
সঞ্চালনায় প্রোগ্রাম শুরু হয়। অনুষ্ঠানে শুরুতে পবিত্র
কুরআন তিলাওয়াত করেন শেকড় সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক
সংসদ এর সদস্য হাফেয মো. রুহুল আমিন
“মতবিরোধপূর্ণ মাসআলায় সালাফদের নীতি” শীর্ষক
বিষয়ে আলোচনা উপস্থাপন করেন বাংলাদেশ জমঙ্গয়তে
আহলে হাদীসের যুগ্ম-সেক্রেটারি জেনারেল উপাধ্যক্ষ
শাইখ আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ।

অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন জমঙ্গয়ত শুক্রানে আহলে
হাদীস বাংলাশে-এর কেন্দ্রীয় সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক
আবু লায়েছ ফাহিম, দফতর সম্পাদক হেদায়েতুল্লাহ,
জুনিয়র অফিস সহকারী মো. আনোয়ার হোসাইন, মাদরাসা
মুহাম্মাদীয়া আরাবীয়া শুক্রান শাখা ও যাত্রাবাড়ী থানা
শুক্রান শাখার বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মী ও সুধীবৃন্দ।

মত বিনিময় সভা অনুষ্ঠিত

আজ ১ নভেম্বর, শুক্রবার বাদ আসর মেহেরপুর শাহাজি
পাড়া আহলে হাদীস জামে মসজিদে জমঙ্গয়ত শুক্রানে
আহলে হাদীস মেহেরপুর সদর থানা সম্মানিত সভাপতি
মো. আহসানুল হক-এর সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক
মো. ওবায়দুল্লাহ-এর সঞ্চালনায়, সহ-সভাপতি আব্দুর
রহমান-এর কুরআন তিলাওয়াতের মাধ্যমে মাসিক মিটিং ও
মত বিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর
জেলা জমঙ্গয়তে আহলে হাদীসে সভাপতি জনাব ফখরুল
ইসলাম। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জমঙ্গয়ত
শুক্রানে আহলে হাদীস মেহেরপুর জেলার সাবেক সভাপতি
জনাব মোস্তাফিজুর রহমান জেলা শুক্রানের সাধারণ
সম্পাদক জনাব জাহিদ হাসান।

অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন জমঙ্গয়ত শুক্রানে আহলে
হাদীস মেহেরপুর সদর থানার দায়িত্বশীল মো. মাসুদ রানা,
মো. আমজাদ খান, মো. ইসরাইল, মো. পাশু, মোমিনুর
রহমান, আব্দুল্লাহ, মুনতাসির প্রমুখ।

প্রাসঙ্গিক ভাবনা

আমাদের সমস্যা ও সমাধান

—মোহাম্মদ মায়হারুল ইসলাম*

আমাকে আহলে হাদীস বিদ্বেষী কিংবা সালাফী মানহাজ বিরোধী মনে করবেন না; বরং আমি আমাদের বাস্তব সমস্যাগুলো মোটাটাগে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি মাত্র। বিশেষ করে ইদানিং সোস্যাল মিডিয়াতে চরমভাবে ফাতাওয়াবাজি, সালাফী, সালাফী বলে এই মানহাজ ও মাসলাকের বদনাম করা হচ্ছে আমাদের দ্বীনী ভাইদের মাধ্যমেই যা তারা মোটেও বুঝতে পারছে না। হয়তো মানহাজ, মাসলাক সম্পর্কে কম জানা শুনার কারণে। তাই এই লেখনি মূলত দ্বীনদার ভাইদের জন্য রয়েছে সালাফী মানহাজের সুসংবাদ, হৃদয়গ্রাহী ভালোবাসা। আহলে হাদীস সমাজ অনেক আগে থেকেই দাওয়াতী কাজ করে যাচ্ছে। প্রত্যেক প্লাটফর্মে যথেষ্ট ভূমিকা রাখতে সক্ষমতার পরিচয় দিনে দিনে স্পষ্টত হচ্ছে দিবালোকের মতো। বিশেষ করে মানহাজ, মাসলাকের ক্ষেত্রে বেশ জোরালো পদক্ষেপ ও নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন কর্মসূচি ও তাদরীবের ব্যবস্থা করেন। ফলশ্রুতিতে দিনে দিনে মানুষ পবিত্র কুরআন ও সহীহ সুন্নাহ বুঝতে সক্ষম হচ্ছে ও আহলে হাদীস পরিচিতি ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হচ্ছে—আলহামদুলিল্লাহ। তবে আহলে হাদীস মানহাজ মানার মতো মেজাজ থাকলেও বেশ কিছু ক্ষেত্রে বিশেষ করে আহলে হাদীস বা সালাফী মানহাজের কিছু দ্বীনী ভাইয়ের মধ্যে বেশ কয়েকটি কমন সমস্যা বিদ্যমান। এটা আহলে হাদীস বা সালাফী মানহাজের সমস্যা না; বরং সমস্যা আমাদের নিজেদের। তাই আমাদের সমস্যা আমাদেরকেই দূর করতে হবে নচেৎ আমাদের ভীত নড়েবড়ে হবে এবং বিরোধীরা আমাদের প্রতি তাঁদের ক্ষোভ ছাড়বে। তাই আমাদের সমস্যাকে চিহ্নিত করা ও তার সমাধানে কার্যত পদক্ষেপ নেয়া সময়ের দাবি। আমাদের দৃষ্টিতে সালাফী তরুণ ভাইদের সমস্যা—

প্রথম- আহলে হাদীস, সালাফী মানহাজ সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান অর্জন না করে অযথা সালাফী, আহলে হাদীস বলে পরিচয় দেয়া: আমাদের অনেক দ্বীনী ভাই আছে যারা

নামেত্র সালাফী, আহলে হাদীস। ব্যক্তি জীবন থেকে রাষ্ট্রীয় জীবন পর্যন্ত কুরআন ও সহীহ সুন্নাহর কোনো ধারেই ধারে না। অথচ জনসম্মুখে দাবি করে আহলে হাদীস, সালাফী। আহলে হাদীস এর ইতিহাস, এর চাওয়া পাওয়া কি। কিভাবে চায় কেন চায়? এর সিলেবাস কি ইত্যাদি বিশদ জ্ঞান অর্জন না করেই আমাদের তরুণ ভাইয়েরা বাজারে ঢোল পিটায়, আহলে হাদীস আহলে হাদীস বা সালাফী সালাফী বলে।^{১৫}

দ্বিতীয়- মাসআলার ক্ষেত্রে কঠোরতা আরোপ করা বিশেষ করে ইখতেলাফী মাসআলায়: মাসআলায় উম্মতে মোহাম্মদীর ইখতেলাফ থাকবে এটাই স্বাভাবিক। আর এই ইখতেলাফ থাকটাও কিন্তু ইসলামের অন্যতম সৌন্দর্য। বিভিন্ন মাসআলায় আলেমগণ ঐকমত্য পোষণ করতে পারেনি। আর এটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। উম্মতে মোহাম্মদী হলো মধ্যমপন্থী জাতি। সকল ক্ষেত্রে তাদের মধ্যমপন্থা পরিস্ফুটিত হবে এটাই ইসলামের দাবি। সাহাবী তাবয়ী, সালাফদের নীতিও ছিল মাসআলা, মাসআলাকের ক্ষেত্রে মধ্যমপন্থা অবলম্বন করা। এক্ষেত্রে কোনো বাড়াবাড়িও চলবে না, না চলবে ছাড়াছাড়ি। ব্যক্তির সক্ষমতা অনুযায়ী বিধান মানার চেষ্টা করবে। এটাই শরীয়ত। সালাফগণ সুন্নাতে সুন্নাত বলেই ফাতাওয়া দিতেন, আর তার ভাষায় সুন্নাত বলেই ধ্বনিত হত। আর আমাদের দ্বীনী ভাইদের আচরণ ও ফাতাওয়া এমন যে, ‘সুন্নাত’কে ফর্যে পর্যায়ে নিয়ে যায়। সুন্নাতের ক্ষেত্রে ছাড় রয়েছে। কেউ যদি আদায় না করে সে সওয়াব থেকে মাহরুম হলো। সালাফগণ বলেননি ‘পড়তেই হবে’ না পড়লে গুনাহ হবে। আর আমরা কিন্তু একটু বেশি বুঝে সালাফদের ওভারটেক করতে একটুও পিছপা হচ্ছি না।

যে ফাতাওয়া যেমন সে ফাতাওয়া সেভাবে দেয়াই হলো আদব। তার সীমারেখা অতিক্রম করা মোটেও ঠিক নয়।

তৃতীয়- কোনো টপিক ক্রিয়ার না জেনে না বুঝে কথা বলাতে আগ্রহ প্রকাশ: আমাদের অন্যতম বড় সমস্যার একটি। কোনো জানা শুনা, বুঝা নেই তাড়াতাড়ি ঝটপট

^{১৫} এ সম্পর্কে বেশি করে বই পড়ুন— ১. تنزيه الدعوة السلفية من الألقاب. ২. ضرورة التفرقة. লেখক: সালেহ আল ফাওজান (হাফিয়াহুল্লাহ)। ২. فهم الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح. লেখক: ইব্রাহিম বিন আব্দুল্লাহ আল মায়রাওয়ী। এ বিষয়ে আরোও অনেক কিতাব ও লেখনী আছে তা সংগ্রহ করে পড়তে পারেন।

* শিক্ষক, হোসেনপুর দারুল হুদা সালাফিয়াহ মাদ্রাসা, খানসামা, দিনাজপুর।

৬৬ বর্ষ ॥ ০৫-০৬ সংখ্যা ❖ ০৪ নভেম্বর- ২০২৪ ঈ. ❖ ০১ জমাদিউল আউয়াল- ১৪৪৬ হি.

কিছু বলতে পারলেই যেন দম ছেড়ে বাঁচলো এমন দ্বীনী ভাইয়ের অভাব নেই বিশেষ করে বর্তমানে। জ্ঞানী, ভদ্রজনের আদব হলো চুপ থাকা, বেশি কথা না বলা। ওয়াহাব বিন মুনাবিহ (রাঃ) বলেন:

المؤمن ينظر ليعلم ويسكت لیسلم ويتكلم ليفهم.

মু'মিন জ্ঞানার্জনের জন্য দেখে, আত্মসমর্পনের জন্য চুপ থাকে, উপলব্ধির জন্য কথা বলে ও নেকী লাভের জন্য নিরিবিলি হয়।^{৯৬}

আপনি জানেন! সহীহুল বুখারীর কিতাবুল 'ইলমে 'আব্দুল্লাহ ইবনু 'উমার (রাঃ)-এর হাদীসটি। মজলিসে সকল বড়ো সাহাবী উপস্থিত আর তিনি কেবল ছোট সাহাবী। প্রশ্ন হলো- কোন গাছের সাথে মু'মিনের দৃষ্টান্ত মহান আল্লাহর নবী দিয়েছেন। তিনি এই উত্তর জানেন যে, তা খেজুর গাছ। বলতে চেয়েও তিনি এত বড়ো বড়ো সাহাবীর উপস্থিতির দিকে লক্ষ্য করে উত্তর দিতে ইতস্তত বোধ করলেন। পরে তিনি কিন্তু আমার আপনার মতো আগ বাড়িয়ে ঝটপট উত্তর দিলেন না। আর আমরা তো...! ভালোভাবে পরিবেশ বুঝুন, উত্তর, কথা বলায় খুবই সতর্কতা অবলম্বন করুন। মনে রাখুন- জ্ঞানীরা বিবেক রাখে সামনে আর জিহ্বা রাখে পিছনে।

চতুর্থ- 'আমি জানি' এটা পরিহার না করাটাও একটি বড় সমস্যা: আমাদের মোটাটাগে বড় সমস্যা হলো- لا أدري তথা আমি জানি না বলা পরিহার না করা। কোনো বাছ বিচার না করে উত্তর দেয়া। 'আব্দুল্লাহ ইবনু মাস'উদ (রাঃ) বলেন- যে ব্যক্তি যে কোনো বিষয়ে চাইলেই ফাতাওয়া দেয় সে একটা পাগল।^{৯৭} সাহাবী, তাবেয়ী ও সালাফদের মধ্যে এমন প্রবনতা ছিল না; বরং তারা এ কাজের জন্য নিজেকে যোগ্য মনে করতেন না। যদিও তাঁরা একাজের জন্য উপযুক্ত ছিল। কিন্তু তাঁরা একাজে বিনয়, নম্রতা দেখিয়ে অন্যকে প্রাধান্য দিত। আব্দুর রহমান বিন আবী লায়লা (মৃত্যু: ৮৩ হি.) বলেন, আমি ১২০জন আনছার সাহাবীকে দেখেছি যাদেরকে কোনো বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলেই তারা প্রত্যেকেই চাইতেন যে তার অমুক ভাই এর জন্য যথেষ্ট হৌক। এইভাবে প্রত্যেকে ফিরিয়ে দিতেন। অবশেষে প্রথম ব্যক্তির কাছে প্রশ্নটি ফিরে আসত।^{৯৮} সাহাবী 'আব্দুল্লাহ ইবনু মাস'উদকে যখন জিজ্ঞেস

করা হতো তিনি নির্দিধায় বলতেন, "আমি জানি না"। ইবনু মাস'উদ বলতেন, হে জনগণ! যে জানে সে বলুক। আর যে জানে না সে যেন বলে- الله أعلم আল্লাহ তা'আলা সর্বাধিক অবগত। কেননা এটিই হলো আলেমদের রক্ষা কবচ।^{৯৯}

আব্দুর রহমান বিন মাহদী (১৩৫-১৯৮ হি.) বলেন, একদিন আমরা মালেক ইবনু আনাসের নিকট ছিলাম। এমন সময় জনৈক ব্যক্তি এসে তাকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, আমি বিষয়টি জানি না। তখন লোকটি হতবাক হয়ে গেল। কেননা সে ভেবেছিল যে সে এমন একজনের কাছে এসেছে যিনি সব কিছু জানেন। তখন লোকটি বলল- আমি ছয় মাসের পথ অতিক্রম করে এসেছি। এখন আমি ফিরে গিয়ে আমার এলাকায় কি বলব? তিনি বললেন, তুমি বলে দিয়ো মালেক বলেছেন- তিনি এ বিষয়ে ভালো জানেন না।^{১০০}

ইমাম মালেক (রাঃ)-কে প্রশ্ন করা হলে তিনি নিজেকে জান্নাত ও জাহান্নামের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছেন বলে মনে করতেন।^{১০১}

ইমাম মালেক (রাঃ)-কে ৪৮টি প্রশ্ন করা হলে তিনি ৩২টি প্রশ্নের উত্তরেই বলেন- لا أدري তথা আমি জানি না।

এরকম অনেক ঘটনা ও সালাফদের বক্তব্য আছে লেখার কলোবর বৃদ্ধি হবে বলে অল্প ফিরিস্তি টানলাম।

তাই ফাতাওয়া, কথা বলায় সতর্কতা অবলম্বন করা আমাদের জন্য অপরিহার্য দায়িত্ব ও কর্তব্য বিশেষ করে এই ফিতনার যুগে। তুলনা করুন তাদের সাথে আমাদের 'ইলম, 'আমল, আদব।

পঞ্চম- বিদ্বন্ধ, জ্ঞানী সম্মানিত আলেমের সমালোচনা করা: আমাদের সমস্যার একটি হলো এটি। কোনো কিছু নিজের পছন্দের বা অনুসরণীয় আলেমের বিপরীত বা কিছু কমতি বক্তব্য বা জবাব পেলেই আমরা গুরু করি মাত্রাধিক সমালোচনা। একটুও কমনসেন্স নেই বললেই চলে। অথচ তাঁদের সমালোচনা করার নূন্যতম যোগ্যতাও কিন্তু আমাদের দ্বীনী ভাইদের নেই। অথচ পাইকারি রেটে ধুয়ে দেয় আলেম সমাজের। যদি সেটা ভিন্ন মতাবলম্বী দ্বীনদার ভাই হত ততবেশি কষ্ট লাগতো না যতনা কষ্ট লাগে আমাদের সালাফী মানহাজের ভাইদের দ্বারা যখন সমালোচনার শিকার হয় আমাদের বিদ্বন্ধ, জ্ঞানী, সম্মানিত সালাফী, আহলে হাদীস শায়খগণ। নিঃসন্দেহে আলেমের

^{৯৬} তারিখু দিমাশক- ইবনু আসাকির, ৬৩/৩৮৯।

^{৯৭} আদ দারেমী- হা. ১৭১, সনদ সহীহ।

^{৯৮} ইবনু রজব- ৮৪ পৃ. ১।

^{৯৯} সহীহুল বুখারী- হা. ৪৮০৯; সহীহ মুসলিম- হা. ২৭৯৮।

^{১০০} জামেইল বায়ানিল 'ইলম- ২/৫৩।

^{১০১} ইবনু রজব- ৮৪ পৃ. ১।

৬৬ বর্ষ ॥ ০৫-০৬ সংখ্যা ❖ ০৪ নভেম্বর- ২০২৪ ঙ্গ. ❖ ০১ জমাদিউল আউয়াল- ১৪৪৬ হি.

সমালোচনা করা বড় ধরনের অন্যায় এবং এটা চরম বেয়াদবির পরিচয়। আলেমদের সমালোচনা করার অধিকার আমার আপনার নেই। নেই কোনো তথাকথিত ইয়াং দ্বীনী ভাইয়ের, যে মাত্র দুই পাতা পড়ে মাতব্বরি করে। আলেমদের সমালোচনা করা কিংবা সহীহ সুন্নাহর অনুসারী বা মানহাজের প্রতি বিদ্বেষ, সমালোচনা, ক্ষোভ প্রকাশ করা বিদআতী হওয়ার অন্যতম নিদর্শন। আপনি হয়তো সহীহ সুন্নাহর অনুসারী দাবি করেন কিন্তু যদি এমন দোষ থাকে তাহলে আপনার মধ্যে বিদআতীদের স্বভাবসমূহের মধ্যে একটি স্বভাব বিদ্যমান। শায়খ আব্দুল কাদের জীলানি বড় পীর বলে খ্যাত তাঁর “গুনিয়াতুত তুলেবিন” কিতাবে বিষয়টি স্পষ্ট আলোচনা করেছেন। আলেমদের সমালোচনা করার যোগ্যতা যারা রাখে তারাই কেবল করবে, আমি বা আপনি না। আলেমদের মর্যাদা আকাশচুম্বী। সমালোচনা করতে যোগ্যতা লাগে। সতর্ক হোন আলেমদের সমালোচনা করার ক্ষেত্রে। গঠনমূলক সমালোচনা কাম্য। তবে সেটাও হবে নির্দিষ্ট নীতিমালা মেনে। আপনি সালাফী, সালাফী বলেন, দেখেন তো কোনো সালাফ অপর কোনো একজনের উপর চড়াও হয়ে মত প্রকাশ করেছেন। করেছেন কি কটাক্ষ? না! তাঁরা কখনো এমন নেহায়াত কাজ করার কল্পনাও করেননি। আর আমরা...! আবু হানীফাহ্ (রহিমুল্লাহ), ইমাম মালেক, ইমাম শাফে'রী, ইমাম আহমাদ বিন হাম্বলসহ প্রমুখ সালাফগণ কেউ কোনোদিন কারো মানহানি করে নিজস্ব মতামত প্রকাশ করেননি। অথচ তাঁদের জ্ঞান ছিল আকাশছোঁয়া। জ্ঞানের পাল্লা ছিল কত ভারী! আর আমাদের ভাইদের কি যে করুন অবস্থা! আজ আর কিছু বললাম না। আলেমদের সমালোচনা করা বড় ধরনের অন্যায়। ইবনুল আসাকীর (রহিমুল্লাহ) বলেন:

إِعلم ياأخي. أن لحوم العلماء مسمومة. ومن أطلق لسانه في العلماء بالثلب التلاه الله تعالى قبل موته بموت القلب.

অর্থ- জেনে রাখো! হে আমার ভাই। আলেমদের গোশত হলো খুবই বিষাক্ত। অতএব যে আলেমদের সমালোচনা করার জন্য তার জিহ্বা ব্যবহার করবে আল্লাহ তা'আলা তার মৃত্যুর পূর্বে তাকে পরীক্ষায় ফেলবেন তার আত্মার মৃত্যুর পূর্বেই।^{১০২} ইমাম হাসান (রহিমুল্লাহ) বলেন,

لولا العلماء لصار الناس كالبهائم.

^{১০২} আত্ তিবইয়ান ফি আদাবি হামলাতিল কুরআন- ইমাম নববী (রহিমুল্লাহ), পৃ. ২৫।

অর্থ- যদি দুনিয়ায় আলেম না থাকতো তাহলে মানুষের অবস্থা চতুস্পদ জন্তুর মতো হত।^{১০৩}

ইয়াহইয়া ইবনু মুয়াজ বলেন: পিতা মাতার চেয়েও আলেমগণ উম্মতে মোহাম্মদীর উপর অধিকতর দয়াবান, রহমশীল। বলা হলো কিভাবে? তিনি বলেন, কেননা পিতা মাতা সন্তান সন্ততি কে দুনিয়ার আশুণ থেকে বাঁচায়। আর আলেমগণ তাঁদেরপক পরকালে জাহান্নামের আশুণ থেকে বাঁচায়।^{১০৪}

তাই আলেমদের ব্যাপারে কথা বলায় সতর্কতা অবলম্বন করা খুবই জরুরি বিশেষ করে এই ফিতনার যুগে। মত প্রকাশে অবশ্যই স্বাধীনতা থাকবে তবে সেটা যেন নিয়মের মধ্যে। সমালোচনা হোক গঠন মূলক, কাউকে মানহানি বা হেয় প্রতিপন্ন করে সমালোচনার কোনো মানেই হয় না। তাই আলেমদের যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করে তাদের হকু আদায় করা আমাদের ঙ্গমানী দায়িত্ব ও কর্তব্য।^{১০৫}

ষষ্ঠ- না জেনে না বুঝেই ইমামদের গালি, কটু কথা বলা: অনেক ভাই আছে যারা ইমামদের অযাচিত গালমন্দ, কটু কথা বলে। বলে আবু হানীফাহ্ এটা ভুল করেছে। অমুক ইমাম কেন করল এটা ইত্যাদি এমন অনেক কথাই তাদের মুখে শুনা যায়। অথচ তাঁরা ছিল উম্মতের কাণ্ডারী, মুজতাহিদ, মহান আল্লাহর পক্ষ হতে বিশেষ নিয়ামতস্বরূপ। তাঁদের ক্ষেত্রে কথা বললে খুবই সম্মান, ভদ্রতা বজায় রেখে কথা বলতে হবে। যদি রাখতে পারেন তাহলে কথা বলবেন আর না পারলে বলবেন না তাতে উম্মতের কারো কিছু যায় আসে না। তাঁদের একেকটি কথা হলো “ল”। সালাফী মানহাজ শুধু ‘আক্বীদাহ্, আর কতিপয় ‘আমলের নাম নয়; বরং আদব, আখলাকেরও নাম। তাই প্রকৃত সালাফী হোন। ইমামদের ব্যাপারে অযাচিত কোনো কথা বলায় ওভারটেক করবেন না। সম্মান করুন, আল্লাহ তা'আলা আপনার সম্মান, মর্যাদা বৃদ্ধি করে দিবেন। ☒

^{১০৩} আল মাতালেবুস সানিয়্যাহ ফিল মাবাদিয়িল আশারাতি লিল উলুম আশ শারিয়্যাহ- পৃ. ৩।

^{১০৪} ইয়াহইয়া উলুমিদীন- ইমাম গাযালী, ১/১১।

^{১০৫} নোট: আলেমদের সম্মান, মর্যাদা সম্পর্কে পড়তে পারেন- ১.

تذكرة السامع و ٢٠٠٠ جامع بيان العلم وفضله لأبي عمر يوسف ابن عبد البر المتكلم في أداب العالم والتعلم রয়েছে।

বিজ্ঞান ও বিস্ময়

ব্রেইন ওয়েভস (মস্তিষ্কের বৈদ্যুতিক তরঙ্গ)-এর রহস্য

-মো. হারুনুর রশিদ*

ব্রেইন ওয়েভস (মস্তিষ্কের বৈদ্যুতিক তরঙ্গ)-এর রহস্য: মানুষের মস্তিষ্ক কোটি কোটি কোষ দ্বারা গঠিত যাকে নিউরন বলে, সেগুলো বৈদ্যুতিক সংকেতের মাধ্যমে একে অপরের সাথে যোগাযোগ করে। এই যোগাযোগটি আপনার সমস্ত চিন্তাভাবনা, আবেগ এবং আচরণের মূল। মস্তিষ্কের তরঙ্গগুলো বৈদ্যুতিক আবেগ যা আপনার মস্তিষ্কের মধ্যে নিউরন থেকে নিউরনে প্রবাহিত হয়। নিউরন থেকে উৎপাদিত বৈদ্যুতিক সংকেতগুলো একে অপরের সাথে যোগাযোগ করে তরঙ্গের মতো নিদর্শন তৈরি করে -এটাই ব্রেইন ওয়েভ। হার্টের ইসিজি পরীক্ষা দিয়ে আমরা এর মধ্যে তৈরি হওয়া বিভিন্ন তরঙ্গ দেখতে পাই। ব্রেনের তেমন একটি পরীক্ষা ইইজি (EEG) দিয়ে আমরা ব্রেনের মধ্যে তৈরি হওয়া বিভিন্ন তরঙ্গ দেখতে পাই।

EEG (ইলেকট্রোএনসেফালোগ্রাম): ইলেকট্রোএনসেফালোগ্রাম (electroencephalogram; ইইজি, EEG) হচ্ছে একধরনের পরিমাপ, যার মাধ্যমে মস্তিষ্কের সেরিব্রাল বহিঃস্তরের অনেক স্নায়ুকোষের কার্যকলাপ বৈদ্যুতিকভাবে লিপিবদ্ধ বা ধারণ করা যায়। এই লিপিবদ্ধকরণ অনেক সহজ, বামেলাহীন ও যন্ত্রণাহীন। এই লিপিবদ্ধ করার জন্য, ইলেকট্রোড (electrodes), অথবা, তারকে মাথার খুলির চামড়ার সাথে লাগানো হয়। প্রায় দুই ডজন ইলেকট্রোডকে মাথার ওপরে বিভিন্ন নির্দিষ্ট স্থানে স্থিত করা হয় এবং সেই ইলেকট্রোড বা তারগুলোকে সংকেত-পরিবর্ধক (amplifiers) ও লিপিবদ্ধ করার যন্ত্রের সাথে সংযুক্ত করা হয়। নির্বাচিত ইলেকট্রোডগুলোর জোড়ার মধ্যকার ছোটো ভোল্টেজের কয়েক মাইক্রো-ভোল্টকে পরিমাপ করা হয়। মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশের কার্যকলাপ নির্দিষ্ট মানের ইলেকট্রোডের জোড়ার মাধ্যমে পরিমাপ করা যায়। যেখানে মস্তিষ্কের বৈদ্যুতিক ক্রিয়াকলাপ রেকর্ড করার জন্য মাথার ত্বকে ইলেকট্রোড স্থাপন করা হয়।

সমস্ত ব্রেইন ওয়েভগুলো সর্বদা আপনার মস্তিষ্কের দ্বারা উৎপন্ন হয়, যদিও আপনি কী করছেন, চিন্তাভাবনা করছেন

বা বোধ করছেন তার উপর নির্ভর করে কেবল একটি ওয়েভ-ই আধিপত্য বজায় রাখতে পারে।

মানবদেহে ব্রেন ওয়েভ বা বৈদ্যুতিক তরঙ্গ প্রবাহের প্রকারভেদ: আমাদের মস্তিষ্ক হলো জৈবিক মেশিন যার প্রাকৃতিক চক্র সারা দিন বিভিন্ন ফ্লিকোয়েন্সির সাথে কাজ করে। প্রতিটি তার উদ্দেশ্য ফাংশনের জন্য সর্বোত্তম। আসুন! আমাদের জাগ্রত অবস্থা, বিটা ওয়েভস দিয়ে শুরু করে প্রতিটি রাজ্যকে আরও কিছু বিস্তারিতভাবে অন্বেষণ করি।

বিজ্ঞানীরা কমপক্ষে পাঁচ ধরনের মস্তিষ্কের তরঙ্গ চিহ্নিত করেছেন: বিটা তরঙ্গ, আলফা তরঙ্গ, থিটা তরঙ্গ, ডেল্টা তরঙ্গ এবং গামা তরঙ্গ। বিভিন্ন ধরনের মস্তিষ্কের তরঙ্গ একই সাথে আমাদের মস্তিষ্কে উপস্থিত থাকতে পারে তবে এক ধরনের তরঙ্গ সাধারণত যে কোনো সময় মস্তিষ্কের ক্রিয়াকলাপকে প্রাধান্য দেয়। এই ধরণের মস্তিষ্কের তরঙ্গের প্রতিটি ফ্লিকোয়েন্সি প্রতি সেকেন্ড (হার্টজ) এ পরিমাপ করা হয়।

৫ ধরনের ব্রেন ওয়েভ- গামা- ৩১ থেকে ১০০ হার্জ, বিটা- ১৬ থেকে ৩০ হার্জ, আলফা- ৮ থেকে ১৫ হার্জ, থিটা- ৪ থেকে ৭ হার্জ, ডেল্টা- ০.১ থেকে ৩ হার্জ।

ওয়েভ কখন তৈরি হয়/কাজ:

১. গামা তরঙ্গ: ব্রেন যখন খুব উত্তেজিত। মস্তিষ্কের তরঙ্গগুলোর মধ্যে দ্রুততম, গামা তরঙ্গগুলো ৩১Hz - ১০০Hz-এর মধ্যে চলে এবং মেমরি প্রসেসিং, ভাষা, ধারণা গঠন এবং শেখার সাথে জড়িত।

আমেরিকার নিউজার্সিতে অবস্থিত প্রখ্যাত ইউনিভার্সিটির নিউরোসাইন্স বিভাগের গবেষক ও বিজ্ঞানী এবং তার দলবল সম্প্রতি এক গবেষণায় দেখিয়েছেন শিশুর জীবনের প্রথম ৩৬ মাস বা তিন বছর সময়কাল এ গামাওয়েভ শিশুর বুদ্ধিমত্তা, ভাষাজ্ঞান গড়ে উঠার পেছনে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

Research into the adult brain has shown that gamma activity is the 'glue' that binds together perceptions, thoughts and memories.

অর্থাৎ- পূর্ববয়স্কদের মস্তিষ্কে, তথা ব্রেনে গবেষণা করে দেখা গেছে যে গামাওয়েভ তাদের অনুভূতি উপলব্ধি ও ধ্যান ধারণা গঠন এবং স্মৃতিশক্তির সাথে সে সবেব সংযোগ স্থাপনের ক্ষেত্রে মূল ভূমিকা পালন করে।

বলাই বাহুল্য, শিশুর বুদ্ধিমত্তা, ভাষাজ্ঞান গড়ে উঠার পেছনেও সেই শৈশব থেকেই গামাওয়েভ গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক ভূমিকা পালন করে।

* ফারাক্বাবাদ, বিরল, দিনাজপুর।

গামা তরঙ্গ উচ্চতর গাঁড় হৃদয়ের ফাংশন যেমন জ্ঞান এবং স্মৃতির সাথে যুক্ত। বৈঠক একটি গবেষণায় দেখা গেছে যে গামা তরঙ্গ আপনার স্মৃতিশক্তি উন্নত করতে পারে।

অধ্যয়ন প্রকাশ করেছে যে গামা হৃদয়ের আরও তরঙ্গ বৃদ্ধির আন্দোলনের সংক্ষিপ্তকরণের লক্ষ্য অর্জন করতে সহায়তা করতে পারে। গামা তরঙ্গগুলো ধ্যানের সময় উচ্চতর উত্তেজনা এবং হৃদয়ের কার্যকারিতা বৃদ্ধি করতে পারে।

গামা তরঙ্গের এ সুবিধা রয়েছে— √ তারা আপনার জ্ঞান এবং সমস্যা সমাধানের শক্তি উন্নত করতে পারে। √ তারা তথ্য প্রক্রিয়াকরণ আপনাকে সাহায্য করে। √ তারা আপনার স্মৃতিশক্তি উন্নত করতে পারে। √ তারা আপনার স্বপ্নের সময় বৃদ্ধি করতে সাহায্য করতে পারে। √ তারা আপনার মতামত এবং মননশীলতা বাড়াতে পারে। √ তারা আপনার বন্ধুর অনাক্রম্যতা কার্যকারিতা বাড়াতে পারে।

২. বিটা তরঙ্গ: ১৬Hz-৩০Hz গতিতে চলমান, আপনি যখন ব্যস্ত, সতর্কতা অবলম্বন করেন এবং সমস্যা সমাধান বা সিদ্ধান্ত নেওয়ার মতো মানসিক ক্রিয়াকলাপের সাথে যুক্ত হন তখন বিটা তরঙ্গগুলোর আধিপত্য বয়ে যায়। এই দ্রুত চলমান তরঙ্গগুলো আমাদের বেশিরভাগ দিনের বেলা এবং আমাদের বেশিরভাগ জাহত জীবন জুড়ে উৎপাদন করে।

যেমন রাস্তা পার হওয়ার সময় সব দিকে তাকিয়ে রাস্তা পার হতে হয়, এ সময় বিটা ওয়েভ থাকে ব্রেনে। আমাদের ব্রেনে যখন এ মাত্রার ব্রেনওয়েভ কার্যকর থাকে, তখন আমরা খুব স্ফূর্ণ, দুরূহ ও জটিল চিন্তা করতে সক্ষম হই।

৩. আলফা তরঙ্গ: শান্ত অবস্থায় ব্রেনের কাজ, মনোযোগ, ধ্যান অবস্থা।

আলফা ওয়েভ এর উপকারিতা:

মনকে শান্ত করে: আলফা ওয়েভ শরীরকে রিলাক্স করে। মনকে শান্ত করে। ব্রেনকে পরিচ্ছন্ন করে, ব্রেন সুষ্ঠুভাবে চিন্তা করতে পারে।

সৃজনশীলতা বাড়ায়: লেখক, সাহিত্যিকদের ব্রেনে আলফা ওয়েভ বেশি থাকে।

সমস্যা সমাধানের দক্ষতা বাড়ায়: ব্রেনে আলফা ওয়েভ কম থাকলে বাম ব্রেনকে একাই সমস্যা চিন্তা করার লোডটা নিতে হয়, আলফা ওয়েভ বেশি থাকলে বাম, ডান ব্রেনের সংযোগ হয়, ফলে ব্রেনের দুই অংশ মিলে সমস্যা সমাধানের চিন্তা করে, ফলে সমাধান চিন্তা করা সহজ হয়। অংক করার আগে বা যে কোনো সমস্যা সমাধানের আগে ৫-১০ মিনিট কুরআন পড়লে বা গুনলে বা যিকুর করলে ব্রেনে আলফা ওয়েভ তৈরি হয় এবং এসব সমস্যা সমাধান করা অনেক সহজ হয়।

খেলাধুলায় দক্ষতা বাড়ায়: গলফ খেলার গবেষণায় দেখা গেছে, ব্রেনে আলফা ওয়েভ বেশি থাকাকালীন সবচেয়ে সুন্দর শটটা খেলোয়াড়রা খেলতে পারে।

সুপার লার্নিং: কম পরিশ্রমে তাড়াতাড়ি শেখাকে বলে সুপার লার্নিং। ব্রেনে আলফা ওয়েভ বেশি থাকাকালীন ব্রেনের বাম, ডান অংশের সংযোগ হয় ভালোমতো, ফলে দুই অংশ মিলে শেখার প্রক্রিয়াকে সহজ ও দ্রুত করে।

ইতিবাচক চিন্তা: বাড়ায়। নেতিবাচক চিন্তা কমায়। ফলে বিষণ্ণতা ও দুশ্চিন্তা কমে।

রোগ প্রতিরোধ: রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়।

আভ্যন্তরীণ সচেতনতা বাড়ায়: বিটা ওয়েভ বাইরের জগতের প্রতি সচেতনতা বাড়ায় আর আলফা ওয়েভ নিজের শরীর ও মনের প্রতি সচেতনতা বাড়ায়। ফলে শরীর, মন ভালো থাকে। কাজ কর্ম, আচার আচরণ ভালো হয়। চেহারা উজ্জ্বল হয়। ব্যক্তিগত উন্নত হয়।

বিষণ্ণতা, দুশ্চিন্তা কমায়: অতি সম্প্রতি আরও একটা গুরুত্বপূর্ণ তথ্য জানা গিয়েছে। সেটা হলো— কোনো ব্যক্তি যখন এ্যাংজাইটি এবং ডিপ্রেশনে আক্রান্ত হন, তখন তার আলফা ব্রেনওয়েভে পরিবর্তন ঘটে। তাই চিকিৎসকরা এ আলফা ব্রেনওয়েভের গতিকে উদ্দীপ্ত করে এ্যাংজাইটি ও ডিপ্রেশন কাটাতে পারে কি-না তেমন চিন্তা ভাবনা ও গবেষণা চলছে। তারা মেডিটেশনের মাধ্যমে আলফা ব্রেনওয়েভের গতি বাড়াতে পরামর্শ দিয়েছেন। আলফা ওয়েভ ব্রেনের নিউরনগুলোতে সেরোটোনিন রিলিজ।

১. আলফা লেভেল পড়াশুনাটা কি?

উত্তর: গভীর মনযোগে পড়াশোনা করা, যে গভীর মনযোগে ব্রেইন এ আলফা ওয়েভ তৈরি হয়। এই আলফা ওয়েভ মুগ্ধ হয়ে বারণা দেখি যখন, মুগ্ধ হয়ে বৃষ্টি দেখি যখন... তখনও তৈরি হয়। Guyton সাহেব বলেন— Quiet active state of cerebration produces alpha wave in the brain. মানে মুগ্ধ হয়ে, মনোযোগে কোনো কাজ করলে ব্রেইন এ আলফা ওয়েভ তৈরি হয়।

২. আলফা লেভেল এ পড়াশুনা করলে কি লাভ?

উত্তর: মনোযোগ বাড়বে, পড়া মনে থাকবে বেশি, পড়ায় আনন্দ হবে, বোরিং লাগবে না। ক্লাস্তি আসবে না। চেহারায় ক্লাস্তির ছাপ পড়বে না; বরং চেহারায় একটা গামার আসবে। মন ফ্রেশ থাকবে। মানসিক growth ভালো হবে।

৩. কিভাবে আলফা লেভেল এ পড়াশুনা করা যায়?

উত্তর: গোছানো নিরিবিলা পরিবেশ লাগবে। মন বিক্ষিপ্ত হওয়ার উপাদানগুলো থেকে একটু দূরে থাকতে হবে। ধর্মীয় কাজ করলে যেমন নামায পড়লে, যিকুর করলে, ধর্মীয় বই পড়লে আলফা লেভেল এ পড়াশুনা করা সহজ হয়।

কুরআন এবং আলফা তরঙ্গ: পড়াশুনার জন্যে দরকার মহান আল্লাহর রহমত। আলফা তরঙ্গ সহায়ক। কুরআন পড়লে মহান আল্লাহর রহমত লাভ হয় এবং ব্রেনে আলফা তরঙ্গ তৈরি হয়। পড়তে বসার আগে কুরআন পড়া বা তিলাওয়াত শুনা তাই খুব উপকারী।

আলফা তরঙ্গে মনোযোগ বাড়ে অনেক, সৃজনশীলতা বাড়ে অনেক। বলা হয়, পৃথিবীর যত বড় বড় সৃষ্টি যেমন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার, সাহিত্য ইত্যাদি ব্রেনে আলফা তরঙ্গ থাকা অবস্থায় হয়েছে। দীর্ঘক্ষণ ব্রেন আলফা তরঙ্গে থাকলে ব্যক্তিত্বও উন্নত হয় অনেক।

কুরআন পড়লে বা শুনলে ব্রেনে আলফা তরঙ্গ তৈরি হয়। গভীর মনোযোগে যিক্র করলেও ব্রেনে আলফা তরঙ্গ তৈরি হয়। আরও অনেকভাবে ব্রেনে আলফা তরঙ্গ তৈরি হতে পারে। ভোরে রাতে ব্রেনে আলফা তরঙ্গ বেশি থাকে। এজন্যে এ সময় বেশি করে 'ইবাদত করতে উৎসাহিত করা হয়, যেমন- তাহাজ্জুদ নামায। কারণ এসময় ব্রেনে আলফা তরঙ্গ বেশি থাকে বলে 'ইবাদতে মনোযোগ আসে বেশি।

কুরআন পড়ে বা শুনে পড়তে বসলে: √ অনেকক্ষণ একটানা পড়ার ধৈর্য্য হয় (ব্রেনে সেরোটোনিন নিঃসরণ এর জন্যে)। √ পড়া শেখার ক্ষমতা বাড়ে ও গুণ, স্মরণ শক্তি বাড়ে (ব্রেনে থিটা ওয়েভ তৈরি হওয়ার ফলে)। √ চেহারার গামার বা সৌন্দর্য্য বাড়ে, ব্যক্তিত্ব উন্নত হয় (ব্রেনে আলফা ওয়েভ তৈরি হওয়া ও মেলাটোনিন নিঃসরণের ফলে)।

কুরআন সব মানসিক রোগের চিকিৎসা: √ কুরআন পড়লে বা শুনলে সব মানসিক রোগ ভালো হয়। এটা কুরআনের কথা। √ যারা দুশ্চিন্তা, বিষণ্ণতা, ভীতি এসব নানা মানসিক সমস্যায় আক্রান্ত, অর্থসহ কুরআন পড়ে বা শুনে দেখবেন। প্রথম দিন থেকেই মানসিকভাবে ভালো লাগা শুরু হবে ইনশা-আল্লাহ। √ কুরআন পড়লে বা শুনলে ব্রেনে আলফা ও থিটা ওয়েভ তৈরি হয়। ফলে ব্রেন শান্ত হয় এবং মানসিক সমস্যা দূর হয়।

আলফা তরঙ্গ ও সৃজনশীলতা: √ ভোর রাতে (রাতের চতুর্থ প্রহর অর্থাৎ- রাত ৩ টা থেকে ভোর ৬টা) ব্রেনে আলফা তরঙ্গ বেশি থাকে। √ কাজী নজরুল ইসলাম তার বিখ্যাত 'কারার ঐ লৌহ কপাট' কবিতাটি রাত তিনটা থেকে ফজরের আযান হওয়া পর্যন্ত সময়ে লিখেছিলেন। √ খোলা আকাশে ব্যায়ামের (aerobic exercise) সময় ব্রেনে আলফা ওয়েভ তৈরি হয়। আইস্টাইন নিয়মিত সাইকেল চালাতেন। তিনি বলেন, $e = mc^2$ সূত্রটা আমার মাথায় সাইকেল চালানোর সময় এসেছিল।

আলফা তরঙ্গ বেশি থাকলে মানুষ পাপ কাজ করতে পারে না: √ মানুষের ব্রেনে যখন আলফা তরঙ্গ বেশি থাকে, তখন বিবেক (prefrontal cortex) সক্রিয় থাকে, তখন মানুষ পাপ কাজ করতে পারে না। √ নামায পড়লে, যিক্র করলে, ধ্যান করলে ব্রেনে আলফা তরঙ্গ বেশি তৈরি হয়।

গভীর মনোযোগে যারা পড়াশুনা করে, তারা মনে অনেক প্রশান্তি অনুভব করে: √ গভীর মনোযোগে যারা পড়াশুনা করে, তারা মনে অনেক প্রশান্তি অনুভব করে তাদের মধ্যে সুখী সুখী ভাব থাকে। এক ঘন্টা গভীর মনোযোগে পড়ার পর মাঠে বা ফাকা রাস্তায় হাটতে থাকা কেউ আমার এ কথাগুলোর সত্যতা উপলব্ধি করতে পারবে। √ দীর্ঘ দিন যারা মনোযোগে পড়াশুনা করে, তাদের মধ্যে creativity তৈরি হয়, তারা productive হয়। √ যে সব কথা বললাম, এসবের ব্যাখ্যা হলো, গভীর মনোযোগে পড়লে ব্রেনে বেশি পরিমাণ আলফা ওয়েভ তৈরি হয়। ব্রেনে বেশি আলফা ওয়েভ এর কারণে উল্লেখিত উপকারগুলো পাওয়া যায়।

ঘুম কম প্রয়োজন হয়: যারা কুরআন পড়ে, যিক্র করে, তাদের ব্রেনে অনেক সময় ধরে আলফা ওয়েভ থাকে। তাদের ঘুম কম প্রয়োজন হয়, অল্প ঘুমে হয়ে যায়।

আলফা তরঙ্গ ও শরীরে বিভিন্ন হরমোন বা কেমিক্যাল নিঃসরণ: গভীর মনোযোগে নামায পড়া, যিক্র করা, কুরআন পড়া, গভীর মনোযোগে পড়াশোনা করা, ধ্যান (মেডিটেশন) করা ইত্যাদি কাজে ব্রেনে আলফা তরঙ্গ তৈরি হয়। এ সময় শরীরে বিভিন্ন হরমোন বা কেমিক্যাল নিঃসরণ বাড়া বা কমান মাধ্যমে শরীর, মনের বহুবিধ উপকার হয়।

১. সেরোটোনিন: সেরোটোনিন বেশি নিঃসরণ হয়। মন ভালো রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। বিষণ্ণতা কমায়ে, বোরিংনেস কমায়ে।

২. কর্টিসল: কর্টিসল কম নিঃসরণ হয়। বিভিন্ন মানসিক ও শারীরিক চাপে শরীরে কর্টিসল বেশি নিঃসৃত হয়। বেশি কর্টিসল শরীরের জন্য ক্ষতিকর- এতে শরীরে কালো দাগ হতে পারে, বয়সের ছাপ পড়তে পারে, হার্টের ক্ষতি হয় ইত্যাদি। ব্রেনে আলফা তরঙ্গ থাকলে শরীরে কর্টিসল নিঃসরণ কম হয়।

৩. গাবা: গাবা বেশি নিঃসরণ হয়। মাথা শান্ত করে।

৪. মেলাটোনিন: মেলাটোনিন বেশি নিঃসরণ হয়। ভালো ঘুম করে, বুদ্ধিবৃত্তিক কাজে সহায়তা করে। শরীর সতেজ করে, গ্লামার বাড়ায়।

৫. DHEA: DHEA বেশি নিঃসরণ হয়। এটি শারীরিক ও মানসিক চাপ কমায়ে, aging process (শরীরে বয়স জনিত পরিবর্তন) ধীর করে।

৬. **গ্রোথ হরমোন:** বেশি নিঃসরণ হয়। শরীরের ক্লাস্তি কমায়, দুর্বলতা কমায়।

৭. **এন্ডোরফিন:** এন্ডোরফিন বেশি নিঃসরণ হয়। মনে ফুর্তি আনে।

৪. **থিটা তরঙ্গ:** থিটা তরঙ্গ উপকারিতা।

কিভাবে ব্রেনে থিটা তরঙ্গ বাড়ানো যায়: দীর্ঘক্ষণ (১ ঘন্টা) গভীর মনোযোগে কুরআন অধ্যয়ন করে বা শুনে, যিক্র করে, মেডিটেশন করে ইত্যাদি।

১. **থিটা তরঙ্গ নিরাময়ের জন্য ভালো:** থিটা তরঙ্গকে “নিরাময়ের তরঙ্গ” হিসাবেও বর্ণনা করা হয়। তারা পুনরুজ্জীবন, বৃদ্ধি, নিরাময়, এবং অসুস্থতা, শারীরিক পরিশ্রম এবং মানসিক দক্ষ হওয়ার পরে পুনরুদ্ধারকে উৎসাহিত করে।

২ **ঘুমের থিটা বা ডেল্টা তরঙ্গের জন্য কোনটি ভালো:** থিটা এবং ডেল্টা তরঙ্গ ঘুমের সাথে জড়িত। ডেল্টা তরঙ্গ গভীর ঘুমের সাথে জড়িত। থিটা তরঙ্গ হালকা ঘুম এবং জউগ চক্রের সাথে যুক্ত।

৩. **What happens during a theta state:** The theta state is a period of time during which the body and mind experience deep relaxation and restoration. It enables the brain and body to rest and heal. It also encourages learning, memory storage, and creativity.

থিটা অবস্থা এমন একটি সময়কাল যেখানে শরীর এবং মন গভীর শিথিলতা এবং পুনরুদ্ধার অনুভব করে। এটি মস্তিষ্ক এবং শরীরকে বিশ্রাম এবং নিরাময় করতে সক্ষম করে। এটি শেখা, মেমরি স্টোরেজ এবং সৃজনশীলতাকে উৎসাহিত করে।

৪. **সৃজনশীলতা বৃদ্ধি:** থিটা তরঙ্গগুলো সৃজনশীল অন্তর্দৃষ্টি এবং অন্তর্দৃষ্টির সাথে সম্পর্কযুক্ত, যা বোধগম্য হয় যখন আমরা শিথিল হই, আমাদের চিন্তাভাবনাগুলোকে ভিতরের দিকে ঘুরিয়ে দেখি এবং মনকে অন্বেষণ করি, আমরা প্রায়শই আমাদের চিন্তার উপত্যকার মধ্যে বর্ধিত স্বচ্ছতা খুঁজে পাই। স্বভাবতই সৃজনশীল ব্যক্তির, যেমন সঙ্গীতশিল্পী এবং শিল্পীদের, যখন তারা তাদের নৈপুণ্যে গভীরভাবে নিযুক্ত থাকে তখন তাদের থিটা তরঙ্গের উচ্চ পরিচালন স্তর থাকে বলে বলা হয়। যাইহোক, এমনকি সৃজনশীল ব্যক্তিরও লেখকের অবরোধ অনুভব করতে পারে বা তাদের সৃজনশীলতা বন্ধ হয়ে যেতে পারে, সম্ভবত জীবনধারার পরিবর্তন যেমন মানসিক চাপ বা আর্থিক সমস্যার কারণে। থিটা বাইনোরাল বিটগুলো শনার মাধ্যমে এই সৃজনশীল বাধাগুলোকে বাইপাস করতে এবং আপনার সৃজনশীল রসগুলোকে আনলক করতে সম্ভাব্য সাহায্য করতে পারে।

৫. **থিটা মনের তরঙ্গ:** আপনি যখন ঘুমাচ্ছেন যখন দিবাস্বপ্ন দেখছেন তখন থিটা তরঙ্গপূর্ণ সম্পন্ন হয়। এই তরঙ্গ শিথিলতা এবং কম সতর্কতার সাথে যুক্ত। এগুলো যখন আপনি চিন্তায় হারিয়ে যান, তন্দ্রাচ্ছন্ন হন বা ঘুমিয়ে থাকেন। এগুলো ৪ থেকে ৭ হার্টজ পর্যন্ত হয়ে থাকে।

৬. **সহজ ধ্যান অনুশীলন:** থিটা বাইনোরাল বিট আমাদের একটি ধ্যানের অবস্থায় প্রবেশ করতে সাহায্য করতে পারে। থিটা-ইনফ্রাউজড মিউজিক শুনান আপনার মস্তিষ্কে কম উচ্চ-ফ্রিকোয়েন্সি বিটা তরঙ্গ এবং আরও কম-ফ্রিকোয়েন্সি থিটা তরঙ্গ তৈরি করতে উৎসাহিত করবে, যা আপনাকে শান্ত হতে এবং আপনার যে কোনো উদ্বেগ কমাতে সক্ষম করবে। আপনি যদি নিজেকে অত্যধিক চাপের সাথে মোকাবিলা করতে বা আক্রমণাত্মক, স্ব-সীমাবদ্ধ, নেতিবাচক চিন্তার সাথে লড়াই করতে দেখেন তবে এটি সহায়ক। ধ্যান উল্লেখযোগ্য সুবিধা প্রদান করে, যেমন চাপ এবং উদ্বেগের মাত্রা কমানো। এটি আপনার অভ্যন্তরীণ সমালোচককে কিছুক্ষণের জন্য নীরব করতে পারে, আপনাকে অভ্যন্তরীণ প্রশান্তি অ্যাক্সেস করতে সহায়তা করে এবং শান্তি এবং মানসিক স্বচ্ছতার অনুভূতি জাগাতে পারে। নিয়মিত অনুশীলনের মাধ্যমে, আপনি দেখতে পাবেন যে আপনার ধ্যানের অবস্থার পরে, আপনি নিজের এবং অন্যদের প্রতি আরও ইতিবাচক, সুখী, সন্তুষ্ট এবং সহানুভূতিশীল বোধ করেন।

৭. **মানসিক স্বচ্ছতা বৃদ্ধি:** মানসিক স্বচ্ছতা হলো মানসিক ফোকাস এবং সচেতনতার একটি অবস্থা যেখানে চিন্তাগুলো আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ আরও সুনির্দিষ্ট হয়ে ওঠে। একটি কম চাপযুক্ত, উদ্বিগ্ন মস্তিষ্ক-যেটি মাছির মতো চারপাশে ঝাঁপিয়ে পড়ে না এবং বিভিন্ন দিকে টানা হয়-উন্নত মানসিক স্বচ্ছতা সক্ষম করে। একটি থিটা শনার সেশনের পরে, আপনি দেখতে পাবেন যে আপনার মানসিক স্বচ্ছতার অ্যাক্সেস রয়েছে। মানসিক অবরোধগুলো দূর হয়ে যায়, আরও ভালো সিদ্ধান্ত গ্রহণের পথ প্রশস্ত করে এবং আরও উৎপাদনশীল, সংগঠিত মনের অবস্থা।

৮. **শক্তি বৃদ্ধি:** ৩০ মিনিট বা তার বেশি সময় ধরে গভীরভাবে শিথিল হওয়ার অর্থ হলো আপনি যখন আবির্ভূত হন তখন আপনি পুনরুদ্ধার এবং ক্ষমতায়িত বোধ করেন। আপনি নতুন প্রাণশক্তির সাথে জীবন নিতে প্রস্তুত। আপনার কম্পিউটারকে স্লিপ মোডে রাখার মতো এটি সম্পর্কে চিন্তা করুন। কম্পিউটার এখনও চালু আছে, কিন্তু হার্ড ড্রাইভে (মস্তিষ্ক) ঘুম পাচ্ছে। আপনি যখন আপনার মস্তিষ্কে আবার পূর্ণ শক্তিতে জাগিয়ে তোলেন, তখন আপনি পুনর্জীবনের অনুভূতি, শক্তি এবং মনের শক্তি পুনরুদ্ধার অনুভব।

৯. আপনার অবচেতন মনে অ্যাক্সেস: থিটাকে অবচেতন অবস্থা হিসাবে বিবেচনা করা যেতে পারে যা সচেতন এবং অচেতনের মধ্যে থাকে, যেখানে আপনি স্মৃতি এবং অনুভূতিগুলো ধরে রাখেন এবং যেখানে আপনার আচরণকে নির্দেশ করে এমন বিশ্বাসগুলো সংরক্ষণ করা হয়। আপনার অবচেতনকে আনলক করা আপনাকে আপনার মনের মধ্যে থাকা স্বজ্ঞাত সম্পদগুলোতে ট্যাপ করতে সক্ষম করে যাতে আপনি স্ব-সীমাবদ্ধ বিশ্বাস এবং নেতিবাচক চিন্তা চক্রগুলোকে আপনার অগ্রগতি অবরুদ্ধ করে পরিবর্তন করতে পারেন। এটি করার ফলে আপনি জীবনে যা চান তা অর্জন করার জন্য আপনার প্রেরণাকে উন্নত করবে এবং একই সাথে জীবনের প্রতি একটি ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি প্রচারে সহায়তা করবে। থিটা তরঙ্গগুলো সাধারণত অনুপ্রেরণা এবং অন্তর্দৃষ্টির অনুভূতি দ্বারা চিহ্নিত করা হয়- ধ্যানের অবস্থার অনুরূপ। কিছু লোক খুঁজে পেতে পারে যে থিটা অবস্থায় থাকা তাদের আধ্যাত্মিকতার সাথে গভীর সংযোগ বা প্রকৃতি এবং মহাবিশ্বের সাথে একত্বের অনুভূতি প্রদান করে। থিটা রাষ্ট্রের এই আধ্যাত্মিক দিকটি বিষয়গত এবং ব্যক্তিগত বিশ্বাস এবং অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে পরিবর্তিত হতে পারে।

১০. স্ট্রেস উপশম: থিটা তরঙ্গের শক্তিশালী স্ট্রেস-রিলিভিং বৈশিষ্ট্য রয়েছে। যখন মস্তিষ্ক উচ্চ থিটা তরঙ্গ উৎপাদনের অবস্থায় থাকে, তখন আমরা শান্ত এবং শিথিলতার অনুভূতি অনুভব করি, চাপ এবং উদ্বেগের অনুভূতি হ্রাস করে। আপনি যদি শান্ত এবং ভারসাম্যপূর্ণ মনের অবস্থাকে উৎসাহিত করতে চান তবে থিটা ওয়েভ মিউজিক শুনানো উপকারী হতে পারে। থিটা তরঙ্গগুলো গভীর শিথিলকরণের সাথে যুক্ত এবং সাধারণত ধ্যান, গভীর ঘুম এবং গভীর প্রশান্তির অন্যান্য অবস্থার সময় পরিলক্ষিত হয়। গবেষণায় দেখা গেছে যে থিটা ব্রেইনওয়েভ ক্রিয়াকলাপকে উদ্দীপিত করলে স্ট্রেস-হ্রাসকারী প্রভাব থাকতে পারে এবং শিথিলতাকে উন্নীত করতে পারে।

১১. বিচক্ষণতা: ব্রেনে যদি আলফা ও থিটা ওয়েভ বেশি থাকে, সেরোটোনিন যথার্থ পরিমাণে থাকে, তাহলে মানুষ বিচক্ষণ হতে পারে। কুরআন পড়লে বা শুনলে, যিক্র করলে, মনোযোগে পড়াশুনা করলে, সাইক্লিং করলে, সূর্যের আলোতে সময় অতিবাহিত করলে, মুক্ত বাতাসে হাটা, দৌড়ানো ইত্যাদি ব্যায়াম করলে ব্রেনে বেশি পরিমাণে আলফা ও থিটা ওয়েভ তৈরি হয় এবং যথার্থ পরিমাণে সেরোটোনিন তৈরি হয়।

১২. বুদ্ধি বৃত্তিক দক্ষতা: থিটা তরঙ্গ অত্যন্ত উপকারী। তারা সৃজনশীলতা, অন্তর্দৃষ্টি এবং শেখার সাথে সংযুক্ত।

বিজ্ঞানীরা বিশ্বাস করেন যে এই তরঙ্গগুলো তথ্য প্রক্রিয়াকরণ এবং মেমরি স্টোরেজের জন্য অপরিহার্য। তারা বিভিন্ন ধরনের শিক্ষার সাথেও যুক্ত। এছাড়া- √ মনে ফুটি আনে। √ শরীরকে Relax করে। √ সমস্যা সমাধানে চিন্তা করার দক্ষতা বাড়ায়। √ ব্রেনকে Relax করে। √ ব্রেনের স্বচ্ছভাবে চিন্তা করার ক্ষমতা বাড়ায়। √ দূশ্চিন্তা কমায়ে, ডিপ্রেসন কমায়ে। √ ইতিবাচক চিন্তা বাড়ায়।

৫. ডেল্টা তরঙ্গ: সবচেয়ে কম ফ্রিকোয়েন্সির তরঙ্গ হলো ডেল্টা তরঙ্গ। ৩ হার্জের কম। বাহ্যিক জগতের সংগে আমাদের সচেতনতা কমে যাওয়ার সময় ডেল্টা তরঙ্গগুলো বেড়ে যায়, যেমন- গভীর ঘুমে এ তরঙ্গ ব্রেনে প্রাধান্য পায়। এক বছর বয়স পর্যন্ত শিশুদের মধ্যেও বেশি থাকে এ তরঙ্গ। ডেল্টা তরঙ্গের পর্যাপ্ত পরিমাণে উৎপাদন আমাদের সতেজ বা চাঙ্গা হতে সহায়তা করে। তাছাড়া শরীরের রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থায়, প্রাকৃতিকভাবে রোগ নিরাময়ে এ ওয়েভ ভূমিকা পালন করে।

১. শারীরিক বৃদ্ধি: রাতের ঘুম ভালো হলে ছেলে মেয়েদের শারীরিক বৃদ্ধি ভালো হয়।

২. ক্লান্তি: শরীর ও মনের ক্লান্তি দূর করে সতেজতা ফিরে আনে।

৩. রোগ-প্রতিরোধ: রোগ প্রতিরোধ সিস্টেমের কার্যকারিতা বাড়ানো বাড়ায়।

৫. কিছু ড্রাগস এবং অ্যালকোহল ডেল্টা তরঙ্গ তৈরি কমিয়ে দেয়: কিছু ওষুধ এবং অ্যালকোহল মস্তিষ্কের ডেল্টা তরঙ্গ উৎপাদন কমিয়ে দেয়। এ কারণে মাদকাসাজ ব্যক্তির ঘুমের গভীর স্তরে যায় না। (ঘুমের ৪টি স্তর রয়েছে, ৩, ৪ নম্বর স্তর গভীর ঘুমের স্তর।)

৬. গভীর ঘুম: ব্রেইনের এই ধরনের তরঙ্গের কম্পাংক খুব কম। আমরা যখন গভীর ঘুমে থাকি তখন এই তরঙ্গ আমাদের ব্রেইনে আধিপত্য বিস্তার করে।

৭. মায়্যা-মমতা বাড়ায়: এই মাত্রায় ব্রেন ওয়েভ আমাদের মনে মায়্যা- মমতা (Empathy) জাহত করে।

৮. কোষের পুনর্নির্মাণ: আমাদের শরীরে ক্ষয় হয়ে যাওয়া কোষগুলো পুনর্নির্মাণের কাজটি মূলত এই পর্যায়ে ঘটে থাকে।

Source: ১. মস্তিষ্ক। ২. ব্রেইন ওয়েভস। ৩. সিজদাহর বিজ্ঞান। ৪. আচরণগত স্নায়ুবিজ্ঞান। ৫. <https://roundglassliving.com/meditation/articles/theta-brainwave-benefits>। ৬. <https://www.binauralbeatsfreak.com/binaural-beats/the-benefits-of-theta-binaural-beats>। ৭. https://www-webmd-com.translate.google/brain/what-to-know-about-gamma-brain-waves/?x_tr_sl=en&x_tr_tl=bn&x_tr_rl=bn&x_tr_pto=rq। ৮. <https://bigganblog.org/2021/08/%E0%A6%B8%>।

কবিতা

রূপ নিহারে

মোল্লা মাজেদ*

শান্ত চোখের প্রান্ত ঘিরে মহানন্দের বান
অপরূপের রূপ নিহারে মন করে আনচান।
শান্ত শীতল বীর সমিরণ
প্রশান্তিতে ভরায় এ মন
দীঘল নিশী বাজায় বাঁশী ঝিঝির কলতান;
অপরূপের রূপ নিহারে মন করে আনচান।

আজকে আমার বন্ধ ঘরের রুদ্ধ দুয়ার খোলা
এমন দিনে মনের কোণে এ কোন আলোর দোলা।
মন যে আমার ইচ্ছে নদী
উথাল পাথাল নিরবধী
বাঁধন হারা সেই নদীতে তীব্র ধারার টান
অপরূপের রূপ নিহারে মন করে আনচান।

ভালো মন্দের আদি অন্তের লিখন লেখা ভালো
কে খণ্ডতে পারবে যাহা ঘটবে মহা কালে।
এই ভালো এই মন্দ এ মন
হাসি কান্নায় গড়া জীবন
কান্না হাসির মিলন মেলায় মালিক সেই মহান
কণ্ঠে দোলাও মন খুলে তার তারিফ গুণ-গান।

সমাপ্ত

মন্দ খবর

শেখ শান্ত বিন আব্দুর রাজ্জাক*

পত্রিকাটা খুললে আমার
বুক করে ধুক্ ধুক্
রাহাজানি হত্যা গুমের
দুগুখে ভরা দুখ!
নিত্যদিনের একই খবর
রক্তপাত আর চুরি
দেশটা জুড়ে এসব কর্ম
হচ্ছে ভুরিভুরি-
ভাইয়ে ভাইয়ে খুনাখুনি
ভিন্ন দল ও মত
বাপছেলেতে দ্বন্দ্ব চলে
ভিন্ন তাদের পথ!
খুন করে কেউ পেটের দায়ে

* বরেন্দ্র কবি, রঘুনাথপুর, পাংশা, রাজবাড়ি-৭৭২০।

* বামনাছড়া, উলিপুর, কুড়িগ্রাম।

কেউ করে ক্ষোভে
কেউ বা সরায় পথের কাঁটা
ক্ষমতার লোভে!
মানুষকে আজ খাচ্ছে গিলে
স্বার্থ লোভের ঘুণ
তাই তো সারাবিশ্বে এখন
হচ্ছে খুন আর খুন।
হাজার রকম মন্দ খবর
পত্রিকাতে ভরা
চশমা এটে যাচ্ছি পড়ে
কী আর আছে করা!

সমাপ্ত

আশ্রয় চাই

মো. গিয়াস উদ্দিন*

হে আল্লাহ! হে আমাদের প্রভু!
জাহান্নামে মোরে তুমি নিক্ষেপ করো না কভু,

হে আল্লাহ! তুমি মহান, তুমি অতি সুন্দর
তুমি আমার দ্বীন দুনিয়াকে করো মনোহর
দুনিয়া মোর কর্ম প্রেরণা, করো হিফায়ত,
আখিরাত আসল ঠিকানা, দাও বরকত
আমার জীবনকে কল্যাণে করো ভরপুর,
মৃত্যুর গহ্বরে সকল 'আযাব করো দূর।

হে আল্লাহ! শোধ করে দাও মোর সব ঋণ,
ক্ষমা করো সকল পাপ যা করি প্রতিদিন।
দুশমনের অট্টহাসি থেকে বাঁচাও মোরে,
নেক বান্দাদের সোহবতে বাঁধ প্রেম ডোরে।

হে আল্লাহ! দাও মোরে হেদায়েত সংপথে,
যেন তব দেখো পাই পরকালে আখিরাতে।
যদি আমি দিয়ে থাকি কোনো মু'মিনকে গালি
বানিয়ে দাও সেটি তারে রহমতের ডালি।
হে প্রভু! কল্যাণ দাও দুনিয়া ও আখিরাতে
বাঁচাও মোদের জাহান্নামের আগুন হতে।

হে আল্লাহ! আমাকে দ্বীনের জ্ঞান করো দান
যে জ্ঞান দিয়েছ তা আরও করো শক্তিমান
এমন বিনীত অন্তর দাও, হে অন্তর্যামী!
তব ভয়ে ভীত হয়ে হই যেন সুপথগামী।

সমাপ্ত

* ৭০২, ইব্রাহীমপুর, ঢাকা-১২০৬।

জমঈয়ত সংবাদ

খুলনা জেলা জমঈয়তের কর্মী ও সুধী সমাবেশ

গত ২৬ অক্টোবর শনিবার, খুলনা জেলা জমঈয়তে আহলে হাদীস-এর কর্মী সম্মেলন ও সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। জেলা জমঈয়ত সভাপতি শাইখ জুলফিকার আলীর সভাপতিত্বে সকাল দশটায় পবিত্র কুরআন তিলাওয়াতের মধ্য দিয়ে প্রোগ্রাম শুরু হয়। খুলনা জেলা জমঈয়তের কেন্দ্রীয় মসজিদ 'আহলে হাদীস সিটি জামে মসজিদে অনুষ্ঠিত এ সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাশে জমঈয়তে আহলে হাদীস-এর সহ-সভাপতি প্রফেসর ড. মো. ওসমান গনী। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস-এর নির্বাহী সদস্য অধ্যাপক মুহাম্মদ আসাদুল ইসলাম ও জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাশে-এর সাবেক সভাপতি শাইখ ইসহাক বিন এরশাদ মাদানী।

সূচনাপর্বে দারসুল কুরআন ও দারসুল হাদীস পেশ করেন খুলনা জেলা জমঈয়তের সহ-সভাপতিদ্বয় যথাক্রমে শাইখ জালাল উদ্দীন মাদানী ও শাইখ মোহাম্মাদ আরাফাত বিন রহুল আমীন মাদানী। অনুষ্ঠান সঞ্চালনায় ছিলেন খুলনা জেলা জমঈয়তের সেক্রেটারি মুহাম্মদ মঈদুল ইসলাম। খুলনা জেলা জমঈয়তে বিভিন্ন স্তরের নেতাকর্মী ও সর্বসাধারণ মুসল্লির উপস্থিতিতে এ সমাবেশ সাফল্যের সাথে পরিসমাপ্ত হয়।

দু'আর আবেদন

(১) ঢাকা-মানিকগঞ্জ জেলা জমঈয়তে আহলে হাদীস-এর সাবেক সভাপতি, প্রবীণ আলেম শাইখ বাসির উদ্দীন আহমদ বার্বক্যজনিত অসুস্থতার কারণে চিকিৎসাধীন আছেন। তাঁর আরোগ্য কামনা করে সকল মুসলিমকে দু'আ করার অনুরোধ

জানিয়েছেন ঢাকা-মানিকগঞ্জ জেলা জমঈয়তের সভাপতি শাইখ আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ।

(২) সাপ্তাহিক আরাফাত-এর নিয়মিত লেখক, গবেষক ও গাইবান্ধা জেলার ঐতিহ্যবাহী মহিমাগঞ্জ কামিল মাদ্রাসার আরবী প্রভাষক শাইখ গিয়াস উদ্দীন বিন আব্দুল মালেক, তার কর্মস্থল মহিমাগঞ্জ মাদ্রাসা থেকে বগুড়ার বাসায় ফেরার পথে দু'টি সিএনজির মুখোমুখী সংঘর্ষে গুরুতর আহত হয়ে চিকিৎসাধীন আছেন। তাঁর আরোগ্য কামনা করে সকল মুসলিমকে দু'আ করার অনুরোধ করা যাচ্ছে।

—সহযোগী সম্পাদক

মৃত্যু সংবাদ

যশোর জেলার বিকরগাছা উপজেলাধীন জাফর নগর আহলে হাদীস সমাজের অন্যতম বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি, জমঈয়ত নিবেদিত ব্যক্তিত্ব পল্লী চিকিৎসক আলী হোসেন বিশ্বাস গত ২৬ অক্টোবর বার্বক্যজনিত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছেন— ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী দুই পুত্র, আত্মীয় স্বজন ও অনেক গুণগ্রাহী রেখে গেছেন।

জাফর নগর আহলে হাদীস ঈদগাহ ময়দানে তার জানাযা অনুষ্ঠিত হয়। এতে ইমামতি করেন ভ্রাতুষ্পুত্র ঢাকার ঐতিহ্যবাহী মাদরাসা মুহাম্মাদীয়া আরাবিয়ার কৃতি শিক্ষার্থী আবু জাফর বিন শাহজাহান। অতঃপর তাকে বিশ্বাসপাড়া সামাজিক কবরস্থানে দাফন করা হয়।

মাইয়িতের মাগফিরাত কামনা করে সকলের নিকট দু'আ করার অনুরোধ জানিয়েছেন যশোর জেলা জমঈয়তে আহলে হাদীসের নিবেদিতপ্রাণ প্রবীণ খাদেম, দ্বিতীয় সহদর শাহজাহান বিশ্বাস।

আল্লাহ তা'আলা মাইয়িতকে ক্ষমা ও জান্নাতুল ফিরদাউসের মেহমান হিসেবে কবুল করুন—আমীন।

শুক্রান সংবাদ

কেন্দ্রীয় শুক্রানের কর্মী সম্মেলন অনুষ্ঠিত

গত ১৭ অক্টোবর বৃহস্পতিবার, ঢাকার কাকরাইলে অবস্থিত ইনস্টিটিউশন অব ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স বাংলাদেশ-এর (আইডিইবি) কাউন্সিল হলে দেশের জেলাসমূহ থেকে আগত সহস্রাধিক কর্মীর উপস্থিতিতে জমঙ্গয়ত শুক্রানে আহলে হাদীস বাংলাশে-এর কর্মী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। কেন্দ্রীয় সভাপতি মুহা. আব্দুল্লাহ আল-ফারুকের সভাপতিত্বে ও যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক তানযীল আহমাদের সঞ্চালনায় কেন্দ্রীয় শুক্রানের সাধারণ সম্পাদক হাফেয আব্দুল্লাহ বিন হারিছের কণ্ঠে অর্থসহ কুরআন তিলাওয়াতের মধ্য দিয়ে সকাল ৯টায় প্রোথ্রাম শুরু হয়। শেকড় সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সংসদ (শেসাস)-এর শিল্পী হাফেয মুহসিন আলম ইসলামী সঙ্গীত পরিবেশন করেন।

উদ্বোধনী সেশনে শুক্রান সভাপতি স্বাগত বক্তব্যে আজকের কর্মী সম্মেলন যথাসময়ে শুরু করতে পেরে আল্লাহ তা'আলার শুক্রিয়া জ্ঞাপন করে দেশের পরিবর্তিত পরিস্থিতি ও আগস্টের গণঅভ্যুত্থানে আহলে হাদীস সমাজের বিভিন্ন কার্যক্রম এবং অবদান তুলে ধরে আগামী দিনের স্বপ্নের বাংলাদেশ গড়তে নিবেদিত হয়ে কাজ করার আহ্বান জানান। এ ছাড়া জমঙ্গয়ত ও শুক্রানের অগ্রযাত্রায় যারা অবদান রেখেছিলেন তাদেরকে শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করে মহান আল্লাহর কাছে তাদের জন্য দু'আ করেন। তিনি ৫ আগস্ট ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের পূর্বে দেশের কঠিন সময়ের কথা স্মরণ করেন এবং এই অভ্যুত্থানে আবু সাঈদসহ যারা প্রাণ দিয়েছেন তাদের মাগফিরাত কামনা করেন। আর যারা আহত হয়েছেন তাদের সুস্থতার জন্য দু'আ কামনা করেন। একইভাবে তিনি ফিলিস্তিনের সকল মুসলিমের জন্য দু'আ করেন। তিনি তার বক্তব্যে আজকের কর্মী সম্মেলনের গুরুত্ব ও তাৎপর্য তুলে ধরে সকলকে ধন্যবাদ জানান।

সম্মেলনের শুভ উদ্বোধন করেন বাংলাদেশ জমঙ্গয়তে আহলে হাদীস-এর অন্যতম উপদেষ্টা ও মাসকো গ্রুপের চেয়ারম্যান আলহাজ্জ এম এ সবুর। তিনি শুক্রানের কর্মী সম্মেলনে ছাত্র-যুবকদের গণজোয়ারে মুগ্ধ হয়ে বলেন, বাংলাদেশের আহলুল হাদীসকে সঠিকভাবে নেতৃত্ব প্রদানের জন্য শুক্রান তৈরি হচ্ছে। আশাবাদ ব্যক্ত করে তিনি শুক্রান কর্মীদের উদ্দেশ্যে বলেন, শুক্রান দেশ ও জাতির কল্যাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

এ সম্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তব্য প্রদান করেন 'জমঙ্গয়ত শুক্রানে আহলে হাদীস বাংলাশে'-এর প্রধান পৃষ্ঠপোষক ও 'বাংলাদেশ জমঙ্গয়তে আহলে হাদীস'-এর মাননীয় সভাপতি অধ্যাপক ডক্টর আব্দুল্লাহ ফারুক। তিনি তার বক্তব্যে শুক্রানের আজকের সুন্দর আয়োজন করার জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে দেশের পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে শুক্রানকে দুর্বীর গতিতে এগিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানান। তিনি আরো বলেন, শুক্রানকে দাওয়াতের অনলাইন প্ল্যাটফরমে আরো বেশি সক্রিয় ভূমিকা রাখতে হবে।

গেস্ট অব অনার হিসেবে (অনলাইনে) কুরআন ও সুনাহর নিরুলুঘ অনুসরণ তা পরিপালনের গুরুত্ব এবং বিদআত পরিহারের আবশ্যিকতা তুলে ধরে বক্তব্য প্রদান করেন ইসলামী আরবি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর অধ্যাপক ড. মো. শামছুল আলম। তিনি আরো বলেন, কালচার পালনের দোহাই দিয়ে আমরা যেন সুনাহকে পরিত্যাগ না করি। তিনি শুক্রানের উত্তরোত্তর অগ্রযাত্রা কামনা করেন।

এছাড়াও সম্মেলনে বক্তব্য প্রদান করেন বাংলাশে জমঙ্গয়তে আহলে হাদীস-এর সহ-সভাপতি প্রফেসর ডা. দেওয়ান আব্দুর রহীম, প্রফেসর ড. মো. ওসমান গণী, সেক্রেটারি জেনারেল শাইখ ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ খান মাদানী, নিবাহী পরিষদ সদস্য অধ্যাপক মুহাম্মদ আসাদুল ইসলাম ও ডক্টর মুযাফফর বিন মুহসিন।

পরবর্তী সেশনে জাতীয়-আন্তর্জাতিক এবং জীবন ঘনিষ্ঠ বিভিন্ন বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা পেশ করেন তাওহীদী যুব কাফেলা জমঙ্গয়ত শুক্রানের সাবেক সভাপতিবৃন্দ যথাক্রমে প্রফেসর ড. ইফতিখারুল আলম, শাইখ নুরুল আবসার, মো. রেজাউল ইসলাম, শাইখ ইসহাক বিন এরশাদ মাদানী এবং সাবেক সহ-সভাপতি শাইখ আব্দুন নূর মাদানী, সাবেক সাধারণ সম্পাদক ফারুক আহমাদ, সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক ড. মোহাম্মদ হেদায়েত উল্লাহ। সম্মেলনে আমন্ত্রিত অতিথির বক্তব্য প্রদান করেন আল জামিয়া আস সালাফিয়া রূপগঞ্জ-এর অধ্যক্ষ শাইখ আব্দুল আলিম বিন কাওসার মাদানী, আহলে হাদীস ছাত্রসমাজ এর সভাপতি জনাব মুহাম্মদ তৌহিদ বিন তোফাজ্জল প্রমুখ।

সম্মেলনে শুক্রানের কর্মীদের উদ্দেশ্যে জমঙ্গয়ত ও শুক্রানের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ গুরুত্বপূর্ণ দিকনির্দেশনা দেন। এছাড়া শুক্রানের এ কর্মী সম্মেলনে দেশ ও জাতির উদ্দেশ্যে ১১ দফা প্রস্তাবনা পেশ করা হয়।

[পরবর্তী অংশ ২৯ পৃষ্ঠায় দেখুন]

স্বাস্থ্য-সচেতনতা

শীতকালীন রোগ-বালাই প্রতিরোধ এবং প্রতিকার

বছরের অন্যান্য সময়ের তুলনায় শীতকালটাতেই বেশি রোগ হতে দেখা যায়। ঋতু পরিবর্তনের সময় আবহাওয়ার জন্য এবং সামান্য অসতর্কতার কারণে ছোটোখাটো রোগের প্রকোপ হয়। ঠাণ্ডা-সর্দি, কাশি, নিউমোনিয়া, শ্বাসকষ্টের সমস্যা বেড়ে যাওয়া, ভাইরাস জ্বর, অ্যালার্জি-অ্যাজমা, ফুসফুসে সংক্রমণের মতো সমস্যায় ভুগতে দেখা যায় অনেককেই।

ভাইরাস জ্বর: আবহাওয়া পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ভাইরাস জ্বরে আক্রান্ত হওয়া খুবই স্বাভাবিক সমস্যা। শীতকালে এই সমস্যায় ভোগেন অনেকেই। বিভিন্ন ভাইরাস জ্বরের জন্য পর্যাপ্ত বিশ্রাম, প্রচুর তরল জাতীয় খাবার, বিশেষতঃ খাবার স্যালাইন, ডাবের পানি, লেবু-চিনির শরবত এই সময়ে বেশ উপকারী। ভাইরাস জ্বরে আক্রান্ত হলে প্যারাসিটামল জাতীয় ঔষধ খেতে পারেন এবং প্রয়োজনে ডাক্তারের শরণাপন্ন হতে পারেন। ভাইরাস জ্বরে আক্রান্ত হলে ঠাণ্ডা পানি ও পানীয় খাবার ও আইসক্রিম পুরোপুরি এড়িয়ে চলুন। ভাইরাস জ্বরে আক্রান্ত ব্যক্তি থেকে এড়িয়ে থাকুন।

অ্যালার্জি ও অ্যাজমা: শীতকালের খুব পরিচিত সমস্যা হচ্ছে অ্যালার্জি ও অ্যাজমা। শীতকালে অ্যালার্জি ও অ্যাজমা বেশ বেড়ে যায়। বারবার সর্দি, হাঁচি ও কাশির সঙ্গে শ্বাসকষ্ট, বুকে ভারী কিছুর চাপ সৃষ্টি করা ও শ্বাসপ্রশ্বাসের সাথে আওয়াজ হওয়ার সমস্যা দেখা দেয়। এ সময় ঠাণ্ডা লাগার প্রবণতা বেড়ে যায়। যেসব কারণে অ্যালার্জি হয়, সেসব থেকে দূরে থাকা জরুরি। প্রয়োজনে অ্যালার্জির ঔষধ, নাকের স্প্রে এবং বিশেষ ক্ষেত্রে ইনহেলারও ব্যবহার করতে পারেন ডাক্তারের পরামর্শে।

সাইনোসাইটিস: শীতের সময় অনেকে সাইনোসাইটিসের সমস্যায় ভোগেন। সাইনোসাইটিসের লক্ষণ হতে পারে বারবার মাথা ধরা, সর্দি-কাশির প্রবণতা, কাশতে কাশতে বমি হওয়া, জ্বর ইত্যাদি। এক্ষেত্রে বিশেষ কোনো কিছুতে অ্যালার্জি থাকলে সেদিকে নজর দিন এবং এড়িয়ে চলুন।

ফুসফুসের সংক্রমণ: মূলতঃ দু'ধরনের ফুসফুসের সংক্রমণ দেখা যায়। আপার রেসপিরেটরি ট্র্যাক সংক্রমণ যা সাধারণত ভাইরাসের কারণে হয়ে থাকে এবং লোয়ার রেসপিরেটরি ট্র্যাক সংক্রমণ যা ব্যাকটেরিয়ার কারণে হয়ে থাকে। তবে ভাইরাল নিউমোনিয়াও হতে পারে। জ্বর, কাশি, কফ, শরীর ব্যথা ও বমি বমি ভাব হলো ফুসফুস সংক্রমণের প্রধান লক্ষণ। তবে ভাইরাল নিউমোনিয়ার ক্ষেত্রে সর্দি-হাঁচি, নাক দিয়ে পানি পড়ার লক্ষণও দেখা দিতে পারে।

প্রতিরোধ: একটু সতর্কতা এবং কিছু নিয়ম মেনে চলার মাধ্যমেই শীতকালীন এ সকল রোগবালাই থেকে খুব সহজেই মুক্তি পাওয়া সম্ভব।

১) শীতকালে গরম পানীয় এবং পানীয় জাতীয় খাবার বেশি খাওয়া উচিত। সেক্ষেত্রে সকালে ঘুম থেকে উঠে প্রতিদিন উষ্ণ গরম পানি বা যে কোনো গরম পানীয় যেমন- চা, কফি, সুপ, দুধ পান করতে পারেন। এতে করে শরীরের উষ্ণতা বৃদ্ধি পায় ও সেই সাথে ঠাণ্ডা-সর্দির প্রকোপ কমে।

২) শীতে ভিটামিন সি জাতীয় খাবার বেশি খাওয়া উচিত। ভিটামিন সি ঠাণ্ডা লাগার প্রতিরোধক হিসেবে কাজ করে।

৩) প্রতিদিন খাবারে রসুন ব্যবহার করতে পারেন বা কাঁচা রসুনও খেতে পারেন। কারণ কাঁচা রসুন ঠাণ্ডা লাগা কমায়ে।

৪) শীতে পানি অন্যান্য সময়ের তুলনায় কম পান করা হয় যার ফলে অনেকসময় দেহে পানিশূন্যতা ও এ সংক্রান্ত সমস্যা দেখা দেয়। পানি কম পান করবেন না একেবারেই।

৫) শীতকালে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকা অনেক বেশি প্রয়োজন। শীতে বাতাসে ধূলাবালি বেশি থাকায় রোগ-জীবাণু বেশি থাকে এবং এ কারণেই খুব সহজে রোগে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেয়। তাই অবশ্যই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকতে হবে।

শীতকালে শিশুর রোগ এবং প্রতিকার: শীতকালে সবচাইতে বেশি সমস্যা হয় শিশুদের স্বাস্থ্য নিয়ে। শিশুদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা খুবই কম। তাই শীতের সময় আবহাওয়া পরিবর্তনের জন্য শিশুরা খুব সহজেই বিভিন্ন অসুখবিসুখে আক্রান্ত হয়ে পড়ে। এই পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে শিশুরা সাধারণত ব্রঙ্কাইটিস, ডায়রিয়া, নিউমোনিয়া, কাশি, ঠাণ্ডা জ্বর প্রভৃতিতে আক্রান্ত হয়ে থাকে। তবে সঠিক সময়ে সঠিক ব্যবস্থা গ্রহণ করলে শিশুকে এই সকল শীতকালীন রোগ থেকে মুক্ত রাখা সম্ভব।

হাঁপানি: ঠাণ্ডাজনিত কারণে শিশুদের বারবার কাশি বা শ্বাসকষ্ট হলে বা বুকে শব্দ হলে, খুব বেশি কাশি হলে বিশেষ করে রাতের বেলায় কাশি বাড়লে এবং এক মাসের বেশি সময় ধরে কাশি থাকলে, বুকের দুধ টেনে খেতে কষ্ট হলে বা অন্যান্য খাবার খেতে অসুবিধা হলে, বুকের পাজরের নীচের দিক ভেতরের দিকে ডেবে গেলে, অস্থিরতা থাকলে, কাশি বা শ্বাসকষ্টের সঙ্গে হাত বা পায়ের আঙ্গুল নীল হয়ে গেলে তা হাঁপানির লক্ষণ বলে ধরে নেয়া হয়। শিশুর হাঁপানির লক্ষণ দেখা দিলে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ নিন। এছাড়া ঘরে অতিরিক্ত আর্দ্রতা ও কার্পেট রাখবেন না, পালকযুক্ত

পোশাক বা খেলনা থেকে শিশুকে দূরে রাখুন, ধোঁয়া, ধূলা, ফুল বা ঘাসের রেণু আছে এমন স্থানে শিশুকে নিয়ে যাবেন না।

নিউমোনিয়া: সর্দিকাশি, জ্বরের সঙ্গে শিশু যদি খুব দ্রুত নিঃশ্বাস নিতে শুরু করে, তাহলে বুঝতে হবে এটা সাধারণ সর্দিজ্বর নয়। এছাড়াও শান্ত থাকা অবস্থায় শিশুর যদি নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হয়, নিঃশ্বাস নিতে গেলে ঘড়ঘড় আওয়াজ হয়, তাহলে তা নিউমোনিয়ার লক্ষণ। নিউমোনিয়া আক্রান্ত শিশুর নিঃশ্বাস নেওয়ার সময় পেট ভেতরে ডেবে যায় এবং নিঃশ্বাস নেওয়ার সময় নাক ফুলে ওঠে, মুখ ও ঠোঁটের চারপাশ নীল হয়, সঙ্গে কাঁপুনি দিয়ে জ্বরও হতে পারে। এমন অবস্থায় শিশুকে দ্রুত চিকিৎসকের কাছে নিতে হবে।

ডায়রিয়া: শীতকালে ডায়রিয়ার প্রকোপ অন্যান্য সময়ের তুলনায় বহুগুণ বৃদ্ধি পায়। এর অন্যতম প্রধান কারণ হলো ভাইরাসজনিত, ব্যাকটেরিয়া বা জীবাণুঘটিত, ছত্রাক বা ফাংগাস জাতীয় প্রদাহ এবং আক্রমণ। ভাইরাসজনিত ডায়রিয়া এমনিতই সঠিক পরিমাণে খাবার স্যালাইন গ্রহণ করলে ভালো হয়ে যায়। তবে ডায়রিয়া এবং কলেরার পার্থক্য বুঝার জন্য এবং শিশুর সঠিক চিকিৎসার জন্য চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করুন।

ব্রংকিওলাইটিস: শিশুদের ফুসফুসের একটি ভাইরাসজনিত সংক্রমণ, যাতে আক্রান্ত শিশুরা ভয়ানক কাশি এবং শ্বাসকষ্টে ভুগে থাকে। সাধারণত ২ বছরের কম বয়সী শিশুরা, প্রধানত যাদের বয়স ছয় মাসের কম তারাই এ রোগে বেশি আক্রান্ত হয়ে থাকে। এ রোগের প্রাথমিক পর্যায়ে শিশুর নাক দিয়ে পানি ঝরে, হাঁচি থাকে, সঙ্গে হালকা জ্বরও থাকতে পারে। পরবর্তী সময়ে কাশি, ঘন ঘন শ্বাস নেওয়া, শ্বাসকষ্ট, বুকের খাঁচা ডেবে যাওয়া, এমনকি শ্বাস-প্রশ্বাসের সময় বাঁশির আওয়াজের মতো এক ধরনের শব্দও হতে পারে। তীব্র 'ব্রংকিওলাইটিস' সমস্যায় আক্রান্ত শিশুর কোনো মারাত্মক জটিলতা না থাকলেও তাকে হাসপাতালে ভর্তি করতে হবে। প্রয়োজনে ডাক্তারের পরামর্শে অক্সিজেন, নেবুলাইজেশন এবং জ্বরের জন্য প্যারাসিটামল সিরাপ দেয়া উচিত।

সর্দি-কাশি: শীতে সবচেয়ে বেশি যে রোগটি শিশুদের হয়ে থাকে তা হলো সর্দি-কাশি, ঠাণ্ডা জ্বর। সাধারণত বিভিন্ন ধরনের ভাইরাস বিশেষত ইনফ্লুয়েঞ্জা এবং প্যারাইনফ্লুয়েঞ্জার মাধ্যমে এ রোগের সৃষ্টি হয়। শিশুর জ্বর, গলাব্যথা, চুষে খাবার খেতে অনিহা বা সমস্যা, নাক বন্ধ, নাক দিয়ে অনবরত সর্দি পড়া, খুসখুসে কাশি হওয়া, খাবারে অরুচি, পাতলা পায়খানা ইত্যাদি এই সমস্যার প্রধান লক্ষণ। জ্বর, গলাব্যথা, কাশি থাকলে চিকিৎসকের পরামর্শমতো ঔষধ, কাশির সিরাপ খেতে পারেন।

কিছু সতর্কতা:

১) গোসলের সময় শিশুর যেন ঠাণ্ডা না লাগে তা অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে। গোসল করাতে হবে ঘরের মধ্যে, শরীরের উষ্ণতার সমপর্যায়ের পানিতে, গামলায় বসিয়ে। প্রথমে শরীরে ও শেষে মাথায় পানি দিতে হবে। মাথায়ও উষ্ণ গরম পানিই দিতে হবে, ঠাণ্ডা পানি নয়। দু'তিন দিন পরপর গোসল করানো ভালো।

২) যেসব শিশুরা বাড়তি খাবার শুরু করেছে তাদের প্রচুর শাকসবজি, তৈল ও আমিষ জাতীয় খাবার দিতে হবে। তবে জোর করে শিশুদের খাওয়ানো উচিত নয়।

৩) শীতে শিশুদের বাইরের ঠাণ্ডা বাতাসে বেড়াতে নেওয়া ঠিক নয়। ভোরে স্কুলে যাওয়ার সময় মাথা, কান, গলা, বুক ও সারা শরীর গরম কাপড়ে ঢেকে দিন।

শীতের খাবার: সুস্থতার জন্য যে বিষয়ে সবচাইতে বেশি নজর দেয়া উচিত খাবারের প্রতি। সঠিক খাদ্যাভ্যাসের মাধ্যমেই অনেক সময় সুস্থতা নিশ্চিত করা সম্ভব হয়ে থাকে। শীতকালও এর ব্যতিক্রম নয়। শীতকালীন নানারকম শাক সবজি এবং ফলমূল প্রতিদিনের খাদ্যতালিকায় রাখার মাধ্যমে রোগ প্রতিরোধ এবং দেহের সুস্থতা বজায় রাখা যায়। এছাড়াও কিছু বিশেষ খাবার খাদ্যতালিকায় রেখে শীতের হিম অনুভূতিটাকেও সহজেই দূরে রাখা সম্ভব।

১) মৌসুমি ফলমূল এবং শাকসবজি যেমন- ফুলকপি, বাঁধাকপি, শালগম, মুলা, টমেটো, লেটুস, মটরগুঁড়ি, শিম, বেগুন, গাজর, কমলা, সরিষাপাতা, মিষ্টি আলু ইত্যাদি অবশ্যই খাদ্যতালিকায় রাখা উচিত। এতে দেহের সুস্থতা বাড়ে এবং প্রয়োজনীয় ভিটামিন এবং মিনারেলের ঘাটতি পূরণ হয়।

২) শীত কমাতে চা/কফি বেশিই পান করে থাকেন অনেকেই যা স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। এর পরিবর্তে গরম স্যুপ পান করুন বেশি।

৩) আপেল, মরিচ, স্টু, ওটমিল, গরম পানীয় (স্যুপ, হট চকলেট ইত্যাদি), কার্বোহাইড্রেট সমৃদ্ধ খাবার, মশলাযুক্ত খাবার ও আদা শীতকালে খাওয়া ভালো। এতে শীতের হাড় কাঁপানো ঠাণ্ডা একটু কম অনুভূত হয়।

৪) মাছ, মাশরুম, রসুন, মিষ্টি আলু, আদা চা, হলুদ, দুধ ইত্যাদি খাবার রাখুন শীতকালীন খাদ্যতালিকায়। কারণ এই সকল খাবারের রয়েছে ঠাণ্ডা-সর্দি প্রতিরোধের দারুণ উপাদান।

শীতে দেহের যত্ন: শীতকালে নানা সতর্কতা অবলম্বনের পাশাপাশি দেহের বাড়তি যত্ন নেয়া অনেক বেশি জরুরি। বিশেষ করে ত্বক, চুল, হাত-পা ইত্যাদির একটু বাড়তি যত্ন নেয়ার প্রয়োজন শীতকালেই বেশি হয়ে থাকে। এর কারণ হচ্ছে শীতের আবহাওয়া। শীতের আবহাওয়া বেশ শুষ্ক

হওয়ার ফলে ত্বকের রক্ষতা অতিরিক্ত বেড়ে যায় এবং সেই সাথে চুলের নানা সমস্যা, শীতের ক্ষতিকর রোদের পোড়া দাগ, পায়ের গোড়ালি ফাটা, ঠোঁট ফাটার মতো যন্ত্রণাদায়ক সমস্যায় পড়তে হয়।

ত্বকের যত্ন: শীতের শুরু ও রক্ষ আবহাওয়া ত্বকের জন্য বয়ে আনে নানান ধরনের সমস্যা। পাশাপাশি অনেক সময় ত্বকে হতে পারে বিভিন্ন রোগও। কিছু চর্মরোগের প্রাদুর্ভাব দেখা দেয় এই সময়ে, যেমন স্ক্যাবিস, ইমপেটিগো, জেরিয়াট্রিক ডার্মাটোসিস। তাছাড়া চুলকানিজনিত সমস্যাগুলোও প্রকট আকার ধারণ করতে পারে শীতে। শুরু লালচে ত্বকে অতিরিক্ত চুলকানি, ত্বক অস্বাভাবিকভাবে ফেটে যাওয়া, রোদে পোড়া ভাব, ত্বকে অস্বাভাবিক ভাঁজ পড়া ইত্যাদি শীতকালের ত্বকের সমস্যার লক্ষণ। এসব সমস্যা প্রতিরোধে প্রচুর পানি, শাকসবজি ও সুষম খাবার খাওয়া, হালকা গরম পানিতে গোসল করা, অল্প পানিতে ও অল্প সময়ে গোসল করা, অতিরিক্ত সাবান বা ক্লিনজার ব্যবহার না করা, গোসলের পর ও রাতে শোবার সময় ত্বকে অলিভ অয়েল, গি-সারিন বা পেট্রোলিয়াম জেলি লাগানো, ঘর হালকা গরম রাখা ও প্রয়োজনে রুম হিটার অথবা হিউমিডিফায়ার ব্যবহার করা এবং ত্বকের সমস্যা খুব বেশি মনে হলে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ নেয়া উচিত।

এছাড়াও শীতকালে ত্বকের রোগ বালাই থেকে মুক্তি পাওয়া ছাড়াও ত্বকের রক্ষতা শুরুত দূর করতে একটু বাড়তি যত্ন নেয়া অনেক বেশি জরুরি। আর সেক্ষেত্রে ত্বকের ধরণ বুঝে শীতকালীন যত্ন নেয়া উচিত।

আরও কিছু পরামর্শ: ১) শীতের সময় নিয়মিত ত্বকে ময়েশ্চারাইজার লাগানোর কোনো বিকল্প নেই। সবার ত্বক এক রকম নয়। তাই যার যার ত্বকের ধরন বুঝে ময়েশ্চারাইজার লাগাতে হবে। ২) শীতের ক্ষতিকর রোদের হাত থেকে ত্বককে রক্ষা করতে অবশ্যই সানস্ক্রিন লোশন লাগানো উচিত। ৩) গ্লিসারিনের সঙ্গে গোলাপজল মিশিয়েও ত্বকে লাগাতে পারেন। ৪) যেকোনো ময়েশ্চারাইজার লাগানোর আগে ত্বক অবশ্যই ভালোভাবে পরিষ্কার করে নিতে হবে।

খুশকি: শীতকালে খুশকির সমস্যা বেশি দেখা যায়। খুশকির কারণে চুলের গোড়া একেবারেই নরম হয়ে যায় এবং চুল পড়ার হার অতিরিক্ত হারে বাড়তে থাকে। এই সমস্যা সমাধানে লেবুর রস ও আমলকীর রস সমপরিমাণে মিশিয়ে চুলের শুধু গোড়াতে এক ঘন্টা লাগিয়ে রাখুন, শ্যাম্পু করার প্রয়োজন নেই। ভালো করে চুল ধুয়ে ফেলুন। তাহলে খুব তাড়াতাড়ি খুশকির সমস্যা থেকে রেহাই পেয়ে যাবেন। এভাবে নিয়মিত পরিচর্যার (অন্তত সপ্তাহে দুই দিন) মাধ্যমে শীতকালেও আপনার চুলকে রাখুন বালমলে ও খুশকিমুক্ত। ☑

ইমাম আবু হানীফাহ্ (রাহিমাঃল্লা-হ) বলেন

إِيَّاكُمْ وَالْقَوْلُ فِي دِينِ اللَّهِ تَعَالَى بِالرَّأْيِ عَلَيْكُمْ بِاتِّبَاعِ السَّنَةِ فَمَنْ خَرَجَ عَنْهَا ضَلَّ.

“সাবধান! তোমরা মহান আল্লাহর দীনে নিজেদের অভিমত প্রয়োগ করা হতে বিরত থাকো। সকল অবস্থাতেই সূন্নাহর অনুসরণ করো। যে ব্যক্তি সূন্নাহ হতে বের হবে সে পথভ্রষ্ট হয়ে যাবে।” (শা’রানী- মীযানে কুবরা- ১/৯ পৃ., মুত্তাদরাক হাকিম- ১/১৫)

«إِذَا صَحَّ الْحَدِيثُ فَهُوَ مَذْهَبِي.»

“কোনো বিষয়ে যখন সহীহ হাদীস পাওয়া যাবে, জেনে রেখ! সেটাই (সহীহ হাদীসই) আমার মায়হাব বা মত ও পথ।” (ইবনু আবিদান- আল বাহর আর রায়িক-এর হাশিয়ায়- ১/৩৬ পৃ. এবং রাসমুল মুফতী- ১/৪ পৃ., শাইখ সালিহ আল ফুলানী- ইকাযুল হিমাম- ৬২ পৃ.)

“আমি যদি এমন কথা বলি যা আল্লাহ তা’আলার কিতাব- কুরআন এবং রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর হাদীসের বিপরীত বা পরিপন্থী হয়, তখন আমার কথাকে বর্জন করো (কুরআন ও হাদীসকে আঁকড়ে ধরো)।” (শাইখ আল ফুলানী- ইকাযুল হিমাম, ৫০ পৃ.)

“আমরা আমাদের কথাগুলো কোন্ দলিল হতে গ্রহণ করেছি এটা অবগত হওয়া ছাড়া আমাদের কথা বা ফাতাওয়া গ্রহণ করা কারো জন্য বৈধ নয়।” (ইবনু আব্দিল বার আল ইনতিকা في الإنتفاء في ۱۸۵ পৃ., ই’লামুল মুয়াফ্ফিঈন- ২/৩০৯ পৃ.। ইবনু আবিদিন আল বাহর আল রয়িক এর হাশিয়ায়- ৬/২৯৩ পৃ., আশ শারানী, আল মিয়ান- ১/৫৫ পৃ.। শাইখ আল ফুলানী, ইকাযুল হিমাম- ৫২ পৃ., ইমাম মুফার হতে সহীহ সনদে প্রমাণিত।)

الفتاوى والمسائل ❖ ফাতাওয়া ও মাসায়িল

জিজ্ঞাসা ও জবাব

ফাতাওয়া বোর্ড, বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: আর তোমরা দুইনের মধ্যে নতুন সংযোজন করা হতে সাবধান থেকো। নিশ্চয়ই (দুইনের মধ্যে) প্রত্যেক নতুন সংযোজন বিদ্'আত, প্রত্যেকটি বিদ্'আতই ভ্রষ্টতা, আর প্রত্যেক ভ্রষ্টতার পরিণাম জাহান্নাম।

(সুনান আন নাসায়ী- হা. ১৫৭৮, সহীহ)

জিজ্ঞাসা (০১): সূন্নাতে খৎনার দাওয়াত খাওয়া যাবে কি? কেউ যদি মিষ্টি খাওয়াতে চায় খাওয়া যাবে কি? দয়া করে জানাবেন।

হুসাইন আলী
হবিগঞ্জ, সিলেট।

জবাব: বাচ্চার খৎনা উপলক্ষে খাবারের আয়োজন করাতে কোনো অসুবিধা নেই। যেহেতু খৎনা শারঈ বিষয় তাই খাবারের আয়োজন করে এতে আনন্দ ও খুশী প্রকাশ করা যাবে এবং এর মাধ্যমে মহান আল্লাহর নিয়ামতের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হবে। ইমাম আহমাদকে খৎনার খাবারের দাওয়াত দেওয়া হয়েছিল, তিনি দাওয়াত কবুল করেছিলেন এবং খানা খেয়েছিলেন। (মুগনী- ৭/২৮৬)

জিজ্ঞাসা (০২): পূজা উপলক্ষে বিভিন্ন দোকানে ডিসকাউন্ট অফার দেয়। মুসলমানদের জন্য এই অফারে কোনো পন্য কেনা জায়িয় কি? গোলাম রাক্বী।
ওলিউল্লাহ
রাজশাহী।

জবাব: রাসূল ﷺ এক মুশরিক থেকে একটি ছাগল ক্রয় করেছিলেন- (সহীহুল বুখারী- হা. ২৬১৮; সহীহ মুসলিম- হা. ২০৫৬)। কাফির-মুশরিকদের থেকে যেখানে পন্য কেনা জায়িয়, সেখানে পূজা উপলক্ষে দেওয়া ডিসকাউন্ট গ্রহণ করাও জায়িয়। তবে জায়িযের শর্ত হলো- পন্যটা হালাল হতে হবে এবং উক্ত পন্য এমন না হওয়া যা দ্বারা পূজার কাজ করা হয় এবং পন্যটা দ্বারা যেন কাফিরদের সাদৃশ্য গ্রহণ না করা হয়।

জিজ্ঞাসা (০৩): কেউ যদি লোকজনের ভয়ে পাপ থেকে বিরত হয় সেটা কি রিয়া বা লোক দেখানো কাজ হবে? যেমন- কেউ চুরি করতে গিয়ে লোকজন দেখে করল না। আবার কেউ যদি লোকজনের ভয়ে ভালো কাজ করে সেটি কি রিয়া? যেমন- লোকে ভালো বলবে

তাই যদি কেউ ভালো আচরণ করে তাহলে কি রিয়া হবে?
মিন্টু মিঞা

সপুরা, রাজশাহী।

জবাব: প্রথমতঃ যে কোনো পাপ থেকে বিরত থাকটা আবশ্যিক। আলেমগণ বলেছেন, মানুষকে পাপাচার থেকে বিরত রাখে দু'টি জিনিস। যথা- ধর্মীয় বাধা ও রাষ্ট্রীয় বাধা। অনেক সময় মানুষ সামাজিকভাবে অসম্মানের ভয়ে কিছু কিছু পাপ বর্জন করে। যেভাবেই হোক না কেন, পাপ বর্জন করতেই হবে। তবে কেউ যদি মহান আল্লাহর ভয়ে পাপ বর্জন করে তাহলে সে সাওয়াব অর্জন করবে- (দেখুন: সহীহুল বুখারী- হা. ৩৪৬৫)। কিন্তু কেউ যদি মানুষের ভয়ে কিংবা অসম্মানের ভয়ে কিংবা বিচারের ভয়ে পাপ বর্জন করে তাহলে সেটা রিয়া হবে না এবং সে উক্ত পাপের গুনাহ থেকে বাঁচতে পারবে কিন্তু অতিরিক্ত সাওয়াব লাভ করবে না।

দ্বিতীয়তঃ ভালো কাজ দুই প্রকার। যথা- একটি হলো- 'ইবাদত, এটি একমাত্র মহান আল্লাহকে খুশি করার জন্য করতে হবে। কেউ যদি এটা মানুষের প্রশংসা অর্জনের জন্য করে তাহলে তা রিয়া হবে এবং তা বাতিল হয়ে যাবে। তবে এটা সত্য যে, মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য 'ইবাদত করলে ভালো লোকেরা তাকে ভালো বলবে কিন্তু এটা উদ্দেশ্য হবে না। আর দ্বিতীয় ভালো কাজটি হলো পারম্পরিক লেনদেন, এটা যদি কেউ লোকে ভালো বলবে দেখে করে অথবা প্রশংসা পাওয়ার জন্য করে, তাহলে রিয়া হবে না, কিন্তু যদি কেউ এটাকে মহান আল্লাহর উদ্দেশ্যে আন্তরিকভাবে করে তাহলে সে সাওয়াব অর্জন করতে পারবে। আর কেউ যদি প্রশংসা পাওয়ার জন্য করে তাহলে সাওয়াব পাবে না। কিন্তু ভিতরে একটা বাহিরে একটা এমন আচরণ নিন্দনীয়।

৬৬ বর্ষ ॥ ০৫-০৬ সংখ্যা ❖ ০৪ নভেম্বর- ২০২৪ ঙ্গ. ❖ ০১ জমাদিউল আউয়াল- ১৪৪৬ হি.

জিজ্ঞাসা (০৪): বেহুঁশ হয়ে গেলে কি ওযু ভেঙ্গে যাবে, দলিলসহ জানাবেন। আর বেহুঁশ হয়ে গেলে কি গোসল করতে হবে? নবী (ﷺ) না-কি বেহুঁশ হলে গোসল করতেন? দয়া করে দলিল থাকলে জানিয়ে উপকৃত করবেন।

মো. মিন্টু
কাহেটুলী, ঢাকা।

জবাব: প্রথমতঃ সামান্য সময়ের জন্যেও যদি কেউ বেহুঁশ হয়ে যায় তাহলে তার ওযু ভেঙ্গে যাবে। ইবনুল মুনযির (মৃত্যু: ৩১ হি.) বলেছেন: বেহুঁশ হলে তার উপর ওযু করা ওয়াজিব, আর এ বিষয়ে কোনো ইখতেলাফ বা মতভেদ নেই— (দেখুন: আল আওসাত ফিস সুনানি ওয়াল ইজমাঈ ওয়াল ইখতিলাফি- ১/১৬৫)। দ্বিতীয়তঃ বেহুঁশ হয়ে গেলে গোসল করা মুস্তাহাব, ওয়াজিব নয়। এটাই অধিকাংশ আলেমের মত। রাসূল (ﷺ) অসুস্থ অবস্থায় বেশ কয়েকবার বেহুঁশ হয়ে গিয়েছিলেন। প্রত্যেকবার হুঁশ ফেরার পর তিনি গোসল করেছিলেন— (দেখুন: সহীহুল বুখারী- হা. ৬৮৭; সহীহ মুসলিম- হা. ৪১৮)।

জিজ্ঞাসা (০৫): আমাদের এলাকায় একজনের স্ত্রী মারা গেলে তিনি গোসল দিতে চাইলেন, কিন্তু একজন আলেম বলল— আপনি গোসল দিতে পারবেন না, এটা আপনার জন্য হারাম। সে এখন আর আপনার স্ত্রী না, তাকে আপনি দেখতে পারবেন না। আমার প্রশ্ন তার কথা কতটুকু সত্য? স্বামী কি তার স্ত্রীকে গোসল দিতে পারবে না? দলিলসহ জানাবেন।

আব্দুস সালাম
ফকিরাপুল, ঢাকা।

জবাব: তার কথা সঠিক নয়। তিনি হয়তো সমাজে প্রচলিত কথার ভিত্তিতে এরূপ বলেছেন। এ ক্ষেত্রে সঠিক ফাতাওয়া হলো— স্বামী তার মৃত স্ত্রীকে গোসল দিতে পারবে। এটা ইমাম মালেক, শাফে'য়ী, আহমাদসহ অধিকাংশ আলেমের মত। এটার দলিল হলো— 'আয়িশাহ্ (رضي الله عنها) বলেন: রাসূল (ﷺ) বাকীউল গারকাদে একটি জানাযা দাফন শেষ করে আমার কাছে ফিরে আসলেন, তখন আমার প্রচণ্ড মাথা ব্যাথা করছিল, তাই আমি বলছিলাম: ওহ! মাথা ব্যাথায় মরলাম। তখন নবী (ﷺ) বললেন: না বরং আমার মাথা ব্যাথা। এরপর বললেন: 'আয়িশাহ্! তোমার কোনো ক্ষতি নেই, তুমি যদি আমার আগে মরো, তাহলে আমি তোমার গোসল দিব, কাফন

পরাব। অতঃপর তোমার জানাযা পড়ে দাফন দিব— (মুসনাদে আহমাদ- হা. ২৫৩৮০; সুনান ইবনু মাজাহ্- হা. ১৪৫৬, সহীহ)। তাছাড়া ফাতিমাহ্ (رضي الله عنها) অসিয়াত করেছিলেন যে, তার মৃত্যুর পর যেন তাকে তার স্বামী 'আলী (رضي الله عنه) গোসল দেয়— (সুনানু দারাকুতনী- হা. ১৮৫১; বাইহাকী- হা. ৭৩৫৬, সনদ হাসান)।

জিজ্ঞাসা (০৬): কেউ কেউ আল্লাহর রাসূলদের মধ্যে পার্থক্য করে থাকেন। এটা কি ঠিক? আমার স্বরণ মতে পবিত্র কুরআনে আছে যে, "রাসূলদের পার্থক্যকারী জালেম" এখন আমি কি ঠিক? আর যদি সত্য হয় তাহলে কোথায় আছে একটু বলবেন প্লিজ। ধন্যবাদ।

মেজবাহউদ্দীন মিন্টন মোবারক
কোনাপাড়া।

জবাব: আল্লাহ তা'আলা কুরআনে বলেছেন: "হে মু'মিনগণ তোমরা বলো— আমরা ঈমান এনেছি আল্লাহর উপর, যা কিছু আমাদের প্রতি নাযিল করা হয়েছে তার উপর এবং যা কিছু নাযিল করা হয়েছে ইব্রা-হীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকুব ও তার সন্তানদের প্রতি তার উপর এবং ঈমান এনেছি যা কিছু দেওয়া হয়েছে মূসা ও ঈসাকে তার উপর এবং যা কিছু দেওয়া হয়েছে নবীদেরকে তাদের রবের পক্ষ থেকে তার উপর। আমরা তাদের কারো মাঝে পার্থক্য করি না। আর আমরা তার অনুগত"— (সূরা আল বাকুরাহ্: ১৩৬)। সূরা আল বাকুরাহ্'র ২৮৫ নং আয়াতে এসেছে— "রাসূলের নিকট তার রবের পক্ষ থেকে যা নাযিল হয়েছে তার উপর রাসূল ও মু'মিনগণ ঈমান এনেছে, সকলে আল্লাহর উপর, তার ফেরেশতাদের উপর, তার কিতাবসমূহের উপর এবং তার রাসূলদের উপর ঈমান এনেছে, আমরা তার রাসূলদের কারো মাঝে পার্থক্য করি না..."। সূরা আ-লি 'ইমরান-এর ৮৪ নং আয়াতে এসেছে— "...আমরা তাদের কারো মাঝে পার্থক্য করি না..."। আয়াতগুলোর আলোকে প্রমাণ হয় যে, রাসূলদের মাঝে পার্থক্য করা যাবে না। কিন্তু পার্থক্য করা যাবে না, এটার অর্থ হলো— তাদের সকলের উপর বিশ্বাস করতে হবে। কারো উপর ঈমান আনবে আবার কারো প্রতি ঈমান আনবে না, এভাবে পার্থক্য করা যাবে না। তবে এর অর্থ এই নয় যে, সব নবী-রাসূল সমান মর্যাদার অধিকারী; বরং আল্লাহ

৬৬ বর্ষ ॥ ০৫-০৬ সংখ্যা ❖ ০৪ নভেম্বর- ২০২৪ ঙ্. ❖ ০১ জমাদিউল আউয়াল- ১৪৪৬ হি.

তা'আলা তাদের কতকে কতকের উপর বেশি মর্যাদা প্রদান করেছেন। আর “রাসূলদের পার্থক্যকারী জালেম” –এ কথটি এভাবে কুরআনে আসেনি।

জিজ্ঞাসা (০৭): একজন থেকে শুনলাম যে, সাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনু যায়েদ ইবনে আদ্বি রব্বিহ যিনি স্বপ্নে আযান শিখেছিলেন, তিনি না-কি রাসূলের মৃত্যুর খবর শুনে বলেছিলেন, হে আল্লাহ! আপনি আমার চক্ষুকে অন্ধ করে দিন যাতে আমার হাবীবের মৃত্যুর পর এই চক্ষু দিয়ে কাউকে না দেখতে হয়, তারপর তিনি সাথে সাথে অন্ধ হয়ে যান। এ ঘটনা কি সত্য? ঘটনাটা কোথায় পাবো? অনুগ্রহ পূর্বক জানাবেন।

মো. ইবরাহিম
মাদারিপুর।

জবাব: ঘটনাটা বিভিন্ন তাফসীরের কিতাবে এসেছে। যেমন- তাফসীরে মুকাতিল- পৃ. ৩৮৮; তাফসীরে কুরতুবী- ৫/২৭১; তাফসীরে রাযী- ১০/১৩২; অন্যান্য তাফসীরের কিতাবে এসেছে এবং কিছু ফিকহের কিতাবেও এসেছে। যেমন- শাফে'রী মায়হাবের ফিকহের কিতাব ইবনু হাজার আল হাইতামী'র তুহফাতুল মুহতায় ফী শারহিল মিনহায়- ১/৫৫৯। যারা ঘটনাটা উল্লেখ করেছেন তাদের কেউ এর সনদ উল্লেখ করেননি। সনদ ছাড়া এটার সত্য মিথ্যা নির্ণয় করা অসম্ভব। তবে ঘটনাটা সত্য না হওয়াই অধিক যৌক্তিক; কারণ যদি সত্যই তিনি নিজের বিরুদ্ধে বদ দু'আ করতেন এবং সেটা ঘটত তাহলে বিষয়টা ছড়িয়ে পড়ত এবং তার সনদ থাকত। আর এভাবে নিজের জন্য বদদু'আ হাদীসে নিষিদ্ধ; বরং নবী (ﷺ) আমাদেরকে সুস্থতার দু'আ শিক্ষা দিয়ে গেছেন। কাজেই উপরোক্ত বক্তব্য সঠিক নয়।

জিজ্ঞাসা (০৮): প্রাপ্ত বয়স্ক মেয়েরা কি নিজ ইচ্ছায় স্বাধীনভাবে বিয়ে করতে পারে? তার পিতা-মাতা এমন ছেলের সাথে বিয়ে দিতে চাচ্ছে যে ছেলে দীনদার নয়, মদখোর। শুধু টাকা-সম্পদের লোভে পড়ে মেয়ের বিয়ে দিতে চাইছে, এই মেয়ের ক্ষেত্রে করণীয় কী? এই মেয়ে কি নিজ স্বাধীনে বিয়ে করতে পারবে? জানাবেন।

সানজিদা আহমেদ
বিক্রমপুর, ঢাকা।

জবাব: পিতার জন্য তার প্রাপ্ত বয়স্ক মেয়েকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোরপূর্বক বিবাহ দেওয়া হারাম। রাসূল

(ﷺ) এটা থেকে নিষেধ করেছেন- (দেখুন, সহীহুল বুখারী- হা. ৬৯৬৮; সহীহ মুসলিম- হা. ১৪১৯)। যদি কেউ তার মেয়েকে জোর করে বিবাহ দেয় আর মেয়ে সেই বিবাহ মেনে না নেয় তাহলেও সে বিবাহ বিশুদ্ধ হবে। আবার মেয়েকে যদি কোন দীনদার চরিত্রবান ছেলে বিয়ের প্রস্তাব দেয়, তাহলে সে ক্ষেত্রে তাকে তার সাথে বিবাহ থেকে বাধা দেওয়া পিতার জন্য উচিত নয়- (দেখুন, সূরা আল বাক্বারাহ: ২৩২)। যদি পিতা ও অন্যান্য ওলীগণ বাধা দেয়, তাহলে মেয়ে সরকারের সহযোগিতা নিতে পারবে- (সুনান আবু দাউদ- হা. ২-৮৩, সহীহ)।

জিজ্ঞাসা (০৯): আমি একটি হানাফী মসজিদে জুমু'আর নামাযের বয়ানে শুনলাম, নেককার মু'মিনগণ কবরে জীবিত এবং তাদের রুহ মাঝে মাঝে পরিবারে ফিরে আসে, কিন্তু পরিবারের জীবিত সদস্যরা তাদেরকে দেখতে পায় না। এ কথার সত্যতা কতটুকু? জানালে উপকৃত হব ইনশা-আল্লাহ।

ইঞ্জি. আকবর হোসেন
দক্ষিণখান, ঢাকা।

জবাব: প্রথমতঃ মৃত্যুর পর সকল মানুষ কবরে অর্থাৎ- বারযাখী জীবনে জীবিত- (সূরা আল মু'মিনুন: ১০০) সেখানে সবাইকে প্রশ্ন করা হয়, মু'মিন মুত্তাকী সেখানে উত্তম জীবন লাভ করে, সুখ ও শান্তি লাভ করে। আর পাপী সেখানে শাস্তি পায়- (দেখুন, সুনান আবু দাউদ- হা. ৪৭৫৩, সহীহ)।

দ্বিতীয়তঃ মৃত্যু ব্যক্তি মু'মিন হোক বা কাফির হোক তার জন্য দুনিয়াতে তার পরিবারের সাথে সাক্ষাত করা বা তাদের কাছে ফিরে আসা অসম্ভব, যেমনটা আল্লাহ তা'আলা বলেছেন: “যে জনপদকে আমরা ধ্বংস করেছি, তাদের জন্য আবার দুনিয়াতে ফিরে আসা নিষিদ্ধ”- (সূরা আল 'আশিয়া:- ৯৫)। হাদীসে এসেছে- জাবির (رضي الله عنه)-এর পিতা 'আব্দুল্লাহ শাহাদাত বরণ করার পর বারযাখে মহান আল্লাহর কাছে আবেদন করেছিলেন পুনরায় দুনিয়াতে ফিরে এসে জিহাদ করে দ্বিতীয়বার শহীদ হওয়ার জন্য, তখন আল্লাহ তা'আলা বলেন, আমার সিদ্ধান্ত হলো মৃত্যুর পরে তারা আর ফিরে আসতে পারবে না- (সুনান ইবনু মাজাহ- হা. ১৯০, গ্রহণযোগ্য হাদীস)। অতএব বক্তার কাছে যা শুনেছেন, তা সঠিক নয়।

জিজ্ঞাসা (১০): আমাদের সমাজে মসজিদ ও হাফেযী মাদ্রাসার ব্যাংক একাউন্ট একটি। সেই একাউন্টে মুসল্লীরা সাধারণ দান ও যাকাতের টাকা জমা দেন। আমি জানি যে, যাকাতের টাকা মসজিদ গ্রহণ করতে পারে না। আমার প্রশ্ন হলো— একই একাউন্টে মসজিদ ও মাদ্রাসা পরিচালনা করা কতটুকু যুক্তিসঙ্গত ও বৈধ?

রুবেল আহমেদ

চাঁদপুর সদর, চাঁদপুর।

জবাব: মসজিদে যাকাতের টাকা দেওয়া যাবে না— (দেখুন: কাশশাফুল কিনা আন মাতনিল ইকনা- ২/২৭০)। এ বিষয়ে সকল আলেম একমত— (দেখুন: হাশিয়াতুর রওয়াল মুরবি- ৩/৩০৯)। যদি ঐ একাউন্টে যাকাতের টাকা জমা হয় এবং সেটা অন্যদান থেকে পৃথক করা সম্ভব হয় অথবা মাদ্রাসা ও মসজিদের দান আলাদা আলাদা বুঝা যায় তাহলে একাউন্ট এক সাথে থাকতে পারে। আর যদি তা সম্ভব না হয় তাহলে মসজিদ ও মাদ্রাসার জন্য পৃথক একাউন্ট খুলতে হবে, একটাই একাউন্ট থাকা অবৈধ।

জিজ্ঞাসা (১১): মৃত ব্যক্তির নামে অর্থাৎ— আল্লাহ তা'আলা যেন তাকে ক্ষমা করে দেন বা তার কবরের 'আযাব মাফ করে দেন—এই নিয়তে কেউ যদি ইফতারি দেয় তাহলে সেটা কোন ধরনের সাদাকাহ হবে এবং এই ইফতারি সকলেই খেতে পারবে কি-না? দলিলসহ জানাবেন।

সুলতান মাহমুদ

নবাবগঞ্জ, দিনাজপুর।

জবাব: মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে সাদাকাহ করা সর্বসম্মতিক্রমে বৈধ, আলেমদের মাঝে এ বিষয়ে কোনো বিতর্ক নেই— (দেখুন: আত্ তামহীদ লি ইবনি আবদিল বার- ২০/২৭; আরো দেখুন: সহীহুল বুখারী- হা. ১৩৮৮; সহীহ মুসলিম- হা. ১০০৪)। মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে রোযাদারকে ইফতারি করানো এক ধরনের সাদাকাহ। অতএব এটা জায়িয এবং এর সওয়াব ইনশা-আল্লাহ মৃত ব্যক্তি পাবে এবং এ ইফতারী সকলেই খেতে পারবে। কারণ নফল সাদাকাহ ধনীর জন্য খাওয়া হালাল— (দেখুন: আল মুগনী- ২/২৭৬)।

জিজ্ঞাসা (১২): আমাদের এলাকায় এক কবরস্থানে বিভিন্ন প্রকার গাছ লাগিয়েছে, এটা কি জায়িয? দয়া জানাবেন।

নাছরুল্লাহ, জামালপুর।

জবাব: কবরস্থানে ফুলগাছ কিংবা ফলগাছ বা কোনো গাছপালা রোপণ করা বৈধ নয়, সেটা সৌন্দর্যের জন্য

হোক বা ছায়া গ্রহণের জন্য হোক বা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে হোক; কারণ এতে খ্রিষ্টানদের সাদৃশ্য হয়ে যায়— (দেখুন: মাজাল্লাতুল বৃহস আল ইলমিয়াহ- ৭৯/২৯)। তাছাড়া কবর স্থান হতে হবে এমন যা দেখে মানুষের পরকালের কথা স্মরণ হবে— (সুনান ইবনু মাজাহ- হা. ১৫৭১)। গাছপালা লাগালে মানুষ সেটাকে পার্ক মনে করা শুরু করবে। এরূপ করা ঠিক নয়।

জিজ্ঞাসা (১৩): আমি জজ কোর্টে কাজ করি। কোর্টে সময়ের আবেদনসহ বিভিন্ন আবেদনের ফরমের উপর কোর্ট ফী দাখিল করেন। কিন্তু সরকারি কর্মচারী এই কোর্ট ফি রাজস্ব খাতে লিখে না রেখে ফরমের উপর থেকে উঠিয়ে অল্প দামে বিক্রয় করে দেন এবং আমি সেই কোর্ট ফি ক্রয় করেছি। এখন কি এটা ব্যবহার করতে পারবো?

কবিরুল ফরাজী

গোপালগঞ্জ সদর, গোপালগঞ্জ।

জবাব: এখানে ফী বলতে মনে হয় বুঝানো হয়েছে, ফরমের উপর দশ টাকা পনের টাকা ইত্যাদি মূল্যের স্টিকার। তো এটা তুলে বিক্রয় করা তো সম্ভব না, কারণ তার উপর সিল বা সিগনেচার থাকে। তার পরেও যদি এটাতে কারো পক্ষে দুর্নীতি করা সম্ভব হয়, তাহলে সেটা করা তার জন্য হারাম এবং সরকারি কর্মচারীর জন্য রাজস্ব খাতকে ফাঁকি দেওয়াও হারাম; কারণ তার খিয়ানত। আর জেনেশুনে আপনার জন্য তা ক্রয় করা এবং ব্যবহার করাও হারাম; কারণ এটা অন্যায়ের উপর সহযোগিতা যা ইসলামে হারাম।

জিজ্ঞাসা (১৪): আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে রাসূলের আনুগত্য করতে বলেছেন, সে অনুসারে রাসূল (ﷺ)-এর আনুগত্য করা আমাদের উপর ফরয। আমি শুনেছি আনুগত্যও এক ধরনের দাসত্ব; তাই 'গোলাম রাসূল' বা 'গোলাম মোস্তফা' নাম রাখা যাবে। যিনি এ কথা বলেছেন, তিনি কি ঠিক বলেছেন?

রাফী আহমেদ

মাজেদ সরদার রোড, ঢাকা।

জবাব: গোলাম রাসূল অর্থ রসূলের দাস। দাসত্ব হলো 'ইবাদত। আনুগত্য হলো মান্য করা। মহান আল্লাহর নাফরমানি না হলে যে কারো আনুগত্য করা যাবে। কিন্তু যে কারো 'ইবাদত করা যাবে না, একমাত্র মহান আল্লাহর 'ইবাদত ও দাসত্ব করতে হবে। অতএব গোলাম রাসূল বা রাসূলের দাস নাম রাখা যাবে না। যিনি এ কথা বলেছেন তিনি ভুল বলেছেন। ❏

প্রচ্ছদ রচনা

গাজী হুসরেভ-বেগ মসজিদ

-আব্দুল মোহাইমেন সা'আদ*

ইউরোপের জেরুসালেম খ্যাত বসনিয়া ও হার্জেগোভিনার রাজধানী সারাজেভো নগরীর একটি অমূল্য স্থাপনা গাজী হুসরেভ-বেগ মসজিদ যা ষষ্ঠদশ শতাব্দীতে নির্মিত। মসজিদটি বলকান অঞ্চলের বৃহত্তম ঐতিহাসিক মসজিদ এবং অটোমান স্থাপত্যের একটি চমৎকার উদাহরণ। নির্মাণের সময় থেকেই মসজিদটি সারাজেভোর কেন্দ্রীয় ধর্মীয় স্থান হিসেবে পরিচিত হয়ে উঠেছে এবং বর্তমানে এটি বসনিয়া ও হার্জেগোভিনার মুসলিমদের প্রধান জামে মসজিদ। মসজিদটি নগরীর বাশারসিয়া এলাকায় অবস্থিত এবং বর্তমানে স্থাপত্যশৈলী ও সংস্কৃতির কারণে মসজিদটি পর্যটকদের অন্যতম আকর্ষণ কেন্দ্র। গাজী হুসরেভ-বেগের উদ্যোগে ১৫৩০ খ্রিষ্টাব্দে মসজিদটি নির্মিত হয়েছিল। এই প্রকল্পের আওতায় একটি মজুব, মাদরাসা, বেজিস্তান এবং হান্নামাও অন্তর্ভুক্ত ছিল। বসনিয়ার সেই সময়ের উসমানীয় গভর্নর গাজী হুসরেভ-বেগের এই উদ্যোগ সারাজেভো নগরীর সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল। মসজিদের স্থপতির নাম যদিও স্পষ্ট নয়, বেশিরভাগ পণ্ডিতদের মতে, পার্সিয়ান বংশোদ্ভূত একজন অটোমান স্থপতি আসেম এসির আলী (আলাউদ্দীন)-এর নাম উঠে এসেছে; আবার কিছু ইতিহাসবিদের মতে, বিখ্যাত স্থপতি মিমার সিনান সম্ভবত এই প্রকল্পের তত্ত্বাবধান করেছিলেন। অস্ট্রো-হাঙ্গেরিয়ান সাম্রাজ্যের সময়, ১৮৯৮ খ্রিষ্টাব্দে গাজী হুসরেভ-বেগ মসজিদটি বিশ্বের প্রথম মসজিদ হিসেবে বিদ্যুৎ ও বৈদ্যুতিক আলোকসজ্জা পায়। মসজিদের জটিল নির্মাণশৈলী এবং বহু গম্বুজের উপস্থিতি মসজিদটিকে ক্লাসিক্যাল অটোমান স্থাপত্যের একটি প্রাথমিক উদাহরণে পরিণত করেছে।

* শিক্ষার্থী, কবি নজরুল সরকারি কলেজ, ঢাকা।

মসজিদের কেন্দ্রীয় অংশটি একটি আয়তক্ষেত্রাকার স্থানে অবস্থিত, যা উঁচু দেয়াল দ্বারা ঘেরা এবং একটি বৃহৎ গম্বুজ দ্বারা আচ্ছাদিত। মসজিদের কিবলা দিকটি একটি আধা-গম্বুজ দ্বারা প্রাপ্ত স্থান যা কেন্দ্রীয় স্থাপত্যের প্রধান উপাদানগুলোর সাথে সমন্বিত। ষষ্ঠদশ শতাব্দীর গাজী হুসরেভ-বেগ মসজিদ বিভিন্ন ঐতিহাসিক ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছে, কিন্তু সবচেয়ে বড় ধাক্কা আসে ১৯৯২ থেকে ১৯৯৬ খ্রিষ্টাব্দে বসনিয়ান যুদ্ধের সময়। ঐ সময়ে সার্বীয় বাহিনী নগরীর অনেক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, বিশেষ করে মসজিদটিকে লক্ষ্যবস্তু করে। যুদ্ধের সময়ে মসজিদটি ব্যাপক ধ্বংসের শিকার হয়, তবে ১৯৯৬ খ্রিষ্টাব্দে বিদেশী সাহায্যের মাধ্যমে এর পুনর্নির্মাণ শুরু হয়। বিশেষ করে সৌদি আরব ও স্থানীয় সংস্থাগুলোর সহায়তায় মসজিদটিকে পুনরুজ্জীবিত করা হয়। এই পুনর্নির্মাণের সময় পুরানো অলঙ্কারের বহু অংশ মুছে ফেলা হয় এবং নতুন আলংকারিক ডিজাইনে তৈরি করা হয়। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে সারাজেভোর আকাশে উঁচু মিনারে আলো ছড়িয়ে চলেছে গাজী হুসরেভ-বেগ মসজিদ। এটি শুধু একটি ইমারত নয়; বরং মুসলিম সংস্কৃতির একটি চিরন্তন আশ্রয়স্থল। যেখানে মুসলিম সম্প্রদায়ের ধর্মীয় অনুষ্ঠান ও সামাজিক কর্মকাণ্ড অনুষ্ঠিত হয়। এর চারপাশে প্রতি বছর বিভিন্ন ধর্মীয় উৎসব এবং সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের আয়োজন করা হয় যা মুসলমানদের ঐক্যকে সুসংহত করে। বর্তমানের সারাজেভো নগরীটি রাজনৈতিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে বৈচিত্র্যের এক অনন্য মডেল। এখানে মসজিদ, ক্যাথলিক চার্চ, ইস্টার্ন অর্থোডক্স গির্জা এবং সিনাগগ একত্রে অবস্থান করেছে, যা শহরের বহুজাতিক চরিত্রকে তুলে ধরে। গাজী হুসরেভ-বেগ মসজিদ এই বৈচিত্র্যের একটি অমূল্য প্রতীক যা সারাজেভোর ধর্মীয় ঐতিহ্য ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সমন্বয় ঘটায়। ☒

নভেম্বর

তারিখ	ফজর	সূর্যোদয়	যোহর	আসর	মাগরিব	ঈশা
০১	০৪:৪৩	০৬:০৩	১১:৪৩	০২:৫৬	০৫:২১	০৬:৫১
০২	০৪:৪৩	০৬:০৪	১১:৪৩	০২:৫৫	০৫:২০	০৬:৫০
০৩	০৪:৪৪	০৬:০৫	১১:৪৩	০২:৫৫	০৫:১৯	০৬:৪৯
০৪	০৪:৪৪	০৬:০৫	১১:৪৩	০২:৫৪	০৫:১৯	০৬:৪৯
০৫	০৪:৪৫	০৬:০৬	১১:৪৩	০২:৫৪	০৫:১৮	০৬:৪৮
০৬	০৪:৪৫	০৬:০৬	১১:৪৩	০২:৫৪	০৫:১৮	০৬:৪৮
০৭	০৪:৪৬	০৬:০৭	১১:৪৩	০২:৫৩	০৫:১৭	০৬:৪৭
০৮	০৪:৪৬	০৬:০৮	১১:৪৩	০২:৫৩	০৫:১৭	০৬:৪৭
০৯	০৪:৪৭	০৬:০৮	১১:৪৩	০২:৫৩	০৫:১৬	০৬:৪৬
১০	০৪:৪৭	০৬:০৯	১১:৪৩	০২:৫২	০৫:১৬	০৬:৪৬
১১	০৪:৪৮	০৬:১০	১১:৪৩	০২:৫২	০৫:১৫	০৬:৪৫
১২	০৪:৪৮	০৬:১০	১১:৪৩	০২:৫২	০৫:১৫	০৬:৪৫
১৩	০৪:৪৯	০৬:১১	১১:৪৪	০২:৫২	০৫:১৫	০৬:৪৫
১৪	০৪:৪৯	০৬:১১	১১:৪৪	০২:৫১	০৫:১৪	০৬:৪৪
১৫	০৪:৫০	০৬:১২	১১:৪৪	০২:৫১	০৫:১৪	০৬:৪৪
১৬	০৪:৫০	০৬:১৩	১১:৪৪	০২:৫১	০৫:১৪	০৬:৪৪
১৭	০৪:৫১	০৬:১৩	১১:৪৪	০২:৫১	০৫:১৩	০৬:৪৩
১৮	০৪:৫২	০৬:১৪	১১:৪৪	০২:৫১	০৫:১৩	০৬:৪৩
১৯	০৪:৫২	০৬:১৫	১১:৪৫	০২:৫০	০৫:১৩	০৬:৪৩
২০	০৪:৫৩	০৬:১৫	১১:৪৫	০২:৫০	০৫:১৩	০৬:৪৩
২১	০৪:৫৩	০৬:১৬	১১:৪৫	০২:৫০	০৫:১২	০৬:৪২
২২	০৪:৫৪	০৬:১৭	১১:৪৫	০২:৫০	০৫:১২	০৬:৪২
২৩	০৪:৫৪	০৬:১৮	১১:৪৬	০২:৫০	০৫:১২	০৬:৪২
২৪	০৪:৫৫	০৬:১৮	১১:৪৬	০২:৫০	০৫:১২	০৬:৪২
২৫	০৪:৫৬	০৬:১৯	১১:৪৬	০২:৫০	০৫:১২	০৬:৪২
২৬	০৪:৫৬	০৬:২০	১১:৪৭	০২:৫০	০৫:১২	০৬:৪২
২৭	০৪:৫৭	০৬:২০	১১:৪৭	০২:৫০	০৫:১২	০৬:৪২
২৮	০৪:৫৭	০৬:২১	১১:৪৭	০২:৫০	০৫:১২	০৬:৪২
২৯	০৪:৫৮	০৬:২২	১১:৪৮	০২:৫০	০৫:১২	০৬:৪২
৩০	০৪:৫৯	০৬:২২	১১:৪৮	০২:৫০	০৫:১২	০৬:৪২

লাব্বাইকা আল্লাহুমা লাব্বাইক
লাব্বাইকা লা-শারীকা লাকা লাব্বাইক
ইন্নাং হামদা ওয়ান নি'মাতা লাকা ওয়াল মুলক
লা-শারীকা লাক



হজ্জ বুকিং চলছে...

ব্যবসা নয় সর্বোত্তম সেবা
প্রদানের মানসিকতা নিয়ে
আপনার কাজিত স্বপ্ন
হজ্জ পালনে আমরা
আন্তরিকভাবে আপনার
পাশে আছি সবসময়

অভিজ্ঞতা আর
হাজীদের ভালোবাসায়
আমরা সফলতা ও
সুনারের সাথে
পথ চলছি অবিরত

স্বত্বাধিকারী

মুহাম্মাদ এহসান উল্লাহ

কামিল (ডাবল), দাওরায়ে হাদীস।
খতীব, পেয়লাওয়াল্লা জামে মসজিদ, বংশাল, ঢাকা
০১৭১১-৫৯১৫৭৫

আমাদের বৈশিষ্ট্য:

- ❑ রাসুলের (সা:) শিখানো পদ্ধতিতে সহীহভাবে হজ্জ পালন।
- ❑ সার্বক্ষণিক দেশবরেণ্য আলেমগণের সান্নিধ্য লাভ এবং হজ্জ, ওমরাহ ও তৎসংশ্লিষ্ট বিষয়ের উপর আলোচনা ও প্রশ্নোত্তর পর্ব।
- ❑ হজ্জ ফ্লাইট চালু হওয়ার তিনদিনের মধ্যে হজ্জ ফ্লাইট নিশ্চিতকরণ।
- ❑ প্রতি বছর অভিজ্ঞ আলেমগণকে হজ্জ গাইড হিসেবে হাজীদের সাথে প্রেরণ।
- ❑ হারাম শরীফের সন্নিকটে প্যাকেজ অনুযায়ী ফাইভ স্টার, ফোর স্টার ও থ্রী স্টার হোটেলে থাকার সুব্যবস্থা।
- ❑ মক্কা ও মদিনার ঐতিহাসিক ও দর্শনীয় স্থানসমূহ যিয়ারতের সুব্যবস্থা।
- ❑ হাজীদের চাহিদামত প্যাকেজের সুব্যবস্থা।
- ❑ খিদমাত, সততা, দক্ষতা ও জবাবদিহিতার এক অনন্য প্রতিষ্ঠান।



মেসার্স হলি এয়ার সার্ভিস

সরকার অনুমোদিত হজ্জ, ওমরাহ ও ট্রাভেল এজেন্ট, হজ্জ লাইসেন্স নং- ৯৩৮

হেড অফিস: ১/২ পশ্চিম হাজীপাড়া, রামপুরা, ঢাকা। গুলজার কমার্শিয়াল কমপ্লেক্স, ৭ম তলা (লিফেটর ৬) (হাজীপাড়া পেট্রোল পাম্পের বিপরীতে)

মোবাইল : ০১৭১১-৫৯১৫৭৫, ০১৬৭৪-৬৯৫৯৯৬

www.holyairservice.com holyairservice@yahoo.com

www.facebook.com/holyairservice



প্রফেসর ড. এম.এ. বারীর পক্ষে **অধ্যাপক ডক্টর আব্দুল্লাহ ফারুক** কর্তৃক আল হাদীস প্রিন্টিং এন্ড পাবলিশিং
হাউজ: ৯৮, নওয়াবপুর রোড, ঢাকা-১১০০, বাংলাদেশ হতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত